ভূমিকা

বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানো বাদক জন মিকালি যেখানেই অনুষ্ঠান করতে যান সেখানেই একটা করে খুন হয়ে যায় পরপর। তার দুর্ভাগ্য বৈকি। একবার খুনের পর পালাবার সময়ে খুনী একটি কিশোরী মেয়েকে চাপা দিয়ে দেয়। হতভাগ্য মেয়েটি একজন কর্ণেলের। নাম অ্যাশা মরগ্যান।

মেয়ের মৃত্যুতে তিনি ভীষণভাবে ভেঙে পড়লেন। ঠিক করলেন, এর প্রতিশোধ নেবেন তিনি। এরপরেই শুরু হলো তার অনুসন্ধান। শেষপর্যন্ত খুনীর সন্ধান পেলেন তিনি। তিনি আর কেউ নন।, স্বয়ং······

সূচনা ঃ

রিজেণ্ট পার্কের কাছে উচঁু ইঁটের পাঁচিল ঘেরা একটি অট্টালিকা। লোকটা গেট দিয়ে ঢুকে পড়লো। সামনেই ঝোপ-ঝাড়ের জংগল। এগিয়ে গেল সেদিকে। অনেকটা ছায়ার মতো। রিস্টওয়াচটা দেখলো একবার। সাতটা বাজতে দশ। অর্থাৎ এখনো কিছুটা সময় আছে।

লোকটার গায়ে পশমের একটা কালো কোট। কোটটার পকেট থেকে ও বের করলো ছোটখাটো একটা পিস্তল। মুখে সাইলেন্সার লাগানো। একবার নেড়েচেড়ে দেখে নিলো ঠিক আছে কিনা, তারপর আবার পকেটের মধ্যে চালান করে দিলো।

এই অট্টালিকার মালিকের নাম ম্যাক্সওয়েল জ্যাকব কোহেন। বন্ধু-বান্ধবের কাছে ম্যাক্স কোহেন নামেই পরিচিত। ভদ্রলোক প্রভাবশালী, অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পোশাক উৎপাদনকারী সংস্থার চেয়ারম্যান, ব্রিটিশ মহলে তিনি একজন প্রতিভাবান ইহুদী। প্রত্যেকেই ওকে সমীহ করে, দুর্ভাগ্যবশত মিঃ কোহেন একজন ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। এর ফলে নির্দিষ্ট কিছু লোক অসুবিধের মধ্যে পড়েছিল। অবশ্য এই ব্যাপারটা এই ছায়া-মূর্তিকে বিচলিত করেনি। ওর কাছে রাজনীতি বিষয়টা একেবারে বোকামির সামিল। এটা একটা শিশুদের খেলার সামগ্রী। যাই হোক শিকার সম্পর্কে ওর কোনো কিছুই তেমন কৌতুহল নেই। ও শুধুমাত্র তার খুঁটিনাটি জেনে নেয়। ইতিমধ্যেই তার সে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয়ে গেছে। লোকটা এই মুহূর্তে ওয়াকিবহাল যে, এখন বাড়ীর মধ্যেই মিঃ কোহেন আছেন, এছাড়া রয়েছেন ওর স্ত্রী এবং পরিচারিকা। অবশ্য পুরুষ পরিচারকদের মধ্যে কেউ নেই এখন, এ ব্যাপারে ও নিশ্চিন্ত।

একটু এগিয়ে গেলো ও, তারপর পকেট থেকে বিশেষ ধরনের কালো ধরনের মুখোশটা বের করলো। মাথার ওপরে দিয়ে ঢুকিয়ে সেটাকে নীচের দিকে টেনে দিলো ও, গোটা মুখমণ্ডলের মধ্যে ওর শুধু চোখদুটো আর নাকটা দেখা যাচ্ছিল। এরপর কোটের কলারটা তুলে দিলো সে।

শেষমুহূর্তে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে ও জংগলের মধ্যে থেকে খুব সাবধানে বেরিয়ে এলো।

বাড়ীটার দিকে এবার তাকিয়ে দেখলো ভাল করে।

মিঃ কোহেনের একজন স্পেনীয় পরিচারিকা আছে। সে বা'র ঘরেই ছিল। লোকটা গিয়ে কলিং বেল টিপলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো দরজার সামনে। এদিকে সেই পরিচারিকার কানে বেল বাজার শব্দ পেঁৗছে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো পরিচারিকাটি, ঘুমেই মুখটা আতংকে বিস্ফোরিত হয়ে গেল।

জীবনে এই প্রথম ও এরকম একটা আতংকের সম্মুখীন হয়েছে. ওর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা ভৌতিক মূর্তি। ডান হাতে একটা পিস্তল। অপরিচিত উচ্চারন ভংগীতে লোকটা বিড়বিড় করে বকছিল, পরিচারিকাটি বুঝতে পারলো ভাষাটা সম্ভবত ইংরাজী-ই হবে। লোকটার কণ্ঠস্বর কিছুটা কর্কশ। ওর ঠোঁট দুটো নড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখোশটাও বিশ্রীভাবে নড়ছিল।

লোকটা এবার কিছুটা পরিষ্কার ভাবেই বলে উঠলো, 'আমাকে তুমি এই মুহূর্তে মিঃ কোহেনের কাছে নিয়ে চলো।'

সেই স্পেনীয় পরিচারিকার নাম মারিয়া; লোকটা বলার পরে প্রতিবাদ করতে চাইলো মারিয়া। কিন্তু ততোক্ষণে লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পিস্তলটা মারিয়ার দিকে তাক করা। ঢুকেই ও দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। পিস্তলটা উঁচিয়ে বলে উঠলো লোকটা, 'যদি বাঁচতে চাও প্রাণে তাহলে আমাকে এখনই নিয়ে চলো মিঃ কোহেনের কাছে।'

মারিয়া সিঁড়ি বেয়ে ওঠার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কিছুটা এগিয়েও গেছে, লোকটা ওকে অনুসরণ করে এগোতে আরম্ভ করলো। বারান্দা ধরে এগোচ্ছিল ওরা। আর একটু এগিয়ে যেতেই শোবার ঘরের দরজাটা খুললেন মিসেস কোহেন। বেশ কিছুদিন ধরেই ভদ্রমহিলা মনের মধ্যে এরকম ধরনের একটা ভয় পুষে রাখছিলেন। মারিয়াকে দেখলেন তিনি, তার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল পিস্তল হাতে সেই মুখোশ পড়া মূর্তি। দেখা মাত্রই আতংকে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তারপরেই অস্ফুট স্বরে একটা শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি। শেষে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে এগিয়ে গেলেন টেলিফোনের দিকে। কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করতে শুরু করলেন।

এদিকে মুখোশ পড়া মূর্তি তখন মারিয়াকে পেছন দিক থেকে ঠেলতে শুরু করেছে। তখন মারিয়ার পা থেকে একটা জুতো খুলে গেছে। চলাফেরাতেও একটা বেসামাল অবস্থা। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কোনো উপায় নেই। ধীর পদক্ষেপে ও মালিকের পড়ার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দরজাটা বন্ধ ছিল। পেছনে পিস্তলের নলটা ঠেকতেই ও ঘরের দরজায় টোকা মারলো।

ম্যাক্স কোহেন। চোখে মুখে একধরণের বিস্ময়ের ভাব। সন্ধ্যে আটটার আগে উনি যখন পড়ার ঘরে থাকেন তখন কেউ ওকে বিরক্ত করার সাহস করেনা। এটাই এ'বাড়ীর নিয়ম, প্রথমেই তিনি দেখলেন সামনে মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে একটা জুতো নেই, চোখে মুখে আতংকের ভাব, কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই মারিয়াকে সরিয়ে মুখোশ পড়া লোকটা মিঃ কোহেনের সামনে আবির্ভূত হলো। হাতে সাই-লেন্সার লাগানো পিস্তল। পলকের মধ্যে সেটা একবার শব্দ করে উঠলো।

যৌবনে ম্যাক্স কোহেন একজন নামী বক্সার ছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে রিংএর চৌহদ্দির মধ্যে ওর পিছু হটা ছাড়া গত্যন্তর নেই, একটা বুলেট আচমকা ওর মুখের কোথাও লেগেছে। তাতেই তিনি বেসামাল হয়ে পড়েছিল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ

করে তিনি পড়ার ঘরের মেঝেতে পড়ে গেলেন।

চোখ দুটো স্থির হয়ে আসতে লাগলো তার। হিব্রু ভাষায় কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন, সম্ভবতঃ সেটা প্রার্থনা। কিন্তু মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। চোখের সামনে থেকে ক্রমশঃ আলো নিভে যেতে লাগলো। অবশেষে শুধুই অন্ধকার।

*　　　　*　　　　*

মিসেস কোহেনের ডাকে পুলিশের প্রথম জীপটা সবেমাত্র রাস্তার প্রান্তে এসে বাঁক নিয়েছে। মুখোশ পড়া লোকটা সদর দরজা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল খানিকক্ষণ। ততোক্ষণে অন্যান্য গাড়ীগুলোও ছুটে আসার শব্দ শুনতে পেয়েছে ও, বিন্দুমাত্র দেরী না করে বাগানের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। দ্রুত পদক্ষেপে তারপর পাঁচিলের ওপরে উঠে পড়লো। ওখান থেকে লাফ দিয়ে পড়লো অন্য একটা বাগানের ভেতরে, তারপর বাগানের গেটটা খুলে বেরিয়ে এলো ও, সামনেই একটা গলি। তার মধ্যে ঢুকে পড়লো সে। কোটের কলার নামিয়ে দিলো, খুলে ফেললো মুখোশটা, তারপর দ্রুতবেগে পা চালালো।

ইতিমধ্যেই মারিয়ার কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা অনুযায়ী পুলিশ সঠিক গন্তব্য স্থলেই এসে পেঁছে গেছে। ট্রান্সমিটার মারফৎ সমস্ত খবরাখবর হেডকোয়াটারে পাঠানো হচ্ছিল। অবশ্য এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

লোকটা মৃদু হাসলো। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রিজেন্ট পার্কের সবুজের মধ্যে হারিয়ে যাবে ও। দ্রুতবেগে পা এলিয়ে ভুগর্ভ ষ্টেশন অতিক্রম করে অন্য প্রান্তে চলে এলো। রাস্তা বদলে এগোতে লাগলো অক্সফোর্ডের দিকে। রাস্তাটা অতিক্রম করার সময়ে ওর কানে একটা শব্দ এলো। মনে হলো কয়েকটা গাড়ী একসঙ্গে ব্রেক কষেছে। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, 'এইযে কে তুমি?' গাড়ীটা অবশ্য একটাই ছিল। বলাই বাহুল্য পুলিশের জীপ। এক নজর চোখ বুলিয়েই বুঝে নিতে ওর অসুবিধে হলোনা। সঙ্গে সংগে সামনের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়লো ও। তারপর ছুটতে শুরু করলো তীব্র বেগে। প্রতিবারের মতো এবারেও ওর ভাগ্য ভালই ছিল বলতে হবে। পার্ক করে রাখা এক সারি গাড়ীর মধ্যে দিয়ে দৌড়োতে আরম্ভ করলো ও। হঠাৎ ওর নজরে পড়লো একটা লোক দ্রুতবেগে একটা গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েছে।

ও দৌড়ে গেলো সেখানে। ধস্তাধস্তি করে জোর করেই একরকম দরজাটা খুলে ফেললো ও, তারপর ড্রাইভারের মাথাটা ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনলো। শেষ-পর্যন্ত নিজেই লাফিয়ে উঠে বসলো ষ্টিয়ারিং এর আসনে। এরপর স্টার্ট দিলো ও। গাড়ী এগোতে আরম্ভ করলো এবার। ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ীটাও ওর গাড়ীর শব্দ পেয়ে পিছু নিয়েছে। লোকটার বুঝতে অসুবিধে হলোনা যে, খুব শীগগিরই লণ্ডনের সমস্ত পুলিশের গাড়ী এই জায়গাটাকে নিশ্ছিদ্র ভাবে ঘিরে ফেলবে। তার আগেই যদি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারা যায় তাহলে বিপদে

পড়ার সম্ভাবনা।

সামনেই সারি সারি বেশ কিছু গুদাম। তারই মাঝখান দিয়ে ওর গাড়ীটা দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। রাস্তাটা ভীষণ রকমে সরু আর অন্ধকার। এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে প্যাডিংটন ওডম ষ্টেশনের দিকে। ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ীটা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। ক্রমশঃ আরো কাছে এগিয়ে আসছে। লোকটা এবার গাড়ীর গতি আরো বাড়িয়ে দিলো।

সামনেই একটা সরু সুড়ঙ্গ, তার মধ্যে দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। ও গাড়ী নিয়ে তার ভেতরেই ঢুকে পড়লো। ঠিক তখনই তার চোখে পড়লো একটা মূর্তি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখলো ওই মূর্তিটাকে। অবশেষে স্পষ্ট হলো ওর অবয়ব। একটি মেয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃত পক্ষে মেয়েটি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল, গাড়ী দেখে নেমে গেছে। মুখটা ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর। লোকটার নজরে এড়ালো না সেটা। ও আর একটু এগোতেই সাইকেলটা টালমাটাল হয়ে মেয়েটিকে নিয়ে পড়ে গেল।

ততোক্ষণে ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রনে এনে সুড়ঙ্গের একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে চালাতে লাগলো গাড়ীটা। গাড়ীর সঙ্গে দেয়ালের ঘর্ষনে আলোর স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ছিল। এছাড়া অবশ্য কোনো উপায়ও ছিলনা। একটা বিশ্রী শব্দে, শেষ-পর্যন্ত মেয়েটা একেবারে গাড়ীর সামনে এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল।

ততোক্ষনে পুলিশের গাড়ীটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু লোকটা তীব্র বেগে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে এসে ও পড়লো বিশপ ব্রীজ রোডের ওপরে।

এরপর মিনিট পাঁচেক কেটে গেছে। ততোক্ষণে বিশপ ব্রীজ রোড অতিক্রম করে গাড়ীটা এসে পৌঁছিল বেওয়াটার রোডে। সেখানেই রাস্তার পাশে গাড়ীটাকে ফেলে রাখলো ও, তারপর রাস্তার পাশের গাছ পালার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললো আপন মনে। ওর ঋজু পদক্ষেপ দেখে মনে হচ্ছিল না যে, কিছুক্ষণ আগে ও একটা বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে এসেছে। ও এসে পেঁাছোলো কেসিংটন গার্ডেন এলাকায়। তারপর সেটাকেও অতিক্রম করে হাঁটতে আরম্ভ করলো। ক্রমে পেঁাছোলো কুইনস্ গেটের সামনে। এ্যালবার্ট হলের কাছে দেখলো জায়গাটা পুরোপুরি শান্ত। অফিসেব কাউন্টারের সামনে একটা বিরাট লাইন পড়েছে, রাতের বেলা এখানে দামী অর্কেষ্ট্রার আসর বসার কথা।

আজ উনিশশো বাহাত্তর সালের একুশে জুলাই। লোকটা এবারে একটা সিগারেট ধরালো। দেওয়ালে আটা রয়েছে একটা পোষ্টার, তাতে মিকালির একটা ছবি। লোকটা ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়ে গেছে। রং কালো, মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো, মুখমণ্ডল বিবর্ন, চোখের মণি দুটো পরিষ্কার কালো রঙের কাচের মতো।

ও-ঘুরে ঘুরে হলঘরের ঠিক পেছন দিকটায় এসে দাঁড়ালো। কতোগুলো দরজা ছিল আর মধ্যে একটার মাথার ওপরে একটা ছোট্ট শব্দ লেখা ছিল। তাহলো শিল্পী :

লেখাটা আলোকোজ্জ্বল। সেখানেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও, কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। একজন দারোয়ান টুলের ওপরে বসে একটা কাগজ পড়ছিল। ওকে প্রবেশ করতে দেখে ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মৃদু হাসলো লোকটা। তারপর বললো, 'গুড ইভিনিং স্যার। আজকের সন্ধ্যেটা বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। তাইনা?'

—'তার থেকেও খারাপ।' বলে উঠলো লোকটা, তারপর করিডোরে চলে এলো। এই জায়গাটা স্টেজের ঠিক পেছন দিকে। পাশেই একটা ঘরের দরজায় লেখা আছে 'সাজঘর' কথাটা। ও দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো, ঘরটা অন্ধকার ছিল, ও সুইচটা টিপল এবার, আলো জ্বলে উঠলো ঘরে, ঘরটা বিস্ময়কর ভাবে মূল্যবান জিনিষপত্রে ভর্ত্তি। প্রতিটি আসবাবপত্রই দামী, একেবারে শেষপ্রান্তে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ছিল একটা পিয়ানো, প্রকৃত পক্ষে এটা একটা পুরোনো গীর্জা, বিভিন্ন জায়গায় ভাঙা চোরা অবস্থা, লোকটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে অন্য হাতে একটা পোশাকের বাক্স খুলে দেখলো। তার ভেতরেই পিস্তলটা রেখে সেটার ঢাকনা আবার বন্ধ করে দিলো। এরপর শরীর থেকে পশমের কোটটা খুলে ফেললো। তারপর সেটা ফেলে দিলো এক কোনে। সবশেষে গিয়ে বসলো ড্রেসিং রুমের আয়নার সামনে।

ঠিক তখনই দরজায় একটা টোকা মারার শব্দ হলো। তারপরেই ভেতরে ঢুকলেন যিনি তিনি স্টেজের ম্যানেজার। ওর দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন তিনি 'আপনি মিনিট পঁয়তাল্লিশের মতো সময় পেয়েছেন মিঃ মিকালি, এখন কি কফি খাবেন আপনি?' লোকটার নাম জন মিকালি। ক্রীটান দ্বীপের অধিবাসী বলে ওকে অনেকেই 'ক্রীটান' বলে উল্লেখ করে। মিকালি বলে উঠলো এবার, না ধন্যবাদ। আমি আর কফি খাবোনা। আমায় ডাক্তার বলেছে ওতে নাকি এমন কিছু রাসায়নিক থাকে যা শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। তায় চেয়ে আপনি যদি আমার জন্যে এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে খুব খুশী হবো আমি।

—'নিশ্চয়ই স্যার.' স্টেজ ম্যানেজার মৃদু হেসে বলে উঠলো। খানিকটা এগিয়ে গিয়েও দরজার সামনে থেমে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ একটা কথা অবশ্য আপনি যদি উৎসাহী হন। রেডিওতে কিছুক্ষণ আগে একটা খবর দিয়েছে।'

—'কি খবর?' জন মিকালি জিজ্ঞেস করলো। স্টেজ ম্যানেজার জবাবে বললেন, 'রিজেণ্ট পার্কের কাছে একটা বাড়ীতে ম্যাক্স কোহেন বলে একজন খুন হয়েছেন। মাথায় গুলি লেগেছিল। খুনীর নাকি কোটের কলারটা তোলা ছিল। অবশ্য কাজটা নিখুঁত ভাবেই করেছে ও। পালাতেও অসুবিধে হয়নি।'

—'বা চমৎকার খবর দিয়েছেন। মিকালি মৃদু হেসে বলে উঠলো, এবারে স্টেজ ম্যানেজার বললেন, পুলিশের ধারনা ওটা নাকি একটা রাজনৈতিক খুন। মিঃ কোহেন নাকি ইহুদীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। গতবছরেই আক্রে

খুনের চেষ্টা হয়েছিল। কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছিলেন। ওকে কেউ একটা 'লেটার বোম্ব' পার্শেল করে তাকে পাঠিয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার।' বলে সামান্য থামলেন স্টেজ ম্যানেজার। তারপর আবার বললেন, 'আমরা সত্যিই একটা অদ্ভুত দুনিয়ায় বাস করছি মিঃ মিকালি। ওরকম ধরনের জঘন্য কাজ যে করতে পারে যে লোকটা সত্যিই কি রকম তাই ভাবছি।'

—,সত্যিই অদ্ভুত।' বলে উঠলো জন মিকালি। স্টেজ ম্যানেজার এবারে চলে গেলেন ওর কাছ থেকে। ফাঁকা ঘরে জন মিকালি আয়নার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো একবার। ওর প্রতিবিম্বও সে হাসি তৎক্ষনাৎ ফেরত দিলো ওকে। মৃদু স্বরে বলে উঠলো, 'ঠিকই হয়েছে।'

এক

এথেন্স থেকে দক্ষিণে চল্লিশ মাইল আর পেলোপনিসের উপকূল থেকে পাঁচ মাইলেরও কম সামুদ্রিক দূরত্বে হাইড্রার দ্বীপগুলো অবস্থিত। এক সময়ে এই হাইড্রা ভূমধ্য সাগরের সবচেয়ে ভয়ংকর সামুদ্রিক শক্তির অধিকারী ছিল।

'অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিভিন্ন লোকেরা জাহাজে করে এখানে এসে পৌছোয় তাদের ভাগ্য ফেরাতে। তাদের ইচ্ছে ছিল নানা ধরনের ব্যবসা করা। তখনই আমেরিকা আর ভেনিস থেকে নামী দামী স্থাপত্যবিদ্‌দের নিয়ে আসা হয় এখানে গাড়ী তৈরী করার জন্য। তাদের তৈরী সেই অট্টালিকা এখনো দেখা যায়।

এরপর ঘটনা দ্রুত গড়াতে থাকে। অটোমান সাম্রাজ্যের নিপীড়নে গ্রীসের অধিবাসীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পুরো একাকটার মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীরা এসে জড়ো হয়। সেই সময়ে হাইড্রার নাবিকরা তুর্কী নৌবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করে। সেই থেকে আরম্ভ হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর জাতীয় স্বাতীনতা আসে।

সেই সময়ে সেখানে 'মিকালি' ছিল একটা বিখ্যাত জায়গা। পূর্ব ভূমধ্যসাগর যখন পরাক্রান্ত নেলসন এর হুকুমে কাঁপছে তখন এখানকার পরিবার জাহাজ দিয়ে সমুদ্র অবরোধ করে। এতেই তাদের খ্যাতি বেড়ে যায়। নেলসনের কাছ থেকেও চারটে যুদ্ধ জাহাজ পাওয়া গেছিল। এই দিয়েই তারা বরাবরের মতো তুর্কী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল আঠারো শো সাতাশ সালে নেভারিনোর যুদ্ধে।

জলদস্যুতা আর সামুদ্রিক অবরোধ করার একটা ফল পেয়েছিল মিকালির পরিবারেরা। তাদের সৌভাগ্য ক্রমশঃ বেড়ে গেছিল। এরপর তারা বুদ্ধিমানের মত জাহাজ ব্যবসার কাজে নেমে পরেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এসে গ্রীসের মধ্যে সবচেয়ে ধনী পরিবারে পরিণত হয়েছিল।

সমুদ্রের ধারে বসবাস করার ফলে পরিবারের সকলেই প্রায় নাবিক মনোভাব সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারই মধ্যে একজন ব্যতিক্রম ছিল। তিনি হচ্ছেন ডিমিত্রি। তিনি জন্মে ছিলেন আঠেরোশো বিরানব্বই সালে। পরিবারের স্বাভাবিক প্রবনতার বিরুদ্ধে গিয়ে ওর আসক্তি জমেছিল বই পত্রের ওপর। পড়াশুনা করেছিলেন অক্সফোর্ড আর সরবোন ইউনিভার্সিটিতে, তারপর তিনি নিজের দেশে ফিরে আসেন। এখানে এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'মর‍্যাল ফিলজফি'র অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ওর ছেলে জর্জ ও পারিবারিক সম্মান বজায় রেখেছিল। ও ভর্তি হয়েছিল হাইড্রায় 'স্কুল অব মার্চেন্ট মেরিন' এ। নাবিক হিসেবে ও রীতিমতো প্রতিভাশালী ছিল। বাইশ বছর বয়েসে ও প্রথম সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

জর্জের কাছে অর্থের ব্যাপারটা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সান ফ্রান্সিসকোর একটা ব্যাংকে ওর বাবা একশো হাজার ডলারের একটা একাউন্ট ওর নামে করে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে এটির অংক বড়ই বলতে হয়। জর্জের সামনে অন্য কিছু করার ছিল না। নিজেদের হেফাজতে জাহাজ আর সামনে আদিঅন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। ব্যস আর কি চাই। শুধুমাত্র একটা জিনিষেরই অভাব ছিল ওর। বলাবাহুল্য, সেটাও খুঁজে পেতে ওর অসুবিধে হয়নি। সেটা পেয়েছিল ও মেরী ফুলারের মধ্যে। মেরীফুলার ছিল এজেন্ট ফুলারের মেয়ে। ভদ্রমহিলা বিধবা। স্থানীয় একটা হাইস্কুলের সঙ্গীত শিক্ষিকা। উনিশশো উনচল্লিশ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। অকল্যান্ড একটা নাচের আসরে জনের সংগে দেখা হয়েছিল জর্জের। সেই আলাপই পরে ঘনিষ্ঠতায় পেঁাছোয়। পরে জর্জ ওকে বিয়েও করে। সেটা ছিল ফেব্রুয়ারী মাস। জর্জ মিকালি তখন সান ফিয়াগোতে। বেশ কিছুকাল অসুস্থ থাকার পরে ওর স্ত্রী একটা শিশু সন্তানের জন্ম দেয়। মিকালির পক্ষে দিন তিনেক থাকা সম্ভব হয়েছিল। এরপর ও বুঝিয়ে শুঝিয়ে শাশুড়ীকে কাছে নিয়ে আসে। এছাড়া একজন মহিলাকেও নিয়োগ করে। মহিলাটি বিধবা, স্বামী গ্রীক নাবিক ছিল। জর্জেরই কর্মচারী ছিল লোকটা। জাপানের উপকূলে এক ভয়ংকর সামুদ্রিক ঝড়ে লোকটা মারা যায়। তার বিধবা স্ত্রী অবশ্য শক্তপোক্ত গড়নেরই ছিল। বয়েস বছর চল্লিশের মতো, নাম কাটিনা পাবলো। জন্মসূত্রে ক্রিশ্চান। স্বামীর মৃত্যুর পরে সমুদ্রের ধারের এক হোটেলে পরিচারিকার কাজ করতো।

জর্জ মিকালি ওকে নিয়ে এসে স্ত্রী আর শাশুড়ীর সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ওর সেই কালো পোশাক আর মাথায় ওড়না দেওয়া বিষণ্ন মূর্তি জর্জকে খুব অভিভূত করেছিল। কাটিনাও হোটেল থেকে জিনিষপত্র নিয়ে সোজাসুজি জর্জের বাড়ীতে এসে উঠেছিল।

এরপরে জর্জ মিকালি রওনা হলো যুদ্ধে। ওর কাজ ছিল দ্বীপ গুলোতে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। এরপর উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের তেসরা জুন 'ওকিনাওয়া' যাবার পথে ওর জাহাজ আক্রান্ত হলো। লেফটেন্যান্ট টেফিটেমার নেতৃত্বে একটা জাপানী সাবমেরিনের আক্রমণে ওর জাহাজ সমস্ত লোকজন সমেত

ডুবে যায়।

এর ফলস্বরূপ তার স্ত্রীর ভাঙা স্বাস্থ্য আর সারেনি। সেও বিরাট শোকে মাস তিনেক পরে মারা যায়।

এরপরে কাটিনা পাবলো ওই বাচ্চা শিশু আর ওর দিদিমাকে দেখাশুনা করতে লাগলো। শিশুটিকে দিদিমাও যেমন ভালবাসতেন তেমনে কাটিনাও। ওকে নিয়ে কারোর মধ্যেই কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। মোটের ওপরে শিশুটিকে দুজনেই সমান ভাবে ভালবাসতেন।

ছেলেটার বয়েস যখন সবেমাত্র চার তখন মিকেল ফুলার ওকে পিয়ানো বাজানো শেখাতে শুরু করলো। খুব শিগগিরই বোঝা গেল যে, ছেলেটির মধ্যে একটা বিরল প্রতিভা আছে।

সেটা উনিশশো আটচল্লিশ সাল। বিপত্নীক ডিমিত্রি মিকালি আবার ফিরে এলেন আমেরিকাতে। এসে যা দেখলেন তিনি তাতে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। একটা ছ বছরের ছেলে ক্রিটানায় উচ্চারন ভংগীতে অনর্গল গ্রীক ভাষায় কথা বলছে। এতো সুন্দর পিয়ানোর হাত যে কল্পনাই করা যায় না। ওকে ওর দেবদূতের মতো মনে হচ্ছিল।

ছেলেটিকে তিনি এবার নিজের কোলে বসিয়ে চুম্বন করলেন। এরপর তিনি মিসেস ফুলারের সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন রীতিমতো। মিসেস ফুলার বললেন, 'আপনি আসতে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

—ডিমিত্রি মিকালি বলতে লাগলেন, 'আমিও কি কম খুশী।'

তবে জানতো ছাইভুয়া আমাদের যারা পূর্বপুরুষ তারা শেষপর্যন্ত কবরের মধ্যেই একসময়ে বিস্মিত হয়ে যাবেন। এই তো প্রথমে আমার কথাই ধরোনা। আমি নিজে দার্শনিক। তারপর এলো একজন পিয়ানো বাদক। তার উচ্চারণ ভংগীও একজন ক্রিটনের মতো। এরকম একজন প্রতিভাবান শিশু ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। সামান্য থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে উঠলেন তিনি, 'জানো, যুদ্ধে আমি অনেক কিছু হারিয়েছি। তা সত্ত্বেও আমি এখনও যথেষ্ট ধনী। অন্ততঃ ওর প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে তো বটেই। এখন ও তোমার সংগেই থাকুক। তারপর ওর একটু বয়েস বাড়লে আমি নিজেই ওর দেখাশোনা করবো।'

সেই থেকে ওই শিশুটি গান বাজনার স্কুলে মন দিয়ে পিয়ানো বাজাতে শিখতে লাগলো। মাসের পর মাস কাটলো, বছর ঘুরলো। ওর বয়েস যখন ঠিক চোদ্দ তখন মিসেস ফুলার বাড়ীটা বিক্রি করে দিলেন। ওকে নিয়ে চলে এলেন নিউইয়র্কে। এখানেই তিনি ওর উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজে পাবেন। এরপর ছেলেটির বয়েস যখন ঠিক সতেরোর কাছাকাছি তখনই আকস্মিক ভাবে মারা গেলেন মিসেস ফুলার। হার্ট এ্যাটাক থেকে তাকে কোনো ভাবেই বাঁচানো গেল না।

তখন ডিমিত্রি মিকালি এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মর‍্যাল ফিলজফি'র অধ্যাপক। মিসেস ফুলারের মৃত্যুর খবর পেয়েই তিনি ছুটে এলেন নিউইয়র্কে। কাটিনা

বাড়ীতেই ছিল, দরজা খুলে দিলো। খুবই ভেঙে পড়েছিল ও। ডিমিত্রি মিকালি ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ারে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কাটিনা বললো ভাঙা গলায়, 'আজ সকালেই ওকে কবর দেওয়া হয়েছে। ওরা আমাদের একেবারেই অপেক্ষা করতে দেয়নি।'

—'ছেলেটা কোথায় ?' অধ্যাপক এবার জিজ্ঞেস করলেন।

কাটিনা বলে উঠলো, 'ও এখানেই আছে। টের পাচ্ছেন না আপনি ?'

পাশের ঘর থেকে খুব মৃদু স্বরে পিয়ানোর শব্দ ভেসে আসছিল। এবারে শুনতে পেলেন তিনি। বললেন, 'কেমন আছে ও ?'

—'ওতো শোকে একেবারে পাথর হয়ে গেছে।' বলে উঠলো কাটিনা। সামান্য থেমে আবার বলে উঠলো ও, 'মিঃ মিকালি ওর মধ্যে থেকে যেন জীবন অদৃশ্য হয়ে গেছে। আসলে ছেলেটা ভীষণ ভালবাসতো ওকে।'

অধ্যাপক এবার প্রিয় নাতির বিষণ্ণতার কথা ভেবে দুঃখিত হলেন। তিনি গিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুললেন। দেখলেন ওর প্রিয় নাতি পিয়ানোর সামনে বসে আছে। পরনে কালো পোশাক। একটা দুঃখের সুর ওর হাত দিয়ে বেজে চলেছে। সুরটা অপরিচিত লাগলো অধ্যাপকের কাছে। তার মনে হলো, সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে বনের মধ্যে দিয়ে শুষ্ক পাতা উড়ে গেলে যে রকম শব্দ হয় ঠিক সেইরকম একটা বিষণ্ণতার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরে তিনি সুরটা শুনলেন। তারপরেই এক ধরণের অস্বস্তিতে তার সারা হৃদয়টা ভরে গেল।

তিনি এগিয়ে গিয়ে নাতির পিঠে হাত রেখে সমবেদনার সুরে বললেন, 'জন, তুমি পিয়ানোর কি সুর বাজাচ্ছো ?'

জন সুরের পরিচয় দিলো, তারপর বিষণ্ণ স্বরে বলে উঠলো, 'এটা আমার দিদিমার একটা প্রিয় সুর ছিল। তিনি খুব খুশী হতেন এটা শুনে।'

কথাটা বলে জন তাকালো ডিমিত্রি মিকালির দিকে। অধ্যাপক ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে এথেন্সে যাবে ?'

বলে সামান্য থেমে আবার বললেন তিনি, 'তুমি আর কটিনা কিছুদিন আমার ওখানে থাকবে।'

—'হ্যাঁ যাবো।' জন মিকালি বলে উঠলো দাদামশাই-এর দিকে তাকিয়ে। সামান্য থেমে আবার বললো জন, 'আমার ওখানে বেশ ভালই লাগবে।'

—'চলো তাহলে আমার সঙ্গে তোমরা।'

এরপর ডিমিত্রি মিকালি ওদের সঙ্গে নিয়ে এথেন্সে চলে এলেন। শহরটি খুবই উপভোগ্য। এই শহরের বেশীর ভাগ জায়গাই প্রাণোচ্ছল। জীবনের উম্মাদনায় ভরপুর। এখানকার এমনই গতিময় জীবন যে কখন দিনরাত পার হয়ে যাচ্ছে তা খেয়াল রাখা দুষ্কর। রয়্যাল প্যালেসের কাছে একটা অভিজাত এলাকায় ডিমিত্রি মিকালির সুদৃশ্য অট্টালিকা। সেখানে লেখক, শিল্পী আর গায়ক প্রভৃতি শিল্প সংস্কৃতি জগতের সবাই আসা যাওয়া করে।

সবচেয়ে বেশী আসেন রাজনীতির জগতের লোকেরা। কারণ অধ্যাপক নিজেই 'ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ওই দল যে মুখপত্র বের করে তার অন্যতম আর্থিক সাহায্যদাতা ছিলেন তিনি।

একদিন সন্ধ্যেবেলার ঘটনা। ডিমিত্রি মিকালির সামনেই জনৈক ব্যক্তি ওকে পিয়ানো বাজানোর জন্যে অনুরোধ করলেন। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাজী হয়ে গেল জন। ততোক্ষণে আরো কিছু অতিথি এসে হাজির হয়েছেন। ওদের সামনেই জন পিয়ানো বাজাতে শুরু করলো। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। শেষপর্যন্ত বাজনা শেষ হতে সবাই ওকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো। এরপর আরো কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ওরা সবাই চলে গেলেন। ডিমিত্রি গিয়ে নাতির কাছে হাজির হলেন। জন তখন ব্যালকনির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ভোর হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। রাস্তা থেকে যানবাহন চলাচলের শব্দ ভেসে আসছিল। ডিমিত্রি ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'জন কি ভাবছো তুমি ?'

—'আমি কোনো সংগীত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চাই। জনের কথায় ডিমিত্রি হেসে বললেন, 'বেশতো, এতে আর ভাবনা কি আছে। তুমি কি স্টেজ কনমার্ট' এর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাও ?'

—'আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে চাই।' জবাব দিল জন। ডিমিত্রি এবার নাতিকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ও গালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, 'জন, তুমি আমার কাছে সবকিছু, এটাতো তুমি জানো। আমি কোনো সময়েই তোমার ইচ্ছের বিরোধিতা করতে চাইনা। তোমার চাওয়াই আমার চাওয়া বলতে পারো। ঠিক আছে, তাই হবে।'

জন পরম আবেগে দাদু ডিমিত্রি মিকালিকে জড়িয়ে ধরলো। ডিমিত্রি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

* * *

সরবোনের কাছাকাছি একটা সরু রাস্তায় একটা সুদৃশ্য বাড়ী পেয়ে গেল জন মিকালি। নদী থেকে খুব একটা বেশী দূরে নয়। ফরাসী রাজধানীর কাছে এটা একটা সাধারণ ধরণের গ্রাম্য এলাকা। দোকানপাট আছে, কাফে কিংবা বার সেসবও আছে। এই জায়গাটা এতোই ছোট যে, প্রতিবেশীরা সবাই সবাইকে চেনে।

এখানে এসে মিকালি সংগীত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলো। প্রতিদিন ও আট থেকে দশ ঘণ্টা বাজানো অভ্যেস করতো। অন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ও শুধু পিয়ানো নিয়েই বিভোর হয়ে রইলো। এতেই মনপ্রাণ ঢেলে দিলো ও।

বাইশে ফেব্রুয়ারী উনিশশো ষাট। ওর অষ্টাদশতম জন্মদিন আসতে আর দুদিন মাত্র বাকি। ও সংগীত বিদ্যালয়ের একটা পরীক্ষায় বসলো। এতে ভাল ফল করলে স্বর্ণপদক পাবে ও।

সকালবেলা সাওয়ারে ও স্নান করছিল। বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে ঘরে এসে ও পোশাক পরতে আরম্ভ করলো। ঠিক তখনই বাইরে থেকে ভেসে এলো একটা গাড়ীর

ব্রেক কষার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দও শুনতে পেলো ও। জন মিকালি দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো জানলার কাছে। তাকালো রাস্তার দিকে। দেখলো রাস্তার পাশে নর্দমার মধ্যে কাটিনা অসহায় ভাবে পড়ে আছে। হাতের রুটির বাক্সগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। ও রুটি আনতে গিয়েছিল। যে ট্রাকটা ওকে ধাক্কা দিয়েছে সেটা ততোক্ষণে দ্রুতবেগে পেছন দিকে সরে এসেছে। জন মিকালি মুহূর্তের জন্যে ড্রাইভারের মুখটা দেখতে পেলো। তারপরেই ট্রাকটা দ্রুতবেগে ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জন সঙ্গে সঙ্গে নেমে অচেতন কাটিনাকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হলো। ওর শরীরে ভীষণ আঘাত লেগেছিল। রক্ত ক্ষরণও হচ্ছিল প্রচুর। হাসপাতালে ভর্তি করা হলো ওকে। কিন্তু ডাক্তারদের চেষ্টা ব্যর্থ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল কাটিনা। ওর বিছানার পাশে জন নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল। কাটিনার হাতটা ও চেপে ধরেছিল। অনেকক্ষণ ধরে ও একইভাবে বসে রইলো মৃতা কাটিনার বিছানার পাশে, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পুলিশের পক্ষে এই দুর্ঘটনায় কিছুই করা সম্ভব হলো না। কারণ এই ঘটনার সাক্ষী হিসেবে কাউকেই পাওয়া গেলনা। তবে তারা তদন্ত করে দেখবে বলে ডিমিত্রি মিকালি আর জনকে জানালো।

জন মিকালি অবশ্য ট্রাক ড্রাইভারটিকে এক পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছিল। তাতেই ওকে চিনে রেখেছিল ও। পুলিশকে অবশ্য ও এটা জানালো না। কারণ এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবেই রাখতে চাইলো। ওর ইচ্ছে এর ব্যবস্থা ও নিজেই নেবে। ও পূর্বপুরুষেরাও এরকম ভাবে কোনো ঘটনার প্রতিশোধ নিয়েছে।

জন মিকালির সারা শরীর আর মন একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় ভরেছিল। একটা শীতল শিহরণ ওর পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। ঠিক সন্ধ্যে ছটা নাগাদ ও একটা গ্যারেজের উল্টো দিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভারটাকে ও চেনে, সামনে গ্যারেজটা ওরই, দুজন মিস্ত্রীও আছে।

ও দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে। আধঘণ্টার মধ্যে দুজন মিস্ত্রীই গ্যারেজ থেকে চলে গেল। এরপর জন মিকালি আরো মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলো। তারপর রাস্তা পার হয়ে সোজা এসে দাঁড়ালো গ্যারেজের গেটের সামনে। গেটের দরজা খোলাই ছিল। সেই রাক্ষুসে ট্রাকটা রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড় করানো আছে। তার পেছনেই কংক্রীটের একটা চাতাল ঢালু হয়ে মেঝেতে নেমে গেছে। সেই ড্রাইভারটা দেওয়ালের ধারে একটা বেঞ্চে বসে একমনে কাজ করছিল। জন বর্ষাতি পরেছিল। পকেটে হাতটা ঢোকালো ও।

জনের উপস্থিতি টের পায়নি লোকটা। পকেটের ভেতর থেকে জন লম্বাটে আকারের একটা ছোরা বের করলো। মুঠো করে চেপে ধরলো ছোরাটাকে। তারপর খুব সাবধানে এগোতে আরম্ভ করলো। কিন্তু পরক্ষণেই ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো লোকটাকে খুন করার আরো একটা সহজ আর নিরাপদ পদ্ধতি আছে।

ছোরাটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ও ট্রাকটার কেবিনে গিয়ে হাজির হলো। গীয়ারে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেটাকে নিউট্রাল করে দিলো ও। তারপর হ্যান্ডব্রেকটাকে ফ্রি করে করে দিলো। ট্রাকটা এবারে মুহূর্তের জন্যে নড়ে উঠলো। দ্রুতবেগে ঢালু জায়গা দিয়ে গড়িয়ে নামতে আরম্ভ করলো ওটা। প্রথমটায় লোকটা খেয়াল করেনি ব্যাপারটা, যখন বুঝতে পারলো তখন অনেকটাই দেরী হয়ে গেছে। ঘাড়টা ফিরিয়ে আতংকে চীৎকার করে উঠলো ও। কিন্তু পলকের মধ্যে ট্রাকটা গিয়ে দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারলো। সেই লোকটা একটা তীব্র আর্তনাদ করেই স্থির হয়ে গেল।

এই ঘটনার পরেও জন মিকালি তেমন একটা খুশী হতে পারলো না। কাটিনা চিরদিনের জন্যে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ঠিক ওর বাবার মতোই। অবশ্য বাবাকে ও কোনোদিন দেখেনি। মাও মারা গেছে শুধু একটা অস্পষ্ট স্মৃতি রেখে। দিদমাও নেই।

ও বাইরে আপন মনে হাঁটছিল। জোরে বৃষ্টি পড়ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও বৃষ্টির মধ্যে দিয়েও হাঁটতে লাগলো। মনে হচ্ছিল ও একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। এরপর প্রায় শেষ রাতে ও আশ্রয় নিলো এক বারবণিতার ঘরে। মহিলাটির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। বোঝাই যাচ্ছিল যে, বেশ বয়স্ক। ঘরের মধ্যে যে আলোটা জ্বলছিল তা একেবারেই উজ্জ্বল নয়। জন অবশ্য এ সমস্ত ব্যাপারে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছিল না। জীবনে এই প্রথম ও একজন নারীর সান্নিধ্যে এসেছে। মহিলাটি প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে ওকে বিছানায় আমন্ত্রণ জানালো। যৌন মিলনের কায়দা কানুন না জানার ফলে খুব তাড়াতাড়িই নিজেকে নিঃশেষ করে ফেললো জন। মহিলাটি বুঝতে পারেনা যে, যুবক এ'ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ। সে তখন স্নেহের সঙ্গে জনকে যৌন মিলনের নানারকম কলাকৌশলে দেখাতে আরম্ভ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জন আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো নতুন ভাবে। এবারে ও মহিলাটিকে আদর করতে লাগলো। নিজেকে ও নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

খুব ধীরে ধীরে দুজনে চরম উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে পেঁাছে গেল। একধরণের তৃপ্তি জনের সারা দেহটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। বেশ খানিকক্ষণ পরে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলিয়ে দেবার পরে জন শান্ত হলো। মহিলাটিও পরম তৃপ্তিতে ক্লান্তি জনিত অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জন শুয়ে রইলো আবছা অন্ধকারের মধ্যে। ওর নিজের মধ্যে যে এরকম একটা শক্তি লুকিয়ে ছিল তা ভেবে একরকম অবাক হয়ে গেল ও। এই সুপ্ত শক্তির প্রকাশেই যে কোনো নারীকে ও জয় করে নিতে পারে।

প্রায় ভোরবেলার দিকে ও আবার সেই বার বনিতার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো ও। জীবনে এই প্রথম ওর নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে ও এসে হাজির হলো সেন্ট্রাল মার্কেটের সামনে। তখন এই জায়গাতে রীতিমতো কর্ম্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। গ্রাম থেকে আসা ট্রাক ভর্ত্তি মাল কুলিরা নামাচ্ছিল। জনের মনে হলো, ওদের কাজগুলো অনেকটা মন্থর। লোকগুলোকে ওর একটা ভিন্নজগতের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছিল।

একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকলো ও। চেয়ারে বসে চায়ের অর্ডার দিলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করলো আপন মনে। পাশেই একটা স্ট্যান্ড রাখা। সেখানে কয়েকটা ম্যাগাজিন রাখা, তারই একটাতে চোখ পড়লো ওর একটা ছিপছিপে শরীরের লোক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। মুখমণ্ডলে মুখোশ আঁটা। পরনে অদ্ভুত ধরণের একটা পোশাক। বুঝতে পারলো লোকটা ছদ্মবেশ নিয়েছে, হাতে একটা পিস্তল চোখজোড়া অভিব্যক্তি হীন।

ম্যাগাজিনটা টেনে খানিকক্ষন দেখলো জন। পাতা ওলটাতে লাগলো। আলজিরিয়ার যুদ্ধে ফরেণ লিজিয়ন এর ভূমিকা নিয়ে একটা আলোচনা আছে। ভিয়েতনামের বন্দী শিবির আর ইন্দোচীন থেকে যে সমস্ত সৈন্যেরা ফিরেছিল ডক শ্রমিকরা তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল প্রবল আক্রোশে। ওরা লড়াই করেছিল ফ্রান্সের যুদ্ধে।

লেখকের মতে, ওদের কোথাও জায়গা নেই। আলোচনার সঙ্গে একজন সৈন্যের ছবিও ছাপা হয়েছে। লোকটা একটা স্ট্রেচারে আধ শোওয়া অবস্থায় বসে আছে। কোমরে ব্যান্ডেজ। রক্তে ভিজে একাকার। মাথাটা সম্পূর্ণ ভাবে কামানো, চিবুকে একটা গর্ত। সারা মুখমণ্ডল জুড়ে একট অব্যক্ত যন্ত্রনার ছাপ। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল জনের, লোকটার চোখে একরাশ শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ছবিটা দেখতে দেখতে জনের হঠাৎ মনে হলো যে, আয়নায় যেন ও নিজের প্রতিবিম্বকেই দেখছে। ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে রাখলো জন। যেখানে রাখা ছিল সেখানেই আবার রেখে দিলো ওটাকে। ওর হাতটা কাঁপছিল। সেটা বন্ধ করার জন্যে ও গভীর ভাবে একটা নিশ্বাস নিলো। ওর সারা মস্তিক জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল অস্পষ্ট একটা বিষাদ মাখা অনুভূতি।

এতেক্ষণ ও অন্য জগতে ছিল। ক্রমশঃ আবার বাস্তবে ফিরে এলো ও এবার আবার বাইরের কর্মব্যস্ততার শব্দ ওর কানে সে পৌছোলো। পৃথিবীটা ওর কাছে এই মুহূর্তে ভীষণ রকম আর প্রাণ চঞ্চল মনে হচ্ছিল। ও কি এই পৃথিবীর মানুষ? না, কোনোদিনই ছিলনা। এখনও নয়।

শরীরটা যেন নিস্তেজ মনে হচ্ছিল ওর। সেই অবস্থাতেই কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালো জন। বেরিয়ে এলো কাফে থেকে। রাস্তার ওপর দিয়ে আবাব হাঁটতে আরম্ভ করলো। পকেটের মধ্যে ছোরাটা ভাল করে ঢুকিয়ে রাখলো।

বাড়ীতে যখন ফিরে এলো ও তখন ঠিক সকাল ছয়টা। নিজের ঘরটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো ও। এই মুহূর্তে ওব ঘরটাকে ফাঁকা লাগছিল। ধূসর আর বর্ণহীন এক জগতে ও যেন ঢুকে পড়েছে আচমকা। পিয়ানোটার দিকে তাকালো। সেটা খোলা অবস্থাতেই পড়ে আছে। এ রকম ভাবেই ফেলে রেখে গিয়েছিল।

শেষ পরীক্ষাটা ওর আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এটা ওর কাছে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মোটেই নয়। ও পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসলো। তারপর ধীরে ধীরে বাজাতে শুরু করলো ওটা।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। বাজনা থামালো ও। পিয়ানোর ঢাকাটা বন্ধ করে দিলো। উঠে দাঁড়ালো তারপর। এগিয়ে গেল সামনের একটা দেরাজের কাছে। সেখান থেকে দুটো পাশপোর্ট বের করলো ও। গ্রীস আর আমেরিকার দ্বৈত পাশ পোর্ট। ও দুটো পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। তারপর ঘরটায় শেষবারের মতো একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ভিনসেশিস শহরে যাবার পথে ও এসে হাজির হলো মেট্রোতে। রাস্তার ওপর দিয়ে ঋজু ভংগীতে হাটছিল ও। এই রাস্তাটা সোজা গুণ্ড কোটের দিকে চলে গেছে। ওখানে 'ফরেন লিজিরন' নিয়োগ করার অফিস রয়েছে। সেখানে গিরে ও নিজের পরিচয় দিলো তারপর পাশপোর্টগুলো ওই লোকটার হাতে তুলে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য বললো। লোকটার কাছ থেকে অনুমোদন মিললো। এরপর যথারীতি ডাক্তারী পরীক্ষাতেও উতরে গেল ও। পৃথিবীর যে কোনো সেনাবাহিনীর মতোই একটা বিখ্যাত রেজিমেন্ট। জন নানারকম শর্তাবলীতে সই করলো। এবার থেকে ও সেণাবাহিনীর একজন হবে।

পরের দিন ঠিক বিকেল তিনটে। জনা তিনেক স্পেনীয় আর একজন বেলজিয়ান আর জনা আটেক জার্ম্মান সৈন্যর সঙ্গে ও রওনা হলো মার্সেলিসের পথে। সেট ফোর্ট নিকোলিসে।

এর দিন দশেক পরের ঘটনা। বেশ কিছু সৈন্য মার্সেলিস ত্যাগ করলো। ফরাসী সেনারা তখন আলজিরিয়া আর মরক্কোয় যুদ্ধ করছিল। একটা জাহাজে করে ওরা এগোতে আরম্ভ করলো। বিশে মার্চ ওরা সবাই নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে পৌছোলো।

শতাব্দীর পরে শতাব্দী জুড়ে এটাই মূল কেন্দ্র। সমস্ত সৈন্য দলের কর্মতৎপরতা এখানেই কেন্দ্রীভূত। সব জায়গাতেই একটা শৃংখলা বিরাজ করছে। এখান থেকেই প্রত্যেক সেনা স্থির লক্ষ্যে এগোনোর ট্রেনিং নেওয়া রপ্ত করে। একজন উপযুক্ত সেনা হতে যে ধরণের নিপুনতা সেসমস্তই এখানে শেখানো হয়। সারা পৃথিবীতে যতো-গুলো দুধর্ষ সৈন্য তৈরীর কেন্দ্র আছে এটি তার মধ্যে অন্যতম। প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে জন মিকালি নিজেকে নতুন ধরণের কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো। সুনজরে পড়তেও বেশী দেরী হলোনা ওর।

সপ্তাহ কয়েকের জন্যে এখানে ছিল ও। সেই সময়ে ওকে একদিন 'ডিউলিয়েম'এ নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একজন ক্যাপ্টেন উপস্থিত ছিলেন। তার সামনেই ওকে একটা চিঠি পড়তে দেওয়া হলো। চিঠিটা ওর দাদু ডিমিত্রি মিকালি পাঠিয়ে ছিলেন। ও অবশ্য কোথায় আছে সে খবর ও দাদুকে আগেই জানিয়েছিল। ডিমিত্রি ওকে ওর সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠিটা লিখে-ছিলেন।

ক্যাপ্টেনের দু'চোখে উৎকণ্ঠা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি থাকতে রাজীতো ?'

জন হেসে জবাব দিলো, নিশ্চয়ই। এ'ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই নেই। আমি যে অবস্থাতে আছি সেই অবস্থাতেই খুশী।' ক্যাপ্টেন বললেন, 'তাহলে তুমি তোমার দাদুকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানিয়ে দাও।'

—'ঠিক আছে দিচ্ছি।' বলে জন মিকালি ক্যাপ্টেনের সামনেই একটা কাগজ আর পেন নিয়ে একটা চিঠি লিখে দাদুকে কথাটা জানিয়ে দিলো।

এরপরে মাস ছয়েক কেটে গেছে। জন মিকালি সামরিক বিদ্যায় রীতিমতো রপ্ত হয়ে উঠেছে। ও এতো ভাল করে সব কিছু রপ্ত করেছিল যে, ওর সমকর্মীরাও ওকে রীতিমতো সমীহ করতো।

একটু আধটু মদ্য পান করতো জন মিকালি। এছাড়াও মাঝে মধ্যে ও বেশ্যালয়ে যেতো।

ওখানকার বারবনিতারা ওর নজরে পড়ার জন্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতো। এর ফলে জন নিজেকে একজন অনন্যসাধারন মানুষ বলে ভাবতে শুরু করেছিল।

উনিশশো ষাট সালের অক্টোবর মাস। তখন ও একজন জুনিয়ার কর্পোরাল। ওই সময়ে ওর রেজিমেন্ট গেছিল রকি পর্বতে। বিদ্রোহীদের বিরাট শক্তিকে দমন করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল ওঁদের। ওই এলাকাটা তখন বলতে গেলে ওদের নিয়ন্ত্রনে ছিল।

পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল জনা আশি বিদ্রোহী। পুরো এলাকাটাই ছিল দুর্ভেদ্য। ওদের রেজিমেন্ট ঠিক করেছিল একেবারে সামনাসামনি আক্রমন চালাবে। প্ল্যান ও ঠিক করা হয়েছিল সেই ভাবে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার একেবারে শেষ মুহূর্তে চুড়ান্ত অবস্থান নিয়েছিল দুইপক্ষ। একরকম আত্মহত্যার সামিলই বলা যায় এটাকে। এরপর তৃতীয় একটা কোম্পানীকে হেলিকপ্টারে করে একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় নামিয়ে দেওয়া হলো। সেই দলেই ছিল জন মিকালি।

আরম্ভ হলো রক্তাক্ত লড়াই। দু'পক্ষেই মড়ীয়া হয়ে লড়ে যাচ্ছিল। জন মিকালি সেই লড়াইএ আহত হলো প্রচন্ড ভাবে। যুদ্ধও শেষ হলো একসময়ে। তারপরেও মিকালি সাব মেশিনগান হাতে ওই অবস্থাতেই বেশ কিছুক্ষন দাড়িয়ে রইলো। কিন্তু অন্য পক্ষের একটা জীবিত মানুষকেও দেখতে পেলো না ও। ওই জায়গাতেই বসে কোনোরকমে একটা সিগারেট ধরালো মিকালি। ওর ডানহাতে ভীষণ আঘাত লেগেছিল।

এরপর আরো দু'একটা লড়াইএ অংশ নেবার পরে ওকে সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরিয়ে আনা হলো। কাদিতে একটা সামরিক শিক্ষায়তনে পাঠানো হলো ওকে। ওখানে গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল শেখানো হয়। ওই স্কুলে বিস্ফোরক সম্পর্কে যাবতীয় শেখার শিখে নিলো মিকালি।

পাঠক্রম শেষ করার পরে ও ফিরে এলো আবার রেজিমেন্টে। তারিখটা ছিল পয়লা জুলাই।

প্রথমটায় কিছুদূর হেঁটে এসেছিল ও। তারপরে রাস্তায় একটা আর্মি-ট্রাক দেখতে পেয়ে সেটাতেই উঠে পড়লো মিকালি। এখানেই ঘটলো একটা দুর্ঘটনা। কামা গ্রাম দিয়ে ওরা যখন যাচ্ছিল তখন হঠাৎ ওদের ট্রাকের তলায় একটা ডিনামাইট বিস্ফোরন ঘটে। ট্রাকটা সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল অনেকটা। তারপর ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো নীচে। দীর্ঘসময় পরে গ্রামের রাস্তার ওপরে মিকালি নিজেকে আবিষ্করা করেছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেল জন মিকালি। কোনোরকমে ওঠার চেষ্টা করলো ও। আর ঠিক তখনই কানে এলো মেশিনগানের শব্দ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর বুকে এসে ঢুকলো দু'দুটো বুলেট।

মিকালি আবার পড়ে গেল। কিছুটা দূরেই ছিন্নভিন্ন ট্রাকটা পড়ে আছে। মিকালি কোনোয়রকমে দেখতে পেলো ট্রাকের ড্রাইভারটা অত্যন্ত অসহায় ভাবে ছটফট করছে। হঠাৎ জনা চারেক লোক কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এলো। ওদের হাতে বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র। সেই আহত ড্রাইভারটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। সমবেত ভাবে হেসে উঠলো সবাই। মিকালি ওদের ঠিক দেখতে পেলোনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। তার পরেই ড্রাইভারের তীক্ষ্ন আর্তনাদ।

মিকালি কোনোরকমে উঠে বসেছে। পাশেই একটা গ্রাম্য কুয়ো ছিল। সেটাতেই ও হেলান দিয়েছিল। ওই ভাবে বসেই ও জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালো। হাত দিয়ে বুঝতে পারলো রক্ত বেরিয়ে আসছে ক্রমাগত।

দলের নেতা ফরাসী ভাষায় বলে উঠলো, 'এটা খুব ভালো নয়, তাই না ?'

মিকালির নজরে পড়লো ওর ডান হাতে একটা ছোরা। কোমরে গোঁজা রিভলবার। জন মিকালি জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালো। তারপর বের করে নিয়ে এলো একটা রিভলবার।

'জনের মুখে মৃদু হাসি। কাটিনার মৃত্যুর পরে এই প্রথম ও হাসলো। এই রিভলবারটা ও কিনেছিল আলজিরিয়া থেকে অনেক কাল আগে।

ওর প্রথম বুলেটাই লোকটার মাথার খুলি ছিন্নভিন্ন করে দিলো। দ্বিতীয় বুলেটটা লাগলো প্রথম লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার একেবারে কপালের মাঝখানে। তৃতীয় ব্যাক্তি তখন রাইফেল তাক করার চেষ্টা করছিল। মিকালির বুলেট ওর ঠিক পেটের মধ্যে গিয়ে লাগলো। পরপর তিনবার। চতুর্থ ব্যাক্তিটি ভয়ে ততো ণে অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। এরপর প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে শুরু করেছে। মিকালির অব্যর্থ নিশানা ওকে রাস্তার ওপরে ফেলে দিলো। ওর পিঠে পরপর দুটো গুলি লেগেছে।

চার দিক জুড়ে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। তারই মধ্যে দিয়ে ভয়ে ভয়ে গ্রামের লোকেরা চলাফেরা করছিল। ইতিমধ্যে জনের রিভলবার বুলেটশূন্য হয়ে গেছিল। ও রিভলবারটায় আবার গুলি ভরে নিলো। ইতিমধ্যে যে লোকটাকে জন পেটে গুলি করেছিল সে কোনোরকমে উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করেছে। মিকালি সঙ্গে সঙ্গে লোকটার

মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলো। এবার লোকটা ছিটকে পড়ে কিছুটা ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল।

'জন এবারে মাথার টুপিটা খুলে ওর ক্ষতস্থানে চেপে ধরলো। তারপর দেওয়ালে পিঠটা চেপে বসে রইলো একভাবে। হাতে ধরা রইলো রিভলবার। কয়েকজন গ্রামবাসী ততোক্ষণে ওর কাছে এসে হাজির হয়েছে।

চারপাশে অগণিত মৃতদেহের সামনে একা বসেছিল জন মিকালি। ঘণ্টা খানেক কেটে গেল এভাবে। হঠাৎ একটা সামরিক বাহিনীর প্যাট্রোল গাড়ী এসে হাজির হলো সেখানে। ড্রাইভারটা দেখতে পেয়েছিল জনকে।

এরপরের দিনগুলো ওর কাছে ছিল রসিকতার মতো। দোসরা জুলাই ছিল স্বাধীনতা দিবস। দীর্ঘ সাতাস বছরের যুদ্ধের অবসান। মিকালি বিমানে করে প্যারিসের দিকে রওনা হলো। তখনকার সরকারী হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ দিয়ে একবার দেখানো দরকার।

সাতাশো জুলাই ওর জীবনে এক সৌভাগ্যের দিন। ওকে পুরস্কারে সম্মানিত করা হলো। পরের দিন ওর কাছে এসে হাজির হলেন ওর দাদু ডিমিত্রি মিকালি।

ডিমিত্রির বয়েস সওরের কাছাকাছি। কিন্তু এখনো রীতিমতো সুস্থ আর সবল। দাদুকে সদ্য পাওয়া মেডেলটা দেখালো জন মিকালি। ডিমিত্রি ওটা নিয়ে দেখতে লাগলেন। দু'চোখে গর্বের অভিব্যক্তি। বললেন তিনি, সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। তোমাকে দেখতে একুশ বাইশ বছরের মতো হলেও প্রকৃত বয়েস্ তোমার আরো কম। সুতরাং আমি আইন সম্মত ভাবেই তোমার ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।'

—'আমি তা জানি।' জবাব দিলো মিকালি। ডিমিত্রি নাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে থাকবে জন?'

—'কেন থাকবোনা? উত্তরে জন জানালো আবার, 'নিশ্চয়ই থাকবো আমি। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

ডিমিত্রি তার নাতির দিকে খুশী খুশী চোখে তাকালেন।

* * *

ইতিমধ্যে সেনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জন 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে। সার্টিফিকেটে ওর সম্পর্কে প্রশংসাই করা হলো। এছাড়া আরো বলা হলো দু'বছর কর্মরত সিনিয়ার কর্পোর‍্যাল জন মিকালিকে নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ন হবার আগেই শারীরিক কারণে অব্যাহত দেওয়া হলো।

এমনিতে মিকালি যে তেমন সুস্থ ছিল তাও নয়। দু'দুটো বুলেট ওর ডান দিকের ফুসফুসটাকে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ করেদিল। অসুস্থ অবস্থায় লণ্ডন ক্লিনিকে অপারেশানের জন্য ভর্ত্তি হলো। ওখানে কিছুদিন থাকার পরে ফিরে এসেছিল গ্রীসে।

কিন্তু এথেন্সে ফিরে যায়নি। গিয়েছিল হাইড্রাতে। সমুদ্রের ওপরেই একটা

দ্বীপের সন্দেশ্য ভিলা। তারপরেই পাহাড়ের শ্রেণী পাইন গাছের জংগল। পুরো-পুরি গ্রাম্য এলাকা। হয় হেঁটে না হয় খচ্চরে করে যাওয়া যেতো। ওকে ভালভাবে দেখাশোনা করার জন্যে এক গ্রাম্য দম্পতিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। ওরা সমুদ্র উপকুলের কাছেই একটা ছোট্ট ছাউনিতে থাকতো। পুরুষটি ভাল নৌকা চালাতে পারতো। দরকার পড়লেও ও হাইড্রাতে গিয়ে জিনিষ পত্র কিনে নিয়ে আসতো। এ'ছাড়া জমিজমা দেখাশোনা করতো। ওর স্ত্রী ঘরকন্যার সমস্ত কাজ করতো। রান্না-বান্না করতো।

দাদুর কাছে থাকার আগে জন মিকালিকে একাই থাকতে হয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা পাইন কাঠের আগুন জেবলে বসে থাকতো রোজ। দিনের বেলা রোদের আলোয় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতো ও। শিল্প সাহিত্য কিংবা সংগীত নিয়েও মাঝে মাঝে আলোচনা করতো। এমনকি রাজনীতিও বাদ যেতোনা। প্রতিটি বিষয়েই জন মিকালির দক্ষতা ছিল।

অবশ্য আলজিরিয়ার ব্যাপারে ওদের সঙ্গে কোনদিন কোনো কথা বলেনি জন। বুড়ো কোনো দিন জিজ্ঞেসও করেনি ওকে। এই বছর দুয়েকের মধ্যে ও একবারের জন্যেও পিয়ানো ছোঁয়নি। কিন্তু এখানে আসার পরে আবার বাজাতে আরম্ভ করলো, ও। মোটামুটি সুস্থ হতে ওর প্রায় মাস কয়েক সময় লাগলো।

সেটা ছিল উনশিশো তেষট্টি সালের জুলাই মাস। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যেবেলা। অন্যান্য বারের মতো সেদিনও ওর দাদু ওর কাছে বেড়াতে এসেছিল। সেদিনই পিয়ানো বাজিয়েছিল আবার। ওর জীবন আরম্ভ হলো নতুন ভাবে।

লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব মিউজিকই ওর পছন্দ ছিল। পার্ক লেনের কাছে আপার গ্রমভেনর স্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাট নিলো ও, হাইড্রাতে যাওয়ার পক্ষে এই জায়গাটাই ছিল সবচেয়ে সুবিধেজনক। প্রতিদিন সকালে মাইল সাতেক দূরে ও যেতো ওখানে। ভাল কিংবা মন্দ কোনোরকম আবহাওয়াতেই ও কামাই করতোনা।

এ'ছাড়া সপ্তাহে তিন দিন ও শহরের একটা ব্যায়ামগারে যেতো।

সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ ওকে যেভাবে চিহ্নিত করেছিল সেটা ও মুছতে পারেনি। কিছুদিন পরে এক বৃষ্টির রাতে টের পেলো ও। গ্রমভেনর স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে পাশের একটা গলিতে ঢুকতেই হঠাৎ দুজন যুবক ওকে আক্রমন করে বসলো। একজন ওকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলো। আর একজন এগিয়ে এলো সামনের দিক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মিকালি দ্রুতবেগে ওর তলপেটে একটা লাথি কষলো। যুবকটি আর্তনাদ করে উঠতেই একটা কনুই দিয়ে ওকে আঘাত করলো সজোরে, ঘুরে ছিটকে পড়লো যুবকটি।

ব্যাপার দেখে যে পেছন থেকে ওকে চেপে ধরেছিল সে গেল ঘাবড়ে। ততোক্ষণে তার মুঠো আলগা হয়ে এসেছে। জন জোর করে ওর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকেও একটা আঘাত করলো। আচমকা আঘাতে যুবকের চোয়ালের হাড়টা গেল ভেঙে। আর্তনাদ করে বসে পড়লো যুবকটি। এরপর জন আর ওখানে

দাঁড়ালো না। দ্রুতবেগে ছুটতে আরম্ভ করলো ও। ওরা দুজনে ছিল বিদ্রোহী দলেরই সক্রিয় সদস্য।

এরপরে জন মিকালি নতুন জীবন আরম্ভ হলো। ওর দিনগুলো কাটতে লাগলো ভালভাবে। বছর তিনেকের মধ্যেই ওর নাম সারা কলেজে ছড়িয়ে পড়লো। তবে কলেজে ও কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলো না। অবশ্য কেউই ওকে অপছন্দ করেনি। বরং ওর মধ্যে একটা আকর্ষনীয় শক্তি ছিল। কিন্তু ও ইচ্ছে করেই নিজের সামনে একটা প্রাচীরের আড়াল খাড়া করে রেখেছিল। এই দেওয়াল ভেদ করে কেউই ওর সামনে সহজে আসতে পারতো না।

অনেক মহিলাও ছিল ওখানে। ওরাও অনেকে নানা ভাবে ওর দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেউই ওর মনোযোগ আকর্ষন করতে সক্ষম হয়নি।

'জন মিকালির খ্যাতি সর্বত্র একটা রূপকথার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষাক্রমের শেষ বছরে ও সংগীতেও একটা স্বর্ণপদক পেলো পুরস্কার হিসেবে।

কিন্তু এটাই ওর কাছে যথেষ্ঠ ছিল না। এরপরে ও এলো ভিয়েনাতে। বছর খানেকের জন্যে ও সংগীত বিশেষজ্ঞ হুভম্যাণের কাছে কাটালো। উনিশশো সাতষট্টি সালের গ্রীষ্মকালে ও সম্পূর্ণ ভাবে তৈরী হয়ে গেল। সংগীত জগতে একটা প্রচলিত কথা আছে। কোনো কনসার্ট মঞ্চে প্রথম স্থানে যাওয়াটা খুব শক্ত ব্যাপার। তার চেয়ে সহজ ব্যাপার নির্দিষ্ট জায়গাতেই থেকে যাওয়া।

মিকালি যে রকম তৈরী হয়েছিল তাতে প্যারিস কিংবা লণ্ডনের মতো জায়গায় কোনো হলে জায়গা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে পারতো। একজন এজেণ্ট খুঁজে পাওয়াও ওর পক্ষে অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু সেটা করলোনা ও।

গ্রীষ্মকালে একটা সংক্ষিপ্ত ছুটির দিন কাটিকে ও ফিরে এলো ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারে। লীডস্-এ 'মিউজিক্যাল ফেষ্টিভ্যাল' হচ্ছিল। সেখানে একজন প্রতিযোগী হিসেবে যোগ দিলো ও। সংগীত জগতে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। এতে যদি খ্যাতি পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে তো কথাই নেই। কনশার্ট ট্যুরের গ্যারাণ্টি পাওয়া যায়।

বলাবহুল্য, প্রতিযোগিতায় জন মিকালি তৃতীয় স্থান অধিকার করলো। একরকম তখনই ও তিনটে এজেন্সির কাছ থেকে প্রস্তাবত্ত পেয়ে গেল। অবশ্য কারোর প্রস্তাবই ও গ্রহন করলোনা। তার পরিবর্তে লণ্ডনে নিজের ফ্ল্যাটে বসে একটানা একমাস ধরে পিয়ানোর নানাধরণের বাজনা প্র্যাকটিশ করেছিল।

এরপর জানুয়ারী মাসে ও শুলজবার্গ-এর একটা প্রতিযোগিতার অংশ নিলো। সেখানেই ও পেলো প্রথম পুরস্কার। এই প্রতিযোগিতায় ছিল বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আটচল্লিশ জন প্রতিযোগী।

ইতিমধ্যে উৎসবের সময় ওর দাদু ডিমিত্রি মিকালিও ওর কাছে ছিলেন। এমনকি তার পরেও রইলেন দিন সাতেক।

'পুরস্কৃত হবার খবরে ওকে সবাই অভিনন্দন জানাতে এসেছিল। তারা একসময়

বিদায় নিলে ডিমিত্রি এলেন নাতির কাছে। ব্যালকনিতে বসেছিল জন। শহরটাকে দেখছিল আপন মনে। ডিমিত্রি এসে ওর পিঠে হাত রাখলেন বললেন তারপর জন পৃথিবী এখন তোমার হাতের মুঠোয়। সবাই এখন তোমাকে চাইছে। কেমন লাগছে তোমার ?

কই তেমন কিছু তো মনে হচ্ছে না। অনেকটা নিস্পৃহ ভংগীতে বলে উঠলো জন মিকালি। তারপর শ্যাম্পেনে আলতো করে চুমুক দিলো। হঠাৎ ওর চোখে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠলো। সেই শতজন বিদ্রোহী হাসতে হাসতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। জন আবার অনেকটা স্বগতঃ ভাবেই বলে উঠলো, আমার তেমন কিছুই মনে হচ্ছে না।'

ডিমিত্রি পরম স্নেহে পিঠের ওপরে হাত রাখলেন। পরের বছর গুলোতে লণ্ডণ প্যারিস, রোম, নিউইয়র্ক প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহবের দেওয়ালগুলো ভরে গেল ওব বিবর্ণ আর সুন্দর মুখের পোস্টারে। বিভিন্ন কাগজ আর পত্র পত্রিকা গুলো ওব দু'বছরের যুদ্ধকালীন সাহসের কথা ফলাও করে লিখলো। গ্রীসে ও হয়ে উঠলো রূপকথার একজন নায়ক। এদিকে ওর কনশার্ট শোনাব জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব, প্রত্যেকের মুখে শুধু ওর প্রশংসা।

উনিশশো সাতষট্টি সালের এপ্রিল মাসে গন অভুত্থানের পবে গ্রীসেব সব কিছুই বদলে গিয়েছিল। ক্ষমতায় এসেছিল বিভিন্ন কর্ণেলরা। রাজা কনস্টানটাইনকে রোমে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল।

ডিমিত্রি মিকালির বয়েস তখন সত্তর। দেহে বার্ধক্যের লক্ষণ প্রকট। তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কম রাখেননি। ডিমিত্রি মিকালি ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট পার্টির লোক। ওর কাজকর্মের জন্যে সরকারের কাছে ওর জনপ্রিয়তা ভীষণ ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। অনেক সরকাবী কাগজ ওকে একেবারেই নিষিদ্ধ করেছিল। ডিমিত্রি প্রায়ই নাতি জনেব সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একদিন জন ওকে বললো, দাদু আমার মতে রাজনীতি করাটা একরকম বোকামী। আপনি অহেতুক ভাবে নিজের বিপদ ডেকে আনছেন, কেন বলুনতো ?

ডিমিত্রি ওর কথা শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'জন, আমি প্রকৃতই ভাল কাজ করছি। তোমার মতো একজন বিখ্যাত নাতি আমার এই রাজনীতি কবাকে অনেকেই সুবিধেবাদী বলে ভাবতে পারে।'

জন এবার বললো, 'তুমি কি এখানে একটা সামরিক সবকার দেখতে চাও ?

ডিমিত্রি মৃদু হাসলেন, কোনো কথা বললেন না। এবপর ডিমিত্রি নাতিকে রাজ-নীতির মূল বিষয়টা বোঝালেন। কিন্তু জনের তাতে তেমন কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটলো না।

পরের দিন বিমানে করে জন মিকালি চলে গেল প্যারিসে। ইন্টারন্যাশন্যাল ক্যানসার রিসার্চ-এর সৌজন্যে অনুষ্ঠিত একটা কনশার্ট অনুষ্ঠানে অংশ নিলো ও।

ওর লণ্ডনের এজেণ্টের কাছ থেকে ওর একটা চিঠি এসেছিল। এজে
ব্রুনো ফিশার। সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরে জন মিকালি ওর নিজের ড্রেসিংরুমে থা
সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ দারোয়ান এসে ওকে জানালো, 'মিঃ মিকালি, আ...র
সঙ্গে একজন দেখা করতে চান?'

জন মিকালি বেরিয়ে গেলো। সামনেই একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল। স্যুটের ওপরে একটা বার্ষাতি পরেছিল ও।

—'আরে তুমি জনি? এসো এসো।'

জনি ওর সঙ্গে ভেতরে এলো। জনি এবার বললো, 'তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম। ক্লড ম্যারটকে তোমার মনে আছে? স্টাফ সার্জেণ্ট ছিল। সেই রাতে আমরা একসঙ্গেই এল কোরির-এ এসেছিলাম? আমিই সেই ম্যারট।'

—'মনে পড়ছে।' একটু ভেবে জন মিকালি জবাব দিলো। বললো আবার, 'তোমার গোড়ালিতে চোট লেগেছিল।'

'ম্যারেট বললো এবার, 'বিদ্রোহীরা যখন জোর করেই লাইনে ঝুকে পড়েছিল তখন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে।'

একটু থেমে জনের হাতটা ধরে ম্যারেট আবার বললো, 'কাগজে আমি তোমার কথা পড়েছি। তারপর দেখলাম আজকের রাতে যখন তোমার অনুষ্ঠানটা আছে এখনই ঠিক করলাম তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তবে তোমার বাজনা শোনার জন্যে নয়। কারণ ওসবের আমি কিছু বুঝিনা।'

কথাটা শেষ করে হেসে উঠলো আবার। ওকে দেখে জন মিকালির পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বললো ও, 'ম্যারেট, তুমি আসতে আমি খুবই আনন্দিত। আমি আর একটু পরেই চলে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা একটু মদ খেলে কেমন? কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোনো বার পাওয়া যাবে।'

—'চলো। কিছুটা দূরেই আমার একটা গ্যারেজ আছে।'

'ম্যারেট বললো আবার, 'ওর ওপরেই আমার একটা ঘর। এই মুহূর্তে ঘরে আমি কিছু ভালো জিনিষ রেখে দিয়েছি। যেমন খাঁটি নেপোলিয়ন। চলবে?'

—'আরে চলো চলো, নিশ্চয়ই চলবে।'

ওরা চলে এলো। ম্যারেটের ঘরের দেওয়াল জুড়ে ক্যামেরায় তোলা ছবিতে ভর্ত্তি, সমস্তই সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন। বিভিন্ন জায়গার অভিজ্ঞান পত্রও টাঙানো আছে। এছাড়াও টুকিটাকি আরো অনেক জিনিষপত্র রাখা আছে ঘরের চারপাশে। ওরা মুখোমুখি বসে 'নেপোলিয়ন' খেতে আরম্ভ করলো। জনের ভালই লাগছিল। জন বললো, 'তোমার গ্যারেজে কাজকর্ম হয়?'

—'নিশ্চয়ই, চলো তোমাকে দেখাবো।'

ইতিমধ্যে ওদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। নেমে গ্যারেজের পেছন দিকের একটা দরজা খুললো ম্যারেট। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঘরটা জুড়ে প্যাকিংবাক্স আর কার্টন-এ ভর্ত্তি। ও একটা বাক্স নিয়ে খুললো, তাতে একটা নেপোলিয়ন আর

একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল ছিল। হাত নাড়িয়ে বলে উঠলো ম্যারেট, 'তোমাকেতো বলেই ছিলাম আরো আছে। তুমি যেকোনো ধরণের মদ চাও পাবে। এছাড়া আছে সিগারেট, কৌটোয় রাখা খাবারও আছে। অবশ্য সপ্তাহ শেষে সবকিছুই ফাঁক হয়ে যায়।'

—'এ সমস্ত জিনিষ আসে কোথা থেকে ?' জিজ্ঞেস করলো জন। ম্যারেট হাসলো, তারপর বললো, 'এখান দিয়ে যেসব ট্রাক যাওয়া আসা করে তাদের কোনো একটাকে বলে দিলেই হয়। যেমনটা আমাদের সেনাবাহিনীতে হতো। একবার শুধু বলা, তারপর যা কিছু দরকার সব পাওয়া যাবে।'

—'তাই নাকি।'

জন মিকালির সঙ্গে আরো অনেক কথা হলো ম্যারেটের। তারপর একসময় বিদায় নিলো ও।

* * *

জন মিকালি ওর দাদু ডিমিত্রি মিকালিব যখন আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেলো তখন ও জাপানে। দাদুর মৃত্যুতে খুব ভেঙে পড়লো ও। সংগে সংগে অনুষ্ঠান বাতিল করে ও ফিরে এলো। বিমানে এথেন্সে আসতে ওর সময় লাগলো এক সপ্তাহের মতো। ওর অনুপস্থিতিতে 'করোনার'ই ডিমিত্রি মিকালিব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। ডিমিত্রি মৃত্যুর আগে একটা উইলে কবর দেওয়ার ব্যাপারে তার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলেন।

আগে যেমন করেছিল তেমনি ভাবেই মিকালি বিমানে হাইড্রায় 'মোলোস' থেকে দূরে একটা দ্বীপে এসে পৌঁছোলো। এথেন্স থেকে এসেছিল হাইড্রা বন্দরে। ওখানেই দাঁড়িয়েছিল কনণ্টাইল, অর্থাৎ ওর পরিচারক। জন গিয়ে উঠলো ওর লঞ্চে। কনণ্ট্যানটাইল তখন ওর হাতে একটা খাম দিলো। জন সেটা রেখে দিলো নিজের কাছে। লঞ্চ স্টার্ট দিলো এবার কনণ্ট্যানটাইল। তখন চিঠিটা খুলে পড়তে আরম্ভ করলো জন।

ওর দাদু ডিমিত্রি মিকালির লেখা, তিনি লিখেছেন, 'প্রিয় জন, তুমি যখন এই চিঠিটা পাবে তখন আমি আর নেই। শিগগিরই হোক অথবা দেরীতেই হোক প্রত্যেকের জীবনেই এটা আসে। সুতরাং এটা কোনো বিষণ্ণ সংগীত নয়। না, আমার রাজনীতির বোকামি তোমাকে আর বিরত করবে না। আমি একটা ব্যাপার জানি, তাহলো জীবনের শেষ বছরগুলো তুমি আমাকে আনন্দ আর গর্বে উজ্জ্বল করে দিয়েছো। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে আমার প্রতি তোমার ভালবাসা। মরবার আগে আমি তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, ভাল থেকো। ইতি তোমার দাদু ডিমিত্রি মিকালি।'

চিঠিটা শেষ করে জনের দুটো চোখ জলে ভরে এলো। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। কতোক্ষণ ধরে চলেছিল খেয়াল ছিলনা ওর। শেষে যখন খেয়াল হলো তখন ও দেখলো ভিলার কাছে এসে পৌঁছে গেছে। ও লঞ্চের মধ্যেই পোশাক পালটে

নিলো। তারপর এগোতে লাগলো লঞ্চ থেকে নেমে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে।

রাতটা ও একটা খামার বাড়ীতে কাটালো। সে রাতে ওর একেবারেই ভাল ঘুম হলো না। পরের দিন ওকে উঠতে হলো পাহাড়ের ওপরে। সেদিন রাতেও ভাল ঘুম হলোনা ওর।

তৃতীয় দিন একেবারে ক্লান্ত অবস্থায় ভিলাতে এসে হাজির হলো ও। চলবার শক্তি একদম ছিলনা ওর। কনস্ট্যানটাইন আর ওর স্ত্রী ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। বৃদ্ধা মহিলা একটা গাছের শেকড় বেটে তার রসটা খাইয়ে দিলো ওকে। এরপরে জন মিকালি একটানা বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে ঘুমিয়ে রইলো। ঘুম ভাঙার পরে ওর নিজেকে খুবই শান্ত লাগছিল। আবার বাস্তব জগতে ও ফিরে আসতে লাগলো একটু একটু করে। এটাই যথেষ্ট ছিল ওর কাছে। এরপর ফিশারের মাধ্যমে ও লণ্ডনে ফোন করে জানালো যে, আবার ও কাজে যোগ দিতে চায়।

ততোদিনে আবার গ্রসভেনর স্ট্রীটে চিঠির পাহাড় জমে গেছিল। জন মিকালি ফিরলো সেখানে। প্রথমটা চিঠিগুলো দেখে ও খানিকটা নার্ভাস হয়ে গেছিল। শেষে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে চিঠিগুলো দেখতে আরম্ভ করলো। একটা চিঠিতে গ্রীসের স্ট্যাম্প লাগানো ছিল। খামের ওপরে 'ব্যক্তিগত' কথাটাও লেখা ছিল বড়ো বড়ো করে। এটা অবশ্য ওর এজেন্টকে পাঠানো, ওর ঠিকানা দেওয়াই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা ও খুলে ফেললো। একটা সাধারণ কাগজে টাইপ করা। প্রেরকের কোনো নাম ঠিকানা নেই। চিঠিটাতে লেখা আছে : ডিমিত্রি মিকালির মৃত্যু কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়, ওকে খুন করা হয়েছে। ঘটনাটা এরকম। কিছু সময় ধরে ডিমিত্রিকে গভর্নমেন্টের একটা বিশেষ দপ্তর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। কারণ তার রাজনৈতিক কাজকর্ম। স্বাধীনতাকামী গ্রীকেরা রাষ্ট্রপুঞ্জকে উপহার দেবার জন্যে প্রথমটা দলিল তৈরি করেছিল। তাতে বিচার ছাড়াই যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আটকে রাখা হয়েছিল এবং নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছিল তাদের অত্যাচার এবং খুনের বিষয় বিশদ ভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। ডিমিত্রি মিকালি জানতেন যে, ওই দলিলটা কোথায় রাখা আছে। ষোলোই জুলাই সন্ধ্যেবেলার ঘটনা। কর্নেল জর্জ ভ্যাসিলিকোস ওর বাড়ীতে গিয়েছিলেন ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ভদ্রলোক ছিলেন মিলিটারী ইনটেলিজেন্স-এর রাজনৈতিক শাখার বিশেষ ভারপ্রাপ্ত। ওর সঙ্গে ছিল দুজন দেহরক্ষী সার্জেন্ট। তাদের নাম অ্যাভোরিন এলেকা এবং নিকোস পেট্রাকিস। ডিমিত্রির সঙ্গে ওদের ভীষণ কথা কাটাকাটি হয়। এরপর ওরা ডিমিত্রির ওপরে নির্মম অত্যাচার করে। জানতে চায় দলিলটা কোথায় আছে। ডিমিত্রি অবশ্য কিছুতেই জানাতে চাননি। এরপরে ওদের অত্যাচার আরো চরমে ওঠে। ওর দেহের নানা জায়গায় সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। ওদের নির্মম অত্যাচারে ডিমিত্রি মিকালি শেষপর্যন্ত মারা যান। তখন কর্নেল ভ্যাসিলিকোন ওর দেহরক্ষীদের আদেশ দেন, ডিমিত্রির দেহটাকে ব্যালকনি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। এতে ওর মৃত্যুটা দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এরপরে করোনারকেও আদেশ দেওয়া হয়

সেইরকম রিপোর্ট দিতে। করোনারও সেটাই করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার করোনার ডিমিত্রির মৃতদেহটাই দেখেন নি। ওর শরীরে অত্যাচারের চিহ্নগুলো যাতে না দেখা যায় সেজন্যে পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল অতি দ্রুত। পরে ওই দেহরক্ষীরা মদের নেশায় সবকিছু প্রকাশ্যে বলেছে, অনেকেই এটা শুনেছে। এটাই ডিমিত্রি মিকালির মৃত্যুর মর্মান্তিক কাহিনী।

চিঠিটা পড়া শেষ হলে জন মিকালি ক্রোধে একেবারে লাল হয়ে গেল। এক ধরণের শারীরিক যন্ত্রণায় ও অস্থির হয়ে উঠেছিল। এটা এর আগে তেমন ভাবে ও কোনোদিন অনুভব করেনি। ওর শরীরটা ক্রোধে একটু একটু করে সংকুচিত হয়ে গেল। চুপচাপ বসে রইলো ও।

কতোক্ষণ ও এভাবে ছিল, তা ওর খেয়াল ছিল না। শেষ পর্যন্ত যখন ও নিজেকে ফিরে পেলো তখন বুঝতে পারলো রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটছে ও। সেই মুহূর্তে ওর মনে হলো অনেকটা হেঁটে চলে এসেছে। সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে। ও ঠিক কোথায় এটা বুঝতে পারলো না। শেষপর্যন্ত ও একটা সাধারণ কাফেতে গিয়ে হাজির হলো। একটা অপরিষ্কার টেবিলে গিয়ে বসলো জন। ওয়েটারকে কফির অর্ডার দিলো। ওর সামনের টেবিলেই কেউ একজন লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার একটা কপি ফেলে রেখে গেছিল। সেটা তুলে নিলো ও, একরকম যন্ত্রের মতোই পত্রিকাটায় চোখ বুলোতে লাগলো ও। দ্বিতীয়, পাতার মাঝামাঝি একটা জায়গায় হঠাৎ ওর চোখ দুটো আটকে গেল। খবরটা ঠিক এরকম ছিল।

গ্রীক আর্মি ডেলিগেশন ন্যাটো সভা করতে প্যারিসে আসছে। বাকী খবরটা পড়ার আগেই মিকালি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলো ও ঠিক কার কার নাম খুঁজছে।

এরপরেই ওর মনের মধ্যে একটা নিশ্চয়তার ভাব ফিরে এলো। ওর মনে হলো এটা যেন ঈশ্বরের পাঠানো সংকেত। বিশেষ করে যখন ফোনটা বেজে উঠলো। ফোন করেছিল ব্রুনো কিশরি। জন রিসিভার তুলে নিয়ে বলে উঠলো, 'হ্যালো কে?'

ও প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আমি কিশরি বলছি মিঃ জন। আমি এখনই আপনাকে দুটো কনশার্ট প্রোগ্রাম পাইয়ে দিতে পারি, বুধবার আর শুক্রবারের জন্যে। অবশ্য আপনি যদি রাজী থাকেন, মচুমাণ মার্কেটে মিঃ হকম্যানের বাজানোর কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অসুস্থ। তার হাতের কব্জিতে চোট লেগেছে।'

—'বুধবার?' জিজ্ঞেস করলো মিকালি. এরপর একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বললো, 'আমাকে তিন দিন সময় দিতে হবে।'

—'ঠিক আছে চলে আসুন, আপনিতো অসংখ্য রেকর্ড করেছেন। একবার মহড়া দিয়ে নিলেই যথেষ্ট।

এরপর জন মিকালি জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়? ফেস্টিভ্যাল হলে?'

ও প্রান্ত থেকে উত্তর ভেসে এলো, 'না ওখানে নয়, প্যারিসে।' হ্যাঁ, আপনাকে একটু এরোপ্লেনে আসার কষ্ট সহ্য করতে হবে। 'আশাকরি এতে আপনি কিছু মনে

করবেন না?'

—'আরে না না। প্যারিস আমার বরাবরই ভাল লাগে।' এরপর জন রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

*　　　*　　　*

উনিশশো সাতষট্টি সালের সাতাশে এপ্রিল গ্রীসে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। খুব গোপনীয়তার সঙ্গে আর সতর্কভাবে কয়েকজন কর্নেল খুব দক্ষতার সঙ্গে এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিল। সে সময়ের সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে সংবাদপত্রে অসংখ্য লেখালেখিও হয়েছিল।

সন্ধ্যেবেলা প্লেনে প্যারিসে যাবার আগে বিকেলটা মিকালি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাটালো। অভ্যুত্থানের সময়কার প্রকাশিত সমস্ত খবরের কাগজগুলো দেখলো। শুধুমাত্র যাকে ও খুঁজছিল তার ছবিটা কাগজে থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। ওর পক্ষে খুঁজে বের করাও শক্ত নয়। 'টাইম' ম্যাগাজিনের একটা ছবিতে জর্জ ভ্যাসিলেকোসের একটা ছবি ছাপা হয়েছিল। লোকটার বয়েস হবে পঁয়তাল্লিশের মতো, দীর্ঘকায় চেহারা। কালো একজোড়া গোঁফ। কর্নেল প্যাপাডোপোলাস-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছবিটার মধ্যে। এই প্যাপাডোপোলাস সব অর্থেই একজন ডিকটেটর।

গ্রীসে প্রকাশিত একটা সাময়িকী লণ্ডনে এসেছিল। তাতেই ওর দ্বিতীয় ছবিটা ছাপা হয়েছে। এই ছবিটায় ওর দু'পাশে ছিল দুই পার্শ্বচর সার্জেণ্ট। ছবিটার নীচে একটা ক্যাপশান দেওয়া আছে। লেখা, বিশ্বস্ত এবং নৃশংস অনুচর। মিকালি খুব সাবধানে কাগজের পাতাটা ছিঁড়ে নিলো। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এলো স্বাভাবিক ভংগীতে।

পরের দিন সকালে ও পেঁছোলো প্যারিসে। সেখান থেকে ও গেল গ্রীক দূতাবাসে। ওখানে ছিলেন ডঃ জেলোম। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সংগেই ওকে অভ্যর্থনা করলেন। হাত চেপে ধরে বললেন. 'প্রিয় মিকালি, সত্যিই আমার আনন্দ হচ্ছে। তুমি যে শেষ পর্যন্ত প্যারিসে আসবে তা আমি ভাবতেই পারছি না। জন মিকালি মৃদু হাসলো। তারপর ওর প্রকৃত অবস্থাটা ব্যাখ্যা করে বললো, 'আমি তো রীতিমতো অসুবিধেয় পড়েছিলাম। ওরা তো খবরের কাগজে একটু বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিল যে হফম্যান বাজাবে না। তার পরিবর্তে বাজাবো আমি। কিন্তু আমি তোমাকেও এটা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম।'

—'এরজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া যাচ্ছে না।' মৃদু হেসে বললেন ডঃ জেলোম। থেমে আবার বললেন, 'ব্যাপারটা যদি শেষ পর্যন্ত না হতো; তাহলে রাষ্ট্রদূত রেগে যেতেন। যাই হোক, যা হবার হয়েছে। এখন দুজনে মিলে মদ্য পান করা যাক।'

—'টিকিটের ব্যবস্থা করলে আমি খুশী হবো।' মিকালি বললো ওকে। একটু থেমে ডঃ জেলোসএর দিকে তাকিয়ে আবার বলে উঠলো ও। রাষ্ট্রদূতই হোন

আর যেই হোন টিকিট নিয়ে আসতে হবে। কোথায় যেন জেনেছিলাম যে, এথেন্সের একজন এখানে আছে।'

ততোক্ষণে ডঃ জেলোস শেরী দুটো গ্লাসে ভর্তি করেছেন। দুজনে পরস্পর মুখোমুখি বসেছিলো। এবারে ডঃ জেলোস বলে উঠলেন, যিনি আছেন তিনি সংস্কৃতিমনা লোক নন। কর্নেল ভ্যাসিলিকোস আছেন আমার এখানে। তিনি···।

কথার মাঝখানেই বলে উঠলো জন, 'আমি বুঝতে পেরেছি।' এবারে ডঃ জেলোস রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমি দেখাবো তোমাকে।'

এবারে ও জানলার কাছে সরে এলো। চত্বরে একটা কালো রঙের মার্সিডিজ গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একজন ড্রাইভারও রয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই মূল প্রবেশ পথ দিয়ে কর্নেল ভ্যাসিলিকোস বেরিয়ে এলেন। দু'পাশে দুজন দেহরক্ষী। অ্যালেকা আর প্যাট্রাকিস। অ্যালেকা ড্রাইভারের সঙ্গে সামনের সীটেই বসলো। প্যাট্রাকিস আর কর্নেল ভ্যাসেলিকস বসলেন পেছনের সীটে। মার্সিডিজটা চলতে শুরু করতেই গাড়ীর নাম্বারটা মুখস্থ করে নিলো জন। অবশ্য গাড়ীটা চিনতে পারার মতো আরো অনেক লক্ষণ আছে। গাড়ীর সামনে গ্রীসের জাতীয় পতাকা।

—'দশটা বাজে।' ডঃ জেলোস বললেন আবার, 'আগের মাসে ঠিক এই সময়টাতেই উনি এখানে এসেছিলেন। ওর পেটটা নিয়েই যতো গোলমাল। তা না হলে এমনিতে স্বাস্থের কোনো গোলমাল নেই। মিলিটারী অ্যাকাদেমীর বাইরে 'সেন্ট কয়্যার,এ দিন কাটান উনি। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভারী পছন্দ করেন। ওর ড্রাইভারও সেকথা বলেছে। মিকালি বললো, 'শুধুমাত্র সংগীতের জন্যে ওর কোনা সময় নেই। নির্বোধ একটা জানোয়ারের মতো লাগছে আমার ওকে।'

—'আমি শুনেছি উনি বাচ্চাদের মতো সরল। অবশ্য শোনা কথা। অবশ্য সংগীত ওর তেমন একটা পছন্দ নয়।'

ডঃ জেলোস বললেন।

কথাটা শুনে হাসলো জন মিকালি। কিছু বললো না। ধীরে ধীরে এগোতে আরম্ভ করলো ও। ডঃ জেলোস ওর সঙ্গে সদর দরজায় এলেন। জন মিকালিকে বললেন, 'তোমার দাদুর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। আমি জানি তুমি কতো বড়ো আঘাত পেয়েছো। কিন্তু এতো শিগ্‌গিরি তুমি সংগীতের আসরে ফিরতে পারবে···।'

বলে সামান্য থামলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি তোমার এই উৎসাহ আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে।,

—'তবে এটা আমার কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার।' বলে উঠলো মিকালি আবার, আমি আমার দাদুকে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে ভাবি।'

— 'তিনিও তোমার জন্যে গর্ববোধ করতেন।' বলে উঠলেন ডঃ জেলোস। মিকালি জবাব দিলো, 'অবশ্যই।

দরজা থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে, এলো জন মিকালি। সামনেই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। 'এদিন বিকেলেই লণ্ডন সিম্ফনিতে ওর একটু মহড়া দেবার কথা। ও এসে হাজির হলো। উদ্যোক্তা প্রস্তুতই ছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলে জন একটা পরবর্তী সময় ঠিক করে ফেললো। পরের দিনই মহড়া দেবার কথা ও নিজেই বললো সময়টা ঠিক করা হলো দুটো থেকে চারটের মধ্যে। মূল অনুষ্ঠান ছিল সাড়ে সাতটার সময়। মিকালির সময়টা পছন্দ হওয়ায় রাজী হতে ওর অসুবিধে হলো না।

সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা। ভ্যাসিলিস রোডের একটা থায়গাতে পুরোনো একটা বাড়ীর মধ্যে ও অপেক্ষা করছিলো। ষ্টিয়ারিংএ ছিল জ্যারেট। ও কিছুই বুঝতে পারছিল না। বিড়বিড় করে জন মিকালিকে জিজ্ঞেস করলো ও, 'এসব কি ব্যাপার আমাকে একটু বলো না ?"

—'পরে বলবো তোমাকে।' জন মিকালি বলল। তারপর একটা সিগারেট ধরালো, ওকেও একটা দিলো। মিকালি বলে উঠলো, 'তুমি বলেছিলে যে কোনো কারণেই হোক তোমাকে যদি ডাকি তাহলে তুমি আসবে। বলেছিলো তো ?'

—'হ্যাঁ কিন্তু…।'

ওদের কথাবার্তার ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রীসের পতাকা লাগানো কালো মার্সিডিজ দ্রুতবেগে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। এবারে মিকালি বলে উঠলো জ্যারেটকে, 'জ্যারেট গাড়ীটার পেছনে ফলো করো, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ওর গাড়ীর গতি বড়ো জোর চল্লিশ কিলোমিটারের মতো।'

—ব্যাপারটা কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।' গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বলে উঠলো জ্যারেট। তারপর বললো, 'গাড়ীটা খুব কম স্পীডেই যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কর্নেল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে খুব ভালবাসেন।' জন মিকালি বলে উঠলো। এবারে জ্যারেট কিছুটা অবাক হয়েই বলে উঠলো, 'কর্নেল ?'

—'এখন চুপচাপ শুধু গাড়ীটাকে ফলো করে যাও।' জন মিকালি বলে উঠলো। মার্সিডিজ গাড়ীটা ততোক্ষণে প্রধান সড়কের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। সামনেই একটা পার্ক, সন্ধ্যের দিকে একরকম নির্জনই থাকে। ওদের গাড়ীটাও দ্রুতবেগে এগোচ্ছিল। ঠিক তখনই ওদের পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে একটা মোটর সাইকেল বেরিয়ে গেল। হেলমেটপরা একজনকে ওরা দেখতে পেলো। চোখে কালো চশমা, গায়ে একটা কোট, পিঠের পেছন দিকে একটা সাবমেশিনগান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্সিডিজটাকেও অতিক্রম করে মোটর সাইকেলটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

জ্যারেট বললো, 'লোকটা জানোয়ারের মতো গাড়ী চালাচ্ছে।'

বলে জানলা দিয়ে থুতু ফেললো ও। তারপর বললো, 'হারামজাদা পুলিশের লোক।'

ওর কথায় মৃদু হাসলো মিকালি, তারপর আর একটা সিগারেট ধরালো। তারপর বললো, 'তুমি এখন গাড়ীর স্পীড কমিয়ে দিতে পারো। এটা কিভাবে করে ?'

—'ঈশ্বরের দোহাই, তুমি এখন কি করতে চাইছো ?'

জবাবে মিকালি বললো, 'থামাও গাড়ীটা।'

জ্যারেট আর কথা বাড়ালো না। ব্রেকটা চাপতেই শব্দ করে থেমে গেল গাড়ীটা। ধীরে ধীরে রাস্তার ধারে গাড়ীটাকে নিয়ে এলো জ্যারেট। তারপর বললো, 'তোমার মাথায় বোধহয় সামান্য ছিট আছে। তুমি ওই গাড়ীটাকে আর ধরতে পারবে না।'

—'তাতো বটেই, তবে তোমার সাহায্য নিয়েই আমি এটা করবো। দরকার মতো সবকিছু আমাকে দেবে।'

—'বাঃ চমৎকার বলেছো।' জ্যারেট বলে উঠলো। জন মিকালি এবারে তাকালো ওর দিকে। তারপর খুব শান্তভাবে বলে উঠলো, 'তুমি সত্যিই একটা মূর্খ'। আমি জন মিকালি। লণ্ডন, প্যারিস, রোম, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সমস্ত জায়গাতে আমি পিয়ানো বাজিয়েছি। কেউ ভাবতে পারবে আমি অন্যরকম কিছু করতে পারি ? কেনই বা আমি এ ধরণের কাজ করতে যাবো ? আমার দাদু… '

সামান্য থামলো মিকালি। তারপর আবার বলে উঠলো, 'আমার দাদু বারান্দা থেকে পড়ে মারা গেছিলেন। ব্যাপারটা পুরোপুরি একটা দুর্ঘটনা, আদালতও সেটাই বলেছে।'

—'না,' এবারে জ্যারেট বলে উঠলো। মিকালি এবার বললো, 'আরে তুমি ? তুমিতো একজন জুয়াড়ী। ওইতো সেরাতে তোমার গ্যারেজে ডাকাতি হয়ে গেল। তুমিতো আবার ও. এ এস এর সঙ্গে জড়িত আছো।'

—'কেউই সেটা প্রমাণ করতে পারবে না।' তীব্র স্বরে বলে উঠলো জ্যারেট। জন মিকালি হেসে বললো, 'না না প্রমাণ দিতে পারা যায় বৈকি, যারা দেবার তারাই দেবে। শুধুমাত্র তোমার নাম আর ও. এ. এস এর সঙ্গে তোমার যোগাযোগের সামান্য একটা ইংগিত। আচ্ছা 'বারবোজেস' শব্দটার অর্থ কি ? ওদের সংগঠনটাকে তো ওই নামেই ডাকা হয়, তাই না ? ও'দের মধ্যে অর্ধেকই তো তোমার আলজিরার বন্ধু।'

মিকালি সামান্য থেমে আবার বললো, 'সুতরাং তুমি জানো কি করতে হয়। ওদের সঙ্গে গোপন বেতার ব্যবস্থা মারফৎ তোমার যোগাযোগ আছে। যোগাযোগের পর আধঘণ্টার মধ্যে তুমি ওদের নিখুঁত বর্ণনা পাঠিয়ে দাও। তোমাকে ওরা বিশ্বাস করে না কিন্তু তোমার ওপরে আস্থা রাখে। এরপর তুমি হয় খতম হবে আর নয়তো করুণভাবে বেঁচে থাকবে।'

—'ঠিক আছে।' জ্যারেট কিছুটা বিরক্তভাবে বলে উঠলো আবার, 'তবে আমাকে এটা করতেই হবে।'

'অবশ্যই। শোনো তোমাকে সবকিছু ঠিকঠাক করতে হবে। আমাদের যেন কোনোরকম অসুবিধে না হয়। চলো এখন, এখান থেকে চলে যাই।'

জানলার কাচ নামিয়ে দিলো ও। সন্ধ্যের বাতাসে হালকা শীতের আমেজ। অনেক বছর ও এইরকম একটা বেঁচে থাকার তীব্র অনুভূতি বোধ করেনি। এই

মুহূর্তে ওর প্রতিটি স্নায়ু সজাগ। জন মিকালির মনে হচ্ছিল, আলোকিত মঞ্চে রাখা পিয়ানোর দিকে ও এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই হাততালির শব্দ ভেসে আসে……

*　　　　*　　　　*

পরের দিন তখন সন্ধ্যে ঠিক ছটা। মার্সিডিজ গাড়ীটা ঘুরে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। দূতাবাসের ড্রাইভার জ্যারট-এর পাশেই বসেছিল ভার্সিলিস। সার্জেন্ট এ্যালকা বসেছিলেন ওর পাশে, প্যাট্রাকিম পেছনের সীটে। কর্নেল ভ্যাসিলিকোস নিজের মনে একটা ফাইল ওলটাচ্ছিলেন। গাড়ীর কাঁচের দরজা জানলা সমস্ত বন্ধ।

সারা বিকেলটা জুড়েই প্রচণ্ড বৃষ্টি। এই মুহূর্তে পার্কটা একেবারে নির্জন। রোজকার মতো প্যারস একটু সময় নিচ্ছিল। এদিকে খুব দ্রুতই অন্ধকার নেমে এসেছে। হ্যালো ইউনিফর্মের বর্ষাতি গায়ে সি. আর. এস এর একজন লোক এসে হাজির হলো। মাথার হেলমেটটা খুললো লোকটা। সম্ভবতঃ বৃষ্টির জন্যে বোধহয় কলারটা তোলা। চোখে একটা কালো গগলস্। প্যারস লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মুখের কোনো অংশই ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। কর্নেল এ্যালেকা একবার বলে উঠলেন, সি. আর. এস।'

বলে তিনি গাড়ীর জানালাটা খুলে দিলেন। কর্নেল জ্যামিকিকোস এবার বলে উঠলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখোতো লোকটা কি চাইছে?' প্যারস তখনও গাড়ীটা ঠিক থামায়নি। ও এবারে একটু এগিয়ে ব্রেক কষে একেবারে থামিয়ে দিলো গাড়ীটাকে। সি. আর. এস. -এর লোকটা এবারে সামনে এগিয়ে এলো। মোটর সাইকেলটা ততোক্ষণে থামিয়ে দিয়েছে লোকটা। ওটাকে স্ট্যাণ্ডে রেখে ও এগিয়ে এলো সামনের দিকে। বর্ষাতিটা একেবারে ভিজে গেছে। বুকের কাছে আড়াআড়ি ভাবে রাখা একটা মেসিন কারবাইন। নাম্বারটা পড়ার চেষ্টা করলেন কর্নেল এলেকা। তারপর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি অসুবিধে হয়েছে?' সি. আর. এস. লোকটার একটা হাত ততোক্ষণে পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাতে ধরা একটা অটোমেটিক পিস্তল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় যে ধরণের পিস্তল আমেরিকান সেনাদের দেওয়া হতো অনেকটা সেরকম।

লোকটা এবার বিন্দু মাত্র সময় না দিয়ে কর্নেল অ্যালেকার বুক লক্ষ্য করে গুলি করলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অ্যালেকা গিয়ে মার্সিডিজে ধাক্কা খেয়ে খানিকটা লাফিয়ে উঠে পড়লেন পাশের নর্দমাতে। মুখ দিয়ে একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এলো।

গাড়ীর কাঁচের জানলার দিকে পেছন ঘুরে বসেছিল প্যাটাকিস। দ্বিতীয় বুলেটটা এসে সরাসরি ওর মাথার খিলুতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়লো ও। ব্যাপার-স্যাপার দেখে কর্নেল ভ্যাসিলিকোস হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না ঘটনার আকস্মিকতায়। ওর

ইউনিফর্ম' রক্তের ছিটের ভরে উঠেছে।

ড্রাইভার প্যারস শক্ত করে স্টিয়ারিংটা ধরেছিল। রিভালবারটা ওর দিকে যতই এগিয়ে আসছিল ততোই ও কাঁপতে আরম্ভ করেছিল থর থর করে। কোনোরকমে বলে উঠলো প্যারস, 'দোহাই, আমাকে মেরো না তুমি।'

বেশ কয়েক বছর ধরে জন মিকালি গ্রীক ভাষা রপ্ত করেছিল। কিন্তু সে ভাষায় ও বললো না। তার পরিবর্তে একজন ক্রিটেনীয় চাষীর ভংগীতে কথাগুলো উচ্চারণ করলো ও। এটা ও শিখেছিল কার্টিনার কাছ থেকে। প্যারসকে ও স্টিয়ারিং-এর সামনে থেকে টেনে বের করে নিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কে ?' ওর দৃষ্টিটা তখন কর্নেল ভ্যাসিলিকোসের ওপরে। ড্রাইভার এবারে প্রাণের ভয়ে বলে উঠলো। আমার নাম ডিমিনি প্যারস। এখানকার এ্যামবাসের ড্রাইভার আমি। আমার বিয়ে হয়েছে। বাচ্চাকাচ্চা আছে।

জন মিকালি ওর দিকে নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে বললো, 'এই সমস্ত ফ্যাসিস্ট জন্তুদের সঙ্গে কাজ করার চেয়ে তোমার উচিত কোনো ভাল জায়গায় কাজ করা'

বলে সামান্য থেমে বলে উঠলো আবার, 'যাও ছুটে ওই পার্কটার দিকে চলে যাও।'

প্যারস টলতে টলতে কোনো কথা না বলে দৌড়ে পার্কটার দিকে এগিয়ে গেল। কর্নেল ভ্যাসিলিকোস এবারে অস্ফুট উচ্চারণে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন। জন মিকালি এবারে ক্রিটেনীয় ভাষায় বলে উঠলো, 'কিছু বলছো ?'

গগলসটা খুলে ফেললো চোখ থেকে। আর তখনই কর্নেল ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি -' না কখনোই এটা সম্ভব নয়।'

জন মিকালি বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে উঠলো, 'আমার দাদু ডিমিত্রি মিকালি মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছি। ইচ্ছে ছিল ধীরে ধীরে নেবো। কিন্তু হাতে আর সময় নেই। এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে জেনে যাও যে, কে তোমাকে বিদায় দিল এখান থেকে।'

কর্নেল ভ্যাসিলিকেল কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে জন মিকালি ওর ঠিক কপালের মাঝখানে গুলি করলো। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে গাড়ির ভেতরেই শুয়ে পড়লেন কর্নেল ভ্যাসিলিকিল।

সমস্ত কাজ হয়ে যাবার পরে জন মিকালি চলে এলো ওই জায়গা থেকে। ওর পাশ দিয়ে একটা মোটর গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটে গেল। এবারে যেন মানস চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছিল ও গাড়ীটা দিয়ে কর্নেল ভ্যাসিলিকোলের মার্সিডিজ গাড়ীটার সামনে থেমেছে। তারপর…।

জন মিকালি খুবই স্বাভাবিক ভংগীতে রাস্তার ওপর দিয়ে এগোচ্ছিল। শেষে একসময় গাছপালার ভেতর দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। পার্কটা বেশ বড়ো আকারের। তার উলটো দিকে বিরাট একটা পরিত্যক্ত চত্বর। এখন

সন্ধ্যের অন্ধকার। জায়গাটাও বেশ নির্জন। জ্যারেট একটা ট্রাকের সামনে অপেক্ষা করছিল। ওকে দেখা মাত্র জ্যারেট ট্রাকের পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে ওটা সরানোর ভান করতে আরম্ভ করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছপালার মধ্যে দিয়ে মোটর সাইকেলের শব্দ আরো কাছে আসতে লাগলো। জন মিকালি এসে হাজির হলো ওর সামনে। জ্যারেট একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছে। জন এসে মোটর সাইকেলটা ট্রাকের ওপর তুলে দিলো। জ্যারেট ততোক্ষণে স্টিয়ারিং-এর সামনে গিয়ে বসেছে। এবারে ট্রাকটা এগোতে আরম্ভ করলো। বেশ কিছুটা দূরে থেকে পুলিশ ভ্যান আসার সাইরেন ভেসে আসতে লাগলো জন মিকালির কানে।

* * *

গ্যারেজের ফায়ার প্লেসের সামনে খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল জন মিকালি। পরণে সি, আর-এস এর ইউনিফর্মগুলো একটা একটা খুলে রাখছিল। প্লাস্টিকের হেলমেটটাও খুললো। তারপরে সবগুলো জড় করে ছুঁড়ে দিলো ফায়ার প্লেসের আগুনের মধ্যে। ট্রাকটার পাশে রাখা ছিল জনের মোটরসাইকেলটা। ওর নাম্বার প্লেটটা খুলে আগুনের মধ্যে ছুড়ে দিলো জন। সমস্ত জিনিষগুলো দ্রুত পুড়ে যেতে লাগলো।

কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার পরে জন ওপরে উঠে গেল। জ্যারেট টেবিলে বসে ছিল। ওর সামনে এক বোতল নেপোলিয়। পাশে একটা গ্লাস, একবার চুমুক দিয়ে বলে উঠলো, সব মিলিয়ে তিন, ও যীশু! আচ্ছা তুমি কি ধরণের লোক বুঝতে পারছিনা।'

মিকালি এবারে পকেট থেকে খাম বের করলো একটা। তারপরে টেবিলে রাখলো সেটা। তারপর বললো, 'চুক্তি অনুযায়ী পনেরো হাজার ফ্রাঁ রইলো।'

বলে রিভলবারটাও পকেট থেকে বের করে টেবিলে রেখে বললো, 'এটাও রইলো। আমি এখন এটার কাছ থেকে মুক্তি চাই।'

কথাটা বলে ও দরজার দিকে ঘুরলো। জ্যারেট ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো এবার, 'আমার একটা সংগীতের আসর আছে। তুমি ভুলে গেছো নাকি?'

কথাটা বলে ও তাকালো ঘড়ির দিকে। বললো, 'আর মাত্র মিনিট তিরিশেক বাকী আছে। এবারে আমাকে এগোতে হবে।'

—'হে যীশু। জ্যারেট বলে উঠলো আবার, 'এখন যদি কোনো বিপদ ঘটে তাহলে কি হবে? ওরা যদি একবার বুঝতে পারে তুমিই এসব করেছো··· ?'

থেমে গেল জ্যারেট। জন মৃদু হেসে জবাব দিলো, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো ওরা তা করবেনা। আমার অনুষ্ঠান শেষ করে অবশ্য আমি আবার ফিরে আসবো। এই ধরো এগারোটা নাগাদ, ঠিক আছেতো?'

জ্যারেট বিব্রত ভাবে বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি থাকবো, মিকালি এবার গিয়ে নিজের ভাড়া করা গাড়ীতে বসলো। তারপর চালাতে আরম্ভ করলো। চালাতে

চালাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জন। এটা স্বস্তির নিঃশ্বাস, ও এতোক্ষণে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। বিপদের কোনো সম্ভাবনা এখন নেই। জ্যারেট ওর জন্যে অনেক করেছে। ওর জন্যেও কিছু করতে হবে ওকে। কিন্তু এখন ওর মনের ভাবনা সংগীতানুষ্ঠানকে ঘিরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কনসার্ট হলের সামনে এসে হাজির হলো জন মিকালি। তারপর ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই মঞ্চে এসে দাঁড়ালো ও। আরম্ভ করলো পিয়ানোর বাজানো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতাকে জয় করে নিতে ওর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। হলের প্রত্যেকটি লোক তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থানু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারক এসে ওকে জানালো গ্রীসের রাষ্ট্রদূত সস্ত্রীক আর তার কালচারাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আসর থেকে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

*　　　　*　　　　*

টেলিভিশনে খবরটা দেখলো জ্যারেট। সংবাদ পাঠকের মতে এটি একটি রাজনৈতিক খুন। কারণ খুনী ড্রাইভারকে ছাড়া আর সবাইকে খুন করেছে। এছাড়াও খুন করার আগে খুনী যাদের খুন করেছে তাদের ফ্যাসিস্ট বলে উল্লেখ করেছিল। সম্ভবতঃ খুনী প্যারিসে নির্বাসিত কোনো বিদ্রোহী গ্রুপের সদস্য।

জ্যারেটের এবারে মনে পড়ে গেল সংগীতানুষ্ঠান শেষে জন ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু ও আবার এখানে আসবে কেন এটাইতো রহস্যের ব্যাপার। এর অবশ্য একটাই কারণ আছে।

যাইহোক, হাতে যখন সময় আছে তখন ওকে পালাতেই হবে। কিন্তু ও এই মুহূর্তে কার কাছে যাবে! ওর কোনো অন্ধকার জগতের বন্ধুর কাছে যাবেনা। ঠিক সেই মুহূর্তে একজনের কথা মনে পড়লো ওর। তিনি মিঃ ডেভিল, ওর আইনজীবি। ফোন করতেই ওর কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো ওর। জ্যারেট বলে উঠলো, স্যার আমি জ্যারেট কথা বলছি। আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে।'

ওপ্রান্ত থেকে মিঃ ডেভিলের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'তুমি ঠিক নটা নাগাদ আমার অফিসে চলে এসো।"

জ্যারেট বলে উঠলো এবার। স্যার আমি কিন্তু অপেক্ষা করতে পারবোনা। ডেভিল এবারে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, 'একটু অপেক্ষা তোমাকে করতেই হবে জ্যারেট।'

এবারে জ্যারেট বলে উঠলো, 'স্যার আপনি আজকে টিভির খবরটা শুনেছেন ?'

—'হ্যা, ওই খুনের ব্যাপারটা বলতে চাইছো তো ?'

ডেভিলের কথার জবাবে বলে উঠলো জ্যারেট, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছন। আমি ওই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

—'তুমি কি গ্যারেজে আছো ?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ ডেভিল। জ্যারেট জবাব দিলো 'হ্যাঁ।

এবারে ডেভিল বলে উঠলেন, । তুমি মিনিট পনেরোর মধ্যেই এখানে চলে এসো।'

—ঠিক আছে।'

জ্যারেট রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সামনে তাকালো।

*　　　*　　　*

জাঁ-পল ডেভিলের বয়েস পঞ্চান্ন। একজন সফল আইনজীবি। প্যারিসের ক্রিমিন্যাল কোর্টের উকিল তিনি। সবচেয়ে বড়ো কথা ওর সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক খুব ভাল। যদিও তিনি মক্কেলদের পক্ষে পুলিশের বিরুদ্ধে যায় তবুও ব্যক্তিগত ভাবে তিনি পরিষ্কার আর সৎ মানসিকতার। বলতে গেলে ওর নিজের আইনের ব্যবসায় উনি পুরোপুরি সঠিক।

উনিশশো চল্লিশের এক মারাত্মক বোমা বর্ষণে মিঃ ডেভিলের পরিবারের প্রায় সবাই মারা যায়। উনি নিজে অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলেন। খারাপ দৃষ্টি শক্তির জন্যে উনি সেনাবাহিনীতে নাম লেখাননি। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে উনি নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে এসে হাজির হল প্যারিসে। এখান থেকে সরকারী সাহায্যে ওকালতি পাশ করেন। তারপর ধীরে ধীরে নিজের পেশায় খ্যাতি অর্জন করতে আরম্ভ করেন। তখন ওর একজন মহিলা সেক্রেটারী ছিল। তারই সঙ্গে প্রেম হয় ওর। পরিনতিতে বিয়ে। কিন্তু এই বিয়েটা ওর সৌভাগ্যের হয়নি। ভদ্রমহিলা কোনো সন্তান হবার আগেই ক্যানসারে শোচনীয় ভাবে মারা যায়। তবে একটা ব্যাপার খুবই দুঃখজনক। যখন কেউ ভাবে এই অমায়িক আর সুন্দর মানুষটি অর্থাৎ এই ফরাসী ভদ্রলোক এর প্রকৃত নাম হলো নিকোলাই আদিমাৎ। তিনি একজন ইউক্রেনিয়ান। অন্তত: পঁচিশ বছর তিনি নিজের স্বদেশ দেখেননি। সম্ভবত তিনিই পূর্ব ইউরোপের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রুশ ইনটেলিজেন্স এজেন্ট। তবে তিনি কেজিবির নন, রেড আর্মির একটি গোয়েন্দা সংস্থার। বছর দুয়েক গ্রাসিনায় কাটিয়ে ফরাসী ভাষা ভালই রপ্ত করেছেন।

তবে ওর একটা বাড়তি সুবিধে ছিল। কারণ ওর মা ফরাসী মহিলা ছিলেন। উনিশশো ছেচল্লিশ সালে পোলান্ডের শ্রমশিবিরে ওকে কাটাতে হয়েছিল। সেখানেই জা-পল-ডেভিল নামটা নেন। কারণ প্রকৃত ডেভিল পঁয়তাল্লিশ সালে নিউমোনিয়ায় মারা যান। তারপর উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ওকে ফ্রান্সে অর্থাৎ ওর স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়।

*　　　*　　　*

মিঃ ডেভিল জ্যারেটকে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'খেয়ে নাও। এখন তোমার একটু চাঙ্গা হওয়া দরকার।'

জ্যারেট এবারে খানিকটা অসহিষ্ণুভাবেই বলে উঠলো, 'আমি কি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি মিঃ ডেভিল? আমার বক্তব্য হলো কোনো ভাবেই যেন এই খবরটা প্রকাশ না পায়। তাহলে…।

থেমে গেল জ্যারেট। মিঃ ডেভিল এবার বললেন, 'প্রিয় বন্ধু, তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি যে, একজন আইনজীবির সঙ্গে তার মক্কেলের সম্পর্ক হলো

অনেকটা গীর্জার পাদ্রী আর তার কাছে আসা অনুতপ্ত ব্যক্তির মতো। তাছাড়া তোমার সঙ্গে ও. এ. এস ওর সম্পর্কের ব্যাপারটাতে আমি জানি। এতো জেনেও আমার পক্ষে কি ফাঁস——।

জ্যারেট এবার বলে উঠলো, 'কিন্তু আমি এখন কি করবো? আপনি যদি টেলিভিশনে খবরটা দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে, ও কি করতে সক্ষম।

—'সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার।' মিঃ ডেভিল এবার বলে উঠলেন আবার, 'আমি অবশ্য ওকে প্রায়ই পিয়ানো বাজাতে শুনি। খুবই প্রতিভাবান বাজিয়ে। আমার একটা ব্যাপার খুবই অস্পষ্টভাবে মনে আছে। কোথায় যেন একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম যে, লোকটা বছর কয়েক সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল।'

জ্যারেট বললো, 'আজিরিয়ায় ওর কিছু অতীতের কথা আমি আপনাকে বলি। সেনাবাহিনীতে থাকার সময়ে একবার একটা লড়াইয়ে ওর শরীরে দুটো বুলেট ঢুকে যায়। সেই অবস্থাতেই ও চারজন বিদ্রোহীকে খতম করে একটা হ্যান্ডগান দিয়ে। যীশুর দিব্যি বলছি আপনাকে…।'

মিঃ ডেভিল ওর গ্লাসে আরো খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন, 'আরো কিছু বলো তো।'

জ্যারেট এবার বলে উঠলো, ঠিক আছে বলছি।'

বলে আবার গ্লাসে চুমুক দিলো। তারপর ঘটনা বলতে আরম্ভ করলো মনের আবেগে। যখন ওর বলা শেষ হলো তখন ও মদের নেশায় একেবারে চুর। শেষে ফিসফিস করে বলে উঠলো জ্যারেট, 'তাহলে আমি এখন কি করবো বলুন।'

মিঃ ডেভিল বলে উঠলেন, 'ওতো এগারোটায় আসবে বলে গেছে।' বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন ঠিক দশটা। চলো তোমার সঙ্গে গ্যারেজে যাবো। গাড়ীটা তুমি নয় আমিই চালাবো। ঠিক আছে?'

—'গ্যারেজে? কিন্তু কেন?' জ্যারেট কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। মিঃ ডেভিল এবার বলে উঠলেন ওর জিবে হাত দিয়ে, 'আমি তোমার স্বার্থের কথা ভেবেই ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

বলে সামান্য থামলেন মিঃ ডেভিল। তারপর বললেন আবার, 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো জ্যারেট। তোমাকে আমি আপ্রাণ সাহায্য করবো। তুমিও তো আমার কাছে এজন্যেই এসেছো। তাই না?'

—'আপনি যা ভাল বুঝবেন।' বলে উঠলো জ্যারেট। মিঃ ডেভিল বললেন, 'তুমি আমার গাড়ীতে গিয়ে বোসো।'

—'না না আমি এখানেই বসে খানিকট ব্র্যান্ডি খেয়ে নিই।'

—'ঠিক আছে।'

মিঃ ডেভিল শোবার ঘরে চলে গেলেন। আলমারি থেকে একটা কালো রঙের ওভারকোট বের করলেন। হামবার্গ টুপিটা মাথায় চাপালেন। বাইরে যেতে গেলে এটাই করেন তিনি। এরপর দেরাজের ড্রয়ারটা খুললেন। ওর ভেতর থেকে বের

রলেন একটা অটোমেটিক রিভলবার। এই মুহূর্তে তিনি একজন মানসিক রোগগ্রস্ত নীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। জ্যারেটের মুখ থেকে শোনা তার সম্পর্কে সব াই সত্যি। পিস্তলটা কি ভেবে আবার ড্রয়ারে রেখে দিলেন তিনি। তারপর রে এলেন পাশের ঘরে। জ্যারেট তখনও একভাবে বসে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিয়ে লেছে। মিঃ ডেভিস ওর পিঠে হাত রেখে বলে উঠলেন, 'চলো জ্যারেট ওয়া যাক।'

*　　　　*　　　　*

জন মিকালি ভাড়া করা গাড়ীটা গ্যারেজ থেকে কিছুটা দূরে দাঁড় করিয়ে খলো। তখন প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ও তার মধ্যে দিয়েই হাঁটতে শুরু রলো। বর্ষাতিটা পকেটে ঢোকানো রয়েছে। হাতের মুঠোয় রিভলবার, এগোতে াগলো মিকালি। কিছুটা এগোতেই ওপরের ঘর থেকে ভেসে আসা বাজনার আওয়াজ র কানে এলো।

নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলো ও। দরজা খুললো খুব সাবধানে। বসবার ঘরটা াধেক অন্ধকার। টেবিলের ওপরে রাখা একটা বাতি অবশ্য জ্বলছিল। জ্যারেটের ুখটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জনের মনে হলো ও ঘুমোচ্ছে। ওর পাশে নেপোলিয়র কটা খালি বোতল পড়ে আছে। আর একটা বোতলে সামান্য কিছুটা তখনও বশিষ্ট আছে। একটা পোর্টেবল রেডিও খোলা। পিয়ানোর আওয়াজটা খুবই োলায়েম। হঠাৎ বাজনা থেমে গেল, শোনা গেল ঘোষকের কণ্ঠস্বর। কর্নেল ্যাসিলিকেসের খুনীকে ধরার জন্যে পুলিশী তৎপরতার বিবরণ শুনিয়ে গলেন তিনি।

জন রেডিওর দিকে এগোলো, ওটার সামনে গিয়ে বন্ধ করে দিলো ওটাকে। তারপর পকেট থেকে আবার রিভলবার বের করলো। ঠিক সেই মুহূর্তে সামান্য ফরাসী টানে ইংরেজীতে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'সম্ভবতঃ ওটা একটা রিভলবার। যদি তাই হয়, তাহলে আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, ওটা দিয়ে কাউকে খুন করা একটা বড়ো ভুল হবে।'

ঘরের কোনের দিকে অন্ধকারে লুকিয়ে ছিলেন মিঃ ডেভিস। এবারে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বেরিয়ে এলেন। ওভার কোটটা তখনো ওর গায়ে ছিল। এক হাতে একটা ছড়ি, অন্য হাতে টুপি। এবার তিনি মৃদু হেসে বলে উঠলেন, 'কর্নেল ভ্যাসিলিকোস আর অন্য মৃত ব্যক্তিদের বুলেট কি ধরণের রিভলবার থেকে বেরিয়েছে তা ফরেনসিক রিপোর্টেই জানা যাবে, তাই না?'

বলে মিঃ ডেভিস আরো খানিকটা এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন আবার, 'অবশ্য আপনাকে ধরার ক্ষমতা ওদের নেই। কিন্তু একটা সামান্য ভুল আপনার এই সূক্ষ্ম কাজটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।'

জন মিকালি প্রথমে খানিকটা অবাক হয়ে গেছিল। কিছুটা স্বাভাবিক হতে সময় লাগলো ওর। তখনই জিজ্ঞেস করলো ও, 'আপনি কে জানতে পারি?'

—'আমার নাম জাপান ডেভিল। পেশায় একজন উকিল। যে ঘুমোচ্ছে অর্থাৎ জ্যারেট আমার একজন মক্কেল। খুনের ব্যাপারে ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। আমার বাড়ীতে সে ছিলও। সব কথাই আমাকে বলেছে।'

বলে সামান্য থামলেন তিনি। তারপর বললেন, 'মিঃ মিকালি, ওর সংগে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। মাঝে ও ও. ও. এস এর সঙ্গে যুক্ত থেকে নানাধরনের বাজে কাজ করে বেড়াচ্ছিল। আমি কোনো রকমে ওকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি।

বলার পরে মিঃ ডেভিল কোটের পকেটে হাত ঢোকালেন। সংগে সঙ্গে রিভলবারটা ওর দিকে তাক করে বলে উঠলো জন মিকালি, আপনি … ?'

—'না না কোনো ভয় নেই. আমি একটা সিগারেট খাবো ' আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে নিল। একটা সিগারেট বের করে বললেন, 'প্রায় অনেক বছর হলো আমি রিভলবার ব্যবহার করিনি। যাইহোক, এখন ব্যাপারটা আমাদের তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, ও আর'কাউকে বলবে না।' জন মিকালি এবার বললো, ' আপনি কি ওকে বিশ্বাস করেন ?'

—'হ্যাঁ, ওর আর কোথাও যাবার রাস্তা ছিল না। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ও আমার ওখানেই যেতে বাধ্য হয়েছিল। ওর কাছে একমাত্র আমিই নিরাপদ।'

—'আপনাকে তো বলতে গেছিল ও।' বলে উঠলো জন। মিঃ ডেভিল এবার বললেন, ওর ভয় ছিল আপনি ওকে খুন করতে পারেন। ওর কথাবার্তাতেও তাই মনে হয়েছিল আমার। আপনার সম্পর্ক সমস্ত কথাই ও আমাকে বলেছে। আপনার দাদুর ওপরে নাকি কর্নেল ভ্যাসিলিকোস নির্মম অত্যাচার করেছিলেন। শুধু তাই নয় এরপর খুনও করেছিলেন।'

—'তাহলে ?'

মিঃ ডেভিলের পরের কথার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো জন মিকালি। মিঃ ডেভিল বললেন এবার, 'আপনি আসার আগে আমি সমস্ত কিছু জানিয়ে চিঠি লিখে আমার সেক্রেটারীকে ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে বলতে পারতাম অনায়াসে।

—'কিন্তু আপনি তা করেন নি।' বলে উঠলো জন। মিঃ ডেভিল জবাব দিলেন' 'না করিনি।'

—কেন করেন নি ?' জিজ্ঞেস করলো জন। মিঃ ডেভিল এবারে জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর খুলে দিলেন সেটা। বাইরে তখন প্রচণ্ড ধারায় বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বাইরে যানবাহন চলাচলের শব্দ থেমে আসছিল। এবারে মিঃ ডেভিল বলে উঠলেন, 'আপনার কাছ থেকে কটা কথা জানা দরকার। আপনি কি সাধারণতঃ ক্রীটানীয় টানে গ্রীকভাষায় কথা বলেন ?'

—'না বলি না।' জবাব দিলো জন।

মিঃ ডেভিল বললেন, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

সামান্য থেমে তিনি আমার বললেন, 'অবশ্য এটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ভংগী। অ্যালিলিকোন আর ওর লোকদের যেভাবে ফ্যাসিস্ট বলেছিলো এই উচ্চারণ ভংগীটা তার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এরা অর্থাৎ এই ধরণের কথা যারা বলে তারা সব কম্যুনিস্টদের আকর্ষণ করছে। এমন কি প্রত্যেকটা বিদ্রোহী আর ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের সদস্যদেরও দলে টেনে নিচ্ছে।'

'আমার রাজনীতি ব্যাপারটা একেবারেই আকর্ষণ করে না। আপনি অন্য কিছু বলুন।'

বলে উঠলো জন-মিকালি। এবারে হেসে উঠলেন মিঃ ডেভিল। তারপর বললেন, আসলে যে কোনোরকমের গোলমাল পাকানোই আমার ব্যবসা। কেননা এর পেছনে আমার কায়েমী স্বার্থ রয়েছে। ঠিক আপনি যেভাবে গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিলেন। এখন এখানে যা ঘটছে কাল আবার ঠিক প্যারিসেও তাই ঘটছে। এমন কোনো বিদ্রোহী নেই যারা আত্মগোপন করেনি কিংবা পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। একমাত্র কম্যুনিস্টরা বাদে। সোসালিস্টরাও। আমার ধারণা আগামী নির্বাচনে এখনকার সরকার কঠিন বিপাকে পড়বে।'

জন মিকালি এবার জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি করে বলুনতো আপনি কে?'

—'আমি আপনার মতোই আসলে আমাকে দেখতে যেরকম আমি ঠিক সেরকম নই।' বলে উঠলেন মিঃ ডেভিল। একটু থেমে বললেন আবার, একটা চমৎকার বোঝাপড়া গড়ে উঠুক আমাদের মধ্যে এটাই আমি চাই। আসলে আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছি।'

—'সত্যি করে বলুনতো কি চান আপনি?'

জন বলে উঠলো এবার। মিঃ ডেভিল এবার ওর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আপনি আমার বন্ধু। যখনই আপনার প্রয়োজন হবে আপনি ওই একই কাজ করবেন যেমন করেছেন। তবে বিশেষ সময়ে মাত্র। আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া কিংবা ব্যবস্থা থাকবে।'

জন বললো, 'ব্ল্যাকমেল করছেন আমাকে?'

এবারে মিঃ ডেভিল বললেন, নির্বোধের মতো কথা বলবেন না। এখন আপনি আমাকে ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারেন। এমন কি জ্যারেটকেও। তারপর আপনি যদি এখন চলে যান কেউই আপনাকে সন্দেহ করবে না।

এতোক্ষণ পর্যন্ত বসে মিঃ ডেভিল থামলেন। তারপর বললেন আবার, ভালো কথা। গত বছর ব্যাকিংহাম প্রাসাদে রাণীর ওখানে কি করেছিলেন মনে আছে? তখনতো আপনি লণ্ডনেই ছিলেন। হিথরোতে আপনার কি ঘটে ছিল?'

—'ওরা আমাকে ভি. আই. পি লাউঞ্জে নিয়ে যায়।'

এবারে মিঃ ডেভিল বললেন, 'ঠিক তাই। আপনি ঠিক করে বলুনতো পৃথিবীর কোন জায়গায় কাস্টমস চেকিং শেষ পর্যন্ত সঠিক ভাবে হয়েছে?'

—'হুঁ, কথাটা সত্যি।' বলে মিকালি রিভালবারটা জানলার ধারে রাখলো। তারপর একটা সিগারেটে ধরালো। মিঃ ডেভিল ওকে আগুনটা এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,' একটা ব্যাপার আমাকে পরিষ্কারভাবে বলুনতো। আপনার মতোই আমার কাছে রাজনীতি অর্থহীন।

—'তাহলে এসব করতে চাইছেন কেন ?'

মিঃ ডেভিল এবার কাঁধটা ঝাঁকালেন। বললেন তারপর এই কাজটাই করার মত পেয়েছি। সেদিক থেকে আমি ভাগ্যবান। বেশীর ভাগ লোকেরই করার কিছু নেই।

—'কিন্তু আমার আছে। জন মিকালি বলে উঠলেন। মিঃ ডেভিল ওর দিকে তাকালো। ওর মনে হচ্ছিল জন মিকালি ওর বন্ধুত্ব স্বীকার করেছে। তা সত্ত্বেও অবশ্য একধরনের আড়ষ্টতা ওর মধ্যে এখনো রয়েছে। দুজনেই জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল। রাতের বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ ভেসে আসছিল বারবার। এবারে মিঃ ডেভিল বলে উঠলেন, আপনার বাজনা ? অবশ্য তা নিয়ে আমি ভাবি না। সৃষ্টিশীল শিল্পীদের আমার ভীষণ দুঃখ হয়।

বলে খানিকক্ষণ থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর আবার বললেন। যাই হোক এবার নিশ্চয়ই আপনি আনন্দ উপভোগ করবেন। আচ্ছা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বার্লিনে যাওয়া যাবে কি ?'

—'বার্লিনে আমি আসার সময় বলে দিতে পারি। ওখানে অবশ্য আমার জন্যে দরজা সবসময়েই খোলা।'

জন মিকালির কথার পরে মিঃ ডেভিল বলে উঠলেন, ভালই হোলো। জেনারেল স্টেফানাকিস নভেম্বরের প্রথম দিকে দিন তিনেকের জন্যে ওই শহরে সফর করতে যাবেন। ভদ্রলোক কর্নেল ভ্যাসিলেকোসের বস্। আমার ধারণা ওর ব্যাপারে আপনার স্বার্থ আছে। যাই হোক্ এখন জ্যারেটের জন্যে কিছু অন্ততঃ করা যাক।'

—'আপনি কি প্রস্তাব করেন ?'

—'বলছেন ?' বলে মিঃ ডেভিল আবার বলে উঠলেন।

'জ্যারেটের মুখে আরো কিছু মদ ঢেলে দিয়ে শুরু করা যাক।'

কথাটা বলে তিনি জ্যারেটের মাথার চুলগুলো ধরে ঝাঁকালো। তারপর মদের একটা বোতল প্রায় জোর করে ওর মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন। তারপর জন মিকালির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আগামী শুক্রবারের অনুষ্ঠানের জন্যে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে একটা টিকিট যোগাড় করে দেবেন। ওটা আমার দেখার খুবই ইচ্ছে।'

পরের দিন সকাল পাঁচটা। সবে দিনের প্রথম আলো পড়েছে। তখনও অবশ্য বৃষ্টি থামেনি। এই এলাকার রাস্তা কিছুটা ঢালু। একজন পাহারাদার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

ওর টুপিটা ভিজে গেছিল। অবস্থাটা ওর শোচনীয়। একটা সিগারেট ধরানোর জন্যে ও একটা বাদামগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। নদীর ওপর

থেকে কুয়াশা সামান্য সরে গিয়েছিল। চাল্‌ রাস্তার শেষপ্রান্তে ও একটা জিনিষ লক্ষ্য করলো।

কিছুটা এগিয়ে গেল সেদিকে। ওটা ছিল একটা ট্রাকের পেছন দিক। তার সামনের দিকটা আবার জলের তলায়। ও বরফ জমা জলের মধ্যে কিছুটা নেমে গেল। তারপর একটা গভীর নিশ্বাস নিলো। ট্রাকটার সামনে গিয়ে দরজার হ্যাডেলটা ধরার জন্যে হাত বাড়ালো। তারপর টেনে তোলার চেষ্টা করলো সেটাকে। ঠিক তখনই জ্যারেটের দেহটা ওর ঘাড়ের ওপরে এসে পড়লো।

এক সপ্তাহ পরে ইনকোয়েস্ট মেডিক্যাল রিপোর্টে প্রমাণিত হলো যে, গাড়ীর ড্রাইভারের শরীরে প্রচুর পরিমানে এ্যালকোহল পাওয়া গেছে। এছাড়া করোনারের বিচারের ব্যাপারটাও ছিল খুবই সাধারণ ধরণের। দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু।

* * *

শুক্রবারের সংগীতানুষ্ঠান আশানুরূপই হলো শেষপর্যন্ত। গ্রীসের রাষ্ট্রদূতের আর একজন উপস্থিত ছিলেন। তিনি হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। ওরা দুজনে একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছিলেন। জন মিকালির কাছ থেকে গুনমুগ্ধদের ভিড় কিছুটা কমে যাওয়ায় মিঃ ডেভিল ওর দিকে এগিয়ে গেলেন। ওকে দেখতে পেয়ে মিকালি নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে করমর্দন করলো। বললো তারপর 'আপনি এসেছেন এতেই আমি খুশী।'

—'হ্যাঁ আপনার বাজনা চমৎকার হয়েছে।' হাসিমুখে বলে উঠলেন মিঃ ডেভিল। একটু থেমে তিনি আবার বলে উঠলেন ওর দিকে তাকিয়ে, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান।' ভিড়ে ঠাসা ঘরটার চারপাশে একবার দেখে নিলো জন মিকালি। প্যারিসে সব গন্য মান্য লোকেদের ভিড়ে ভর্ত্তি ঘরটা। মিকালি মিঃ ডেভিলকে বললো, 'আপনি চলে যাবেন না যেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা আছে। তারপর আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

দুজন মন্ত্রী পরস্পর কথা বলছিলেন। মিকালি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললো, 'আপনারা শেষপর্যন্ত এখানে আসতে পেরেছেন দেখে আমি খুব সম্মাণিত বোধ করেছি।'

—'আপনাকে অভিনন্দন মিঃ মিকালি।'

একজন মন্ত্রী বলে উঠলেন। ঠিক সেই সময়ে একজন পরিচারক একটা ট্রেতে করে শ্যাম্পেন নিয়ে মন্ত্রী সহোদরের সামনে ক্রমে হাজির হলো। মন্ত্রী বলে উঠলেন, 'আগে মিঃ মিকালিকে দাও।'

জন মিকালি নেওয়ার পরে প্রত্যেকে একে একে গ্লাস তুলে নিতে লাগলো। গ্রীসের রাষ্ট্রদূত গ্লাস তুলে নিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার স্বাস্থ্য কামনা করছি মিঃ মিকালি। আপনার মহৎ সৃষ্টির জন্য আমি গর্ব বোধ করছি। সারা গ্রীস আজ আপনার জন্যে গর্ববোধ করছে।'

এরপর জন মিকালি সহ প্রত্যেকে গ্লাসে চুমুক দিতে আরম্ভ করলো।

দেশের নভেম্বরের বিকেল। জেনারেল জর্জ স্টোনোয়িকস বিলটন হোটেলের একটা কামরা বুক করলেন। হোটেল কর্তৃপক্ষ ওকে চারতলার একটা কামরার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওর সহকারীদের থাকার জন্যে পাশের ঘরের ব্যবস্থা করা হলো। এই ঘরের দেখাশোনার দায়িত্বে যে ছিল সে গ্রীস। পরিচারিকাও ছিল গ্রীস। নাম জিয়া বোভাকিন। বয়েস উনিসের মতো জলপাই রং এর গায়ের চামড়া। ওকে জানানো হয়েছিল যে, জেনারেল ঠিক আটটা নাগাদ ফিরবেন। সেজন্যে ও ঘরটাকে দ্রুত সাজিয়ে গুছিয়ে ফেললো। বিছানার পুরোনো চাদরটা ভাঁজ করে ও ওয়ার-ড্রোফে রেখে দেওয়ার জন্যে এগোলো। পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো ও।

ঘরের মধ্যে একজন দাঁড়িয়েছিল। পরনে একটা সাদা ট্রাউজার আর গায়ে কালো রংএর সোয়েটার মুখমণ্ডলে বিশেষ ধরনের মুখোশ। শুধুই চোখ দুটো এবং নাক আর ঠোঁট দেখা যাচ্ছে। কোমরে একটা পাকানো দড়ি। পরিচারিকা লক্ষ্য করলো ওকে। হাত দুটোয় দস্তানা। কিন্তু বোঝার আগেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে পরিচারিকার গলাটা সজোরে টিপে ধরলো। দরজাটা বন্ধ থাকলেও সামান্য ফাঁক ছিল। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে লোকটা ওর গলা ছেড়ে দিলো। আতংকে পরিচারিকা মেয়েটি গ্রীস ভাষায় বলে উঠলো দোহাই আমাকে খুন করবেন না।

তুমি গ্রীক?' মেয়েটার দিকে তাকালো মুখোসধারী তারপর ওর ভাষাতেই জবাব দিলো পরিচারিকা এবার বলে উঠলো। আরে তুমি ক্রিটানের বাসিন্দা?

হ্যা ডার্লিং তুমি ঠিকই ধরেছো। গলার হাতটা ছেড়ে দিলেও ওর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। বললো ও। তুমি যদি ভদ্র হও তাহলে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবোনা। কিন্তু যদি তা না হও কিংবা যদি কাউকে সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু তোমাকে খুন করবো।' পরিচারিকা এবারে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো। ঠিক আছে। এই তো লক্ষী মেয়ে কখন ও আসবে?

পরিচারিকা এবার মুখোশ ধারীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো আটটা নাগাদ।

মুখোশ ধারী এবার নিজের হাত ঘড়িটা দেখলো। তারপর বললো, তাহলে আমাদের মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে হবে। এখন বরং এসো আমরা একটু গল্প করি। এবারে মুখোশধারী পরিচারিকাকে জড়িয়ে ধরে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো মেয়েটি এখন আর অতো ভয় পাচ্ছে না মুখোশধারী ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে। মেয়েটি এবার রীতি মতো উত্তেজিত।

মুখোশধারী এবার মুখটা নামিয়ে ওর ঘাড়ে চুমু খেলো। এতে মেয়েটা খুবই উত্তেজিত বোধ করলো। এর আগে ওর এরকম কখনো হয়নি।

ওকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করার পরে মেয়েটাকে এ পেছন দিকে হাত দুটো রেখে বেঁধে ফেললো। তারপর ওর কানে কানে বলে উঠলো, তুমি যা চেয়েছিলে আমি তাই দিয়েছি তোমাকে। এখন ভালো মেয়ের মতো চুপচাপ শুয়ে থাকো বলে একটা রুমাল বের করে মুখোশ ধারী মেয়েটার মুখটা বেঁধে দিলো। মেয়েটি আর

মোটেই ছটফট করছিল না। এরপর মুখোশধারী অপেক্ষা করতে লাগলো একভাবে। কিছুক্ষন পরে দরজার তালাতে চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো। দরজাটা তারপরেই খুলে গেল। দুজন সাহায্যকারী জেনারেলকে ভেতরে নিয়ে এলো তিনি বললেন এবার, আমি একটু স্নান করতে চাই তোমরা মিনিট চল্লিশ পরে চলে এসো একসঙ্গে খাবো আমরা।'

ওরা স্যালুট করে চলে গেল সেখান থেকে। ঘর বন্ধ হয়ে গেল এবার জেনারেল স্টেফানোফিস টুপিটা বিছানায় রেখে দিলেন। পোশকটা তারপর খুলতে আরম্ভ করলেন। ঠিক তখনই মুখোশ ধারী বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ওর সামনে। হাতে সাইলেন্সার লাগানো একটা রিভলবার। জেনারেল স্টেফানোফিস ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। ততক্ষণে মুখোশধারী নিজের মুখোশটা টেনে খুলে ফেলেছে। জন মিকালী দাঁড়িয়েছিল জেনারেল স্টেফনেফিসের মুখোমুখি জেনারেল বলে উঠলেন, হে ঈশ্বর! তুমিই সেই ব্রিটানীয়?

'হ্যাঁ। বার্লিন তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে শয়তান।' বলার পর মিকালির হাতের রিভলবার পরপর কয়েকবার গর্জে উঠলো। জেনারেল ছিটকে পড়লেন মেঝেতে। রক্তে ভেসে গেল ঘরের চারদিক।

এবারে জন মিকালি ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলো তারপর আবার মুখোশটা পড়ে নিলো। জানালাগুলো খুলে দিলো। কোমরের পাকানো দড়িটাও খুলে ফেললো। তারপর শেষে দ্রুত চারতলার নীচে একটা অন্ধকার গ্যারেজের সমতল ছাদের ওপরে নেমে এলো। ওর পক্ষে এটা বেশ দুঃসাহসিকতার পরিচয় বলা যায়। এটার জন্য ও অনেক দিন আগেই দড়ি বেঁধে ট্রেনিং নিয়েছিল। সেনাবাহিনীতে থাকার সময়েও ও দড়ি বেঁধে তিনশো ফুট নীচে নামা অভ্যেস করেছিল।

নিরাপদেই ছাদের ওপরে নামলো জন মিকালি। তারপর দড়িটা টেনে গুটিয়ে নিলো। মুখোশটা খুলে নিখুঁতভাবে ভাজ করে পকেটে রেখে দিলো। তারপর পেছনের ডাস্টবিন থেকে ও কাগজ কুড়ানোর একটা থলে বের করলো। সবশেষে কালো রঙের বর্ষাতিটা পড়ে নিলো ও।

কিছুক্ষণ পরের ঘটনা। তখন রাত্তির বেলা রাস্তার ওপর দিয়ে ভিড়ের মধ্যে জন খুজু ভংগীতে হাঁটছিল। গন্তব্যস্থল নিজের। ঠিক সাড়ে নটা নাগাদ ও গিয়ে হাজির হলো বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে। হল ভর্ত্তি মানুষ ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে। জন মিকালি মঞ্চে উঠে গিয়ে পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করলো। কিছুক্ষনের মধ্যেই সারা হল ভর্ত্তি মানুষ ওর বাজনায় মন্ত্র মুগ্ধ।

পরের দিন সকালেই মিঃ ডেভিল বার্লিন থেকে একটা তার পেলেন। খুবই সাধারণ কয়েকটা কথা লেখা আছে তাতে আপনার চুক্তি আমি গ্রহণ করলাম। ওই একই কাজ আমি করতে পারি।

শেষে কোনো স্বাক্ষর ছিল না।

দুই

সংস্থাটির নাম ব্রিটিশ সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস। সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো ডি-ফিফটিন। কাগজে কলমে অবশ্য এটার কোনো অস্তিত্ব নেই। এমন কি 'সংস্থাটা আইনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। তবুও হিলটন হোটেলের কাছেই লণ্ডণের ওয়েস্ট এণ্ড এ একটা বিরাট বাড়ি অধিকার করে আছে।

এখানে যারা কাজ করে তারা প্রায় সবাই অধ্যাপক। গ্রেটব্রিটেনে বিদেশী এজেন্টদের কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নানা রকম কৌশল বের করতেই তাদের সময় কেটে যায়। এছাড়া আর একটা সমস্যা বেড়ে চলেছে। তাহলো ইউরোপীয় সন্ত্রাস বাদ। সেটাও নিয়ন্ত্রণের কাজে ওরা ব্যস্ত।

কিন্তু ডি ফিফটিন শুধু তদন্তই করতে পারে। কাউকে গ্রেফতার করার অধিকার এদের নেই। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মেট্রোপলিটান পুলিশের স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের লোকেরা ঠিকঠাক করার পরে এরা যে কোনো কাজে এগোয়। গ্রেফতারগুলো ওরাই করে যাতে এই সংস্থার লোকদের আদালতে হাজির হতে না হয়।

ম্যাক্সওয়েল কোহেন যে রাতে গুলি বিদ্ধ হন সেই রাতের কথা। পোস্টমর্টেম হসপিটালের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা জীপ। ওর মধ্যে ছিলেন চীফ ডিটেকটিভ সুপারিনটেন্ডেণ্ট হ্যারি বেকার। তখন রাত নটা। মিঃ বেকার নামলেন গাড়ী থেকে। তারপর দ্রুত এগোতে লাগলেন।

মিঃ বেকার নিজে ইয়র্কশায়ারের বাসিন্দা। চাকরীতে আছেন পড়ে পঁচিশ বছর। কিন্তু ইদানীং তিনি জনগনের আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনটে শিফটে উনি কাজ করেন। ফলে পরিবারের মানুষদের সঙ্গে কাটানোর জন্যে তিনি সপ্তাহে একটা দিনই ছুটি পান। বছর পাঁচেক আগেই ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে গেছে।

মিঃ বেকারের মাথার চুল ধূসর রঙের। নাকটা বিশ্রীরকমের ভাঙা। স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চে ওর মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কমই আছে। ওর সহকারী ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর জন স্টুয়ার্ট বসার ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। নিজের মনেই সিগারেট খাচ্ছিলেন তিনি। শেষ টানটা দিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। মিঃ বেকার এবার বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে বলো আমাকে?'

মিঃ স্টুয়ার্ট নোট বইটা খুলে বলে উঠলেন, 'চোদ্দ বছরের মেয়ে। মায়ের নাম মিসেস হেলেন উড, বিয়ে করেছিলেন রেভারেন্ড ফ্রান্সিস উডকে। ভদ্রলোক এসেক্স-স্টীপল ভারহ্যাম এর অধ্যক্ষ। ঘণ্টা খানেক আগে আমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। এখন ওরা বেরিয়ে পড়েছেন।'

মিঃ বেকার বললেন, একটু অপেক্ষা করো। আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

—'মেয়েটার ল্যান্ডলেডি এখানেই আছে স্যার। 'নামটা হচ্ছে মিসেস কার্টার।'

এবার ওরা দুজনে ওয়েটিং রুমের সামনে এগিয়ে গেল। সামনের দরজাটা খুললো ওরা। মিঃ বেকার ভেতরে ঢুকলেন; জানলার ঠিক সামনেই বসেছিলেন

একজন মহিলা। মোটামুটি চেহারা। মাঝবয়েসী। পরণে বাদামী রঙের একটা বর্ষাতি। কেঁদে ওর মুখ চোখ অনেকটা ফুলে গেছে। মিঃ স্টুয়ার্ট ওর পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ইনিই চীফ সুপারিনটেন্ডেণ্ট মিঃ বেকার। কেসটা এরই দায়িত্বে মিসেস কার্টার।'

মিঃ স্টুয়ার্ট থেমে আবার বললেন, 'আমাকে যা বলেছিলেন তা একেও বলুন আপনি।'

মিসেস কার্টার এবার নীচু স্বরে বললেন, মেগান আমার সঙ্গেই থাকতো। ওর মা থাকেন এফেক্সে। পুরো নাম মেগান হেলেন মংগ্যান।'—'তা আমরা জানি।'

মিসেস কার্টার আবার বললেন, 'ও পড়াশোনা করতো ইতালীর 'কণ্ট' স্কুলে। সেখানেই নাচ গানও করতো ও। এমন কি স্টেজেও উঠতে চেয়েছিল। সেজন্যেই এসেছিল এখানে। আমার কাছে থাকতো।'

—'আজ রাতে কি ঘটেছিল ?'

জবাবে মিসেস কার্টার বললেন, 'আজ সারা বিকেলটাই ও গানেরমহড়া দিয়েছিল।' ওকে আমি বরাবরই সাবধানে থাকতে বলেছি।' বলে থামলেন একবার। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে জানলার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই বললেন আবার, 'আমি সন্ধ্যের পরে ওর বাইকে চড়ে বেরোনোটা একেবারেই পছন্দ করতাম না।,

এরপর আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। মিঃ বেকার ওর পিঠে হাত রাখলেন। পরক্ষণেই মি স্টুয়ার্টের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নাড়লেন একবার। এরপর দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন

—'ডাঃ ইভান্স কি এখানে এসেছেন ?'

—উনি ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন স্যার।' মিঃ স্টুয়ার্ট জবাবে বললেন। থেমে জিজ্ঞেস করলেন আবার, 'আপনি মেয়েটায় লাশটা দেখতে চান ?'

—'না, এই বিশ্রী ব্যাপারটা এখন থাক। আমি নিজে তো দুটো মেয়েকে দেখেছিলাম মনে আছে ? মেয়েটির মা যতোক্ষণ না ওকে সনাক্ত করছে ততক্ষণ ডঃ ইভান্স পোস্টমর্টেম করতে পারবেন না।'

—'মিঃ কোহেনের ব্যাপারে কোনোরকম খবর আছে স্যার ?'

মিঃ বেকার বললেন, এখনো মরেন নি এইটুকুই বলা যায়। মাথায় গুলি লেগেছে। অপারেশন চলছে এখন।'

—'আপনি কি এখন মিসেস উডের জন্যে অপেক্ষা করবেন ?'

মিঃ বেকার জবাবে বললেন, 'আমি সেটাই ভাবছি। অফিসের লোকেরা অবশ্য জানে আমরা কোথায় আছি। আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখুন।'

মিঃ স্টুয়ার্ট এবারে বেরিয়ে গেলেন। তিনি চলে যাবার পরে মিঃ বেকার সিগারেট ধরালেন একটা। তারপর এগিয়ে গিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওর মনের মধ্যে একটা ভীষণ অশান্তি হচ্ছিল। অনেক বছর উনি এরকম বোধ করেন নি। অন্যান্য কাজের মধ্যে কোনো ভি. আই. পি এলে তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও ওর ওপরেই পড়ে। তিনি এখনো পর্যন্ত বেশ সাফল্যের সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এরজন্যে তার বিভাগের লোকজনও রীতিমতো গর্ববোধ করেন।

কিন্তু আজ রাতে মিঃ কোহেনের ব্যাপারটা অন্য একটা কিছুর সংকেত দিচ্ছে। এই লণ্ডন শহরেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে।

দুটো কাগজের কাপে মিঃ স্টুয়ার্ট চা নিয়ে এলেন। একটা ওর হাতে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা বোধ হয় শয়তানটাকে খুঁজে পাবো।'

মিঃ বেকার বললেন, আমি যাকে ভাবছি সে যদি হয় তাহলে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

মিঃ স্টুয়ার্ট জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকালেন।

* * *

জন মিকালির বাজানো শেষ হতেই হল জুড়ে হাততালি পড়তে আরম্ভ করলো। জন ভেতরে ভেতরে একধরণের গর্ববোধ করছিল। খানিকক্ষণ পরে একসময় ও বাথরুমে এসে হাজির হলো। স্টেজ ম্যানেজার ওখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। জল সমেতে ওর দিকে একটা তোয়ালে এগিয়ে দিলেন তিনি। জন মুখের ঘামটা মুছলো। পরে গ্রীনরুমে গিয়ে ও পোষাক পাল্টে নিলো। ড্রেসিং টেবিলে একটা ছোট্ট রেডিও রাখা ছিল। ওটাকে চালিয়ে দিলো ও। তারপর হাত বাড়িয়ে নিলো শ্যাম্পেনের বোতলটা।

গ্লাসে ঢেলে সবেমাত্র চুমুক দিয়েছে এমন সময় রেডিওতে গান থেমে গেল। আরম্ভ হলো খবর। সংবাদ পাঠক গভীর দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, সন্ধ্যের সময় অনেক আততায়ীর হাতে মিঃ কোহেন গুরুতর আহত হয়েছেন। খুনী খুব সাফল্যের সঙ্গে আর নিখুঁতভাবে কাজটা করেছে। পুলিশ প্রহরায় গুরুতর অবস্থায় ওকে এখন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই তিনি সেরে উঠবেন। বিদেশী সংবাদ সূত্র জানাচ্ছে, 'এই আক্রমণের দাবী করেছে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' এবং 'আলদাতা' নামের সন্ত্রাসবাদী সংস্থা। উনিশশো একাত্তর সালে প্যালেস্টাইন বিদ্রোহের যারা শত্রু তাদের শেষ করার জন্যেই ওই দল দুটোর জন্ম।' আক্রমণের কারণ হিসেবে তারা জানিয়েছে ম্যাক্স কোহেন ইহুদী বাদের গোঁড়া সমর্থক।

মুহূর্তে জন মিকালি নিজের চোখ দুটো বন্ধ করলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা জ্বলন্ত ট্রাক। চারজন বিদ্রোহী হাঁটছে। ওরা ক্রমশঃ ওর দিকেই এগিয়ে আসছিল। ওদের দলনেতার চোখে একটা দৃপ্ত ভংগী। মুখে হাসি। একজনের হাতে একটা ধারালো ছোরা।

পরক্ষণেই ওর চোখে ভেসে উঠলো একটা অন্ধকার চূড়া। ফ্যাকাসে আর আতংকিত একটা মেয়ের মুখ ভেসে উঠেই পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পার চোখ দুটো খুললো ও। রেডিওটাও বন্ধ করে দিলো। দরজায় শব্দ হতেই দরজাটা খুলে দিলো ও। সামনের করিডোরে কয়েকজন তরুণী এসে জড়ো হয়েছে। দরজা খোলামাত্র ওদের মধ্যে কেউ কেউ ভেতরে আসতে চাইলো। মিকালি প্রথমটা বিরত হলেও পরে রাজী না হয়ে ওর উপায় ছিল না।

মিঃ বমার পোস্টমর্টেমের ঘরটার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। পাশেই

দাঁড়িয়েছিলেন ফ্রান্সিস উড। মিঃ বেকার একবার দেখলেন তাকে। বয়েস বাটের মতো। লম্বা চেহারা। মুখের মধ্যে একটা অমায়িক ভাব। ধূসর রঙের দাড়ি। কালো রঙের একটা কোট পরেছিলেন তিনি। এছাড়া ছিল গলা খোলা একটা নীল রঙের সোয়েটার। মিঃ বেকার ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্ত্রী কোথায় ?'

তিনি মাথা নাড়িয়ে সামনের দিকে দেখালেন। ওখানে হেলেন উড কথা বলছিলেন মিসেস কার্টারের সঙ্গে। ফ্রান্সিস উড এবারে বললেন মৃদু হেসে, 'ভদ্রমহিলা খুবই গুণী মিঃ সুপারিনটেনডেণ্ট। উনি ভাল ছবি আঁকতে জানেন। বেশীর ভাগই জলরঙের ছবি। ওর খ্যাতি আছে বলা যায়।' এবার মিঃ বেকার জিজ্ঞেস করলেন, 'মরগান ? সেটা ভাবছিলাম আমি। আমার অনুমান মিসেস উড বিধবা হয়েছিলেন ?'

—'না। ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল। কথাটা বলার পরে ফ্রান্সিস উড মৃদু হাসলেন। তারপর আবার বললেন, 'পরে আমি ওকে বিয়ে করি। তখন আমার কোন কাজ ছিল না। এরপরে আমার বর্তমান বিশপ স্টীপল ডারহাম সম্পর্কে আমাকে চিঠি লিখে জানান। ওখানে বছর ছয়েক কোনো অধ্যক্ষ ছিল না। আমাকেই নাকি ওই পদে ওরা ভেজাল। বিশপ উদাস প্রকৃতির মানসিকতার মানুষ।'

—'আর ওই মেয়েটির বাবা।' ওর সঙ্গে কোথায় আর কি ভাবে আমরা যোগাযোগ করতে পারি ? ব্যাপারটা ওকে জানানো প্রয়োজন।'

ফ্রান্সিস উডের উত্তর দেবার আগেই চলে গেলেন মিসেস কার্টার। ওর স্ত্রী এবার এগিয়ে এলেন ওর দিকে। মিঃ স্টুয়ার্টের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন যে, ভদ্রমহিলার বয়েস সাইতিরিশের মতো হবে। কিন্তু অনায়াসেই ওকে দশ বছর কম বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। চুলের রঙটা সোনালী।' ঘাড়ের কাছে জড়ো করে বাঁধা আছে। মুখটাও বেশ সুন্দর দেখতে। চোখ দুটো স্নিগ্ধ আর শান্ত। ওর আগে ঠিক এরকম কোনো মহিলার মুখ মিঃ বেকার দেখেন নি। মিঃ বেকার মিসেস উডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'মিসেস উড, আপনাকে এটি জিজ্ঞেস করার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু নিয়মমাফিক ওকে তো সনাক্ত করতেই হবে।' খুব নীচু স্বরে বলে উঠলেন মিসেস উড, 'আপনি আমাকে নিয়ে চলুন কোথায় যেতে হবে।'

মিঃ বেকার ওর দিকে তাকালেন। ফ্রান্সিস উড ওদের দিকে তাকিয়েছিলেন।

পোস্ট মর্টেমের ঘরে প্যাথলজির ডাঃ ইভান্স অপেক্ষা করছিলেন। ওর সঙ্গে দুজন টেকনিশিয়ানও ছিল। ইতি মধ্যেই তারা সাদা পোশাক পরে তৈরী হয়ে নিয়েছে। হাতে হালকা সবুজ রঙের দস্তানা। মোটামুটি বড় আকারের ঘর। ভেতরে ফ্লুরোসেণ্ট ল্যাম্প জ্বলছিল। আলোটা এতোই জোরালো যে চোখের পক্ষে প্রচণ্ড রকমের ক্ষতিকর। সারি সারি গোটা ছয়েক স্টেনলেস স্টীলের পাত দেওয়া অপারেশন টেবিল রাখা। দরজার সামনের টেবিলটাতেই চিৎ হয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে মেয়েটাকে। দেহটা সাদা চাদরে ঢাকা। মাথার নীচে একটা শক্ত জিনিষ রেখে উঁচু করে দেওয়া হয়েছে। হেলেন উড আর ওর স্বামী এগিয়ে গেলেন

সেদিকে। ওদের আগেই ছিলেন মিঃ বেকার আর মিঃ স্টুয়ার্ট।

মিঃ বেকার বললেন গম্ভীর স্বরে, 'ব্যাপারটা খুবই মর্মান্তিক মিসেস উড। তবুও করতে হবে।'

কথাটা বলে তিনি ডাঃ ইভান্সের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। ততোক্ষণে ডাঃ ইভান্স চাদরের ঢাকাটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। মাথাটা এবারে দেখা যাচ্ছিল। মেয়েটার চোখ দুটো বন্ধ। মুখমণ্ডলে কোনো দাগ নেই। কিন্তু মাথার ওপরের দিকটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মিসেস উড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমার মেয়ে মেগান।'

ডাঃ ইভান্স এরপরে ওর মুখটা আবার চাদরে ঢেকে দিলেন। মিঃ বেকার বললেন. 'আমাদের কাজ এবার শেষ। চলুন যাওয়া যাক।'

—'এখানে ওকে নিয়ে, কি করা হবে?' মিসেস উড ভাঙা কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।'

ওর স্বামী ফ্রান্সিস উডই কথাটা বলে উঠলেন, 'এখন ওর অটোপ্সি করা হবে। এটাই নিয়ম। করোনারের রায়ের জন্যে মৃত্যুর প্রকৃত কারণটা আইনমাফিক জানা দরকার।'

—'আমি এখানে থাকতে চাই।' মিসেস উড বললেন এবার। 'মিঃ বেকার আগে থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, 'আপনি যদি এখানে থাকতে চান তাহলে থাকতে পারেন। কিন্তু বেশীক্ষণ এখানে এদের কজেকর্ম আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আমি চাইনা এই রকম বিশ্রী ভাবে মেয়েটা আপনার চোখে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকুক। মনে পড়লে পরে আপনারই খারাপ লাগবে।' এই মন্তব্যকে একরকম নিষ্ঠুরই বলা যেতে পারে; সরাসরি এটা আঘাত করলো মিসেস উডকে। তখনই তিনি ভীষণভাবে ভেঙে পড়লেন। স্বামীর বুকের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে মুখটা লুকোলেন তিনি। হয়ে গেলেন প্রায় অচৈতন্যের মতো। মিঃ স্টুয়ার্ট ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। দুজনে মিলে মিসেস উডকে ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

* * *

ফ্রান্সিস উড খুইং দরজাটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বসার ঘরে অপেক্ষা করছিলেন মি; বেকার আর মিঃ স্টুয়ার্ট। মিঃ বেকার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন উনি?

...'ভালই আছেন। বাড়ীতে বসে রয়েছেন।' জবাব দিলেন মিঃ উড। মিঃ বেকার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওকে কোনো হোটেলে নিয়ে যাবেন?'

—'না। ও বাড়ীতে যেতে চায়।'

আরো কিছুক্ষণ মিসেস উডের প্রসঙ্গে কথা বলার পরে মিঃ বেকার জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা কথা, আমার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমি একটা ফোন পেয়েছি। আপনার নিরাপত্তার জন্যেই বলছি যে, মিঃ কোহেনের মৃত্যু আর আপনার মেয়ের মৃত্যু যে একই ঘটনার পরিণতি সেটা যেন জনসাধারণ মোটেই না জানতে পারেন। আশা করি আপনি আর আপনার স্ত্রী এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন।'

এবারে ফ্রান্সিস উড বললেন, 'আমি কিন্তু একটা কথা খোলাখুলিই বলছি যে, আমার স্ত্রী চান, এই মর্মান্তিক ব্যাপারের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটা নিষ্পত্তি হোক। কথাটা বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই কি যেন ভেবে থামলেন একবার। বললেন ওদের দিকে তাকিয়ে,' একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনি মেগাণের বাবার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন।'

—'ঠিকই বলেছেন, আমরা তার সঙ্গে কোথায়, যোগাযোগ করতে পারি?'

মিঃ বেকার বলে একবার মিঃ স্টুয়ার্টের দিকে তাকালেন। এবারে ফ্রান্সিস উড বললেন, ওকে পাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। সম্ভবতঃ উনি এখন দেশের বাইরে।'

—'তাই নাকি? বিদেশে আছেন?' বলে উঠলেন মিঃ বেকারি। মিঃ উড আবার বললেন, 'আপনারা কিভাবে ব্যাপারটা দেখবেন তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। তবে মিঃ বেকার, সম্ভবত এখন উনি বেলফাস্টেই আছেন।'

—'ওর নাম?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ বেকার। জবাবে বলে উঠলেন মিঃ উড, ওর নাম কর্নেল আথ্যা মরগ্যান। প্যারাসুট রেজিমেণ্টের মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওরা হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা।'

—'ঠিক আছে, এবার আপনি সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।'

—'চলি।'

করমর্দন করে ফ্রান্সিস উড ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। মিঃ স্টুয়ার্ট এবার মিঃ বেকারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'প্যারাসুট রেজিমেণ্টের কর্নেল অ্যাসা মরগ্যান। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন স্যার? তবে আমার মনে হয়না ওই ধরণের লোক ব্যাপারটা শুনলে খুব একটা খুশী হবেন।'

—'দেখা যাক।' মিঃ বেকার বলে উঠলেন। মিঃ স্টুয়াট আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওকে চেনেন?'

—'হ্যাঁ, মোটামুটি চিনি। জবাবে বললেন মিঃ বেকার। বেশ কিছুক্ষণ পরে মিঃ বেকার অফিসে গিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ফোন করলেন। ওপ্রান্ত থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো কে বলছেন?'

—'আমি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ হ্যারি বেকার বলছি।'

—'কি দরকার?' ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো

মিঃ বেকার আবার বললেন, 'আপনি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের চীফ কমিশনার জো হার্ভেকে ফোনটা দিন।'

মিঃ বেকার ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, মিঃ হার্ভে এইমুহূর্তে ওখানেই আছেন। কিছুক্ষণ পরেই ও প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো. হ্যালো, কে বলছেন?'

—'আমি বেকার বলছি। আপনি মিঃ হার্ভে?'

—'হ্যাঁ বলুন।'

এবারে মিঃ বেকার ফোনে বললেন, 'শুনুন স্যার, মিঃ কোহেনের খুনী পালাতে গিয়ে যে মেয়েটিকে চাপা দিয়েছিল তার মা ওর লাশটা সনাক্ত করে কিছুক্ষণ আগেই চলে গেছেন। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস হেলেন উড।'

—'কিন্তু মেয়েটির পদবীতো মরগ্যান।'

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওর মা স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছিলেন। পরে মঠের এক অধ্যক্ষকে বিয়ে করেন উনি।'

এতোক্ষণ বলে মিঃ বেকার থামলেন। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলে উঠলেন আবার, 'দেখুন স্যার, এর পরের ব্যাপারটা একটু খারাপ লাগবে আপনার। ওর বাবার নাম…।'

সামান্য থামলেন মিঃ বেকার। তারপর বলে উঠলেন আবার 'ওর বাবা মিঃ অ্যাসা মরগ্যান।'

এরপর বেশ কয়েক মুহূর্ত দুজনেই নীরব হয়ে রইলেন। তারপর মিঃ হার্ভেই বলে উঠলেন, 'হে ঈশ্বর! শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাগ্যে এই ছিল।

মিঃ বেকার নিজের অফিসের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাঝরাত বেশ কিছুক্ষণ আগে অতিবাহিত। জানলার কাঁচে বৃষ্টি পড়ে শব্দ হচ্ছিল। মিঃ বেকার বললেন, 'শেষপর্যন্ত শুনেছিলাম উনি স্পেশ্যাল সার্ভিসে 'ওমান' এ ছিলেন, ওরা কে ব্যাপারটা জানেন আপনি?'

মিঃ স্টুয়ার্ট ওর দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'বলতে পারবো না স্যার।'

মিঃ বেকার বলে উঠলেন এবার, 'শুনুন তাহলে, মিলিটারীদের ভাষায় সবচেয়ে সেরা লোকদের গ্রুপ। সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ যতোদূর চেষ্টা করে ওই ব্যাপারে মুখ না খুলতে। যে কোনো কর্মচারী স্বেচ্ছাসেবী হতে পারে। আমার ধারণা, এরজন্যে বছর তিনেক বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হবে। এটাই নিয়ম।'

—'ওদের আসল কাজটা কি? জিজ্ঞেস করলেন মিঃ স্টুয়ার্ট। মিঃ বেকার বলে উঠলেন। যে কোনো লোককে শায়েস্তা করার জন্যে যতো নীচে নামা যায় তা এরা পারে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে এস, এস এর কাছাকার ব্যাপারই আমরা দেখতে পাই। এই মুহূর্তে ওরা 'ওমান' ঐ সুলতানের হয়ে কাজ করছে। কাজটা হলো সুলতানের শত্রু বিদ্রোহী, কম্যুনিষ্টদের খতম করার কাজ। এছাড়া এমার্জেন্সীর সময়ে ওরা মালয়ে কাজ করেছে। এই সময়েই ওদের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছিল।'

—'কিন্তু ওর ব্যাপারটাকি? মিঃ স্টুয়ার্ট বলে উঠলেন সামান্য থেমে আবার বললেন, 'উনি এতো গুরুত্বপূর্ণ কিসের জন্য?'

—'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। মিঃ বেকার বলে উঠলেন এবার। নিজের পাইপটা ভরে নিলেন, তারপর বলে উঠলেন মিঃ স্টুয়ার্টের দিকে তাকিয়ে, এখন মিঃ অ্যাসার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। রোনডা ওয়েলস নামের এক খনি কর্মচারীর সন্তান। যুদ্ধের শুরুতে ওর কি হয়েছিল তা আমার জানা নেই। কিন্তু যতোদূর জানি, যে সমস্ত গরীব লোকেরা আর্মিতে এসে পড়েছিল তাদের মধ্যে উনি ছিলেন অন্যতম। তখন উনি সাধারণ একটা সার্জেন্ট ছিলেন। পরে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট হন।'

—'তারপর?' মিঃ স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করলেন।

—'তারপরে…।'

থামলেন মিঃ বেকার। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন।

'এরপরে প্যালেস্টাইন।' ওর প্রথম হাতে খড়ি আরবাণ পেরিণায়। এটা ওর মুখেই শোনা। তারপরে ওরা যখন কোরিয়ায় যায় তখন উল্সী আলস্টার রাইফেল-এ কাজ করেন। এরপরে চীনাদের হতে বন্দী হন। বছর খানেক ওখানেই আটক থাকেন। আমি যতোদূর জানি, ওদের ওখানে মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয়েছিল বলে গুজব ছড়ায়। কিছু লোক অবশ্য সেটাই ভেবেছিল।'

—'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

মিঃ বেকার এবার বললেন, 'উনি যখন ওখান থেকে ফিরে আসেন তার পরেই ওর একটা লেখা বেরোয়। তাতে একটা নতুন চেতনা দিয়ে একটি বিপ্লবী যুদ্ধকে দেখেছিলেন বলে উনি উল্লেখ করেন। কমরেড মাওকে জীবন্ত বাইবেল ধরে নিয়ে তিনি তার লেখায় ওর উদ্ধৃতিও দেন। এরপরই স্টাফেরা ভেবেছিল লোকটা বুঝি পুরোপারি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ওকে মালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য ওখানেই আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়। আমরা কিছুদিন একসঙ্গে কাজও করি।'

সামান্য থেমে আবার আরম্ভ করলেন তিনি, পরে আবার ওকে নিকোসিয়াতে দেখেছিলাম। সাইপ্রাসের ঘটনাবলীর সময়ে। ওই একই কাজে আমাকেও ওখানে পাঠানো হয়েছিল। আমার যতদূর মনে আছে ইউ কে ছাড়ার আগেই উনি বিয়ে করেন। যদি তাই হয় তাহলে বাচ্চাটার বয়স মিলে যাচ্ছে।'

মিঃ স্টুয়ার্ট এবার বললেন, 'শুনেতো মনে হচ্ছে উনি একজন পুরোপুরিই মানুষ।'

—'হ্যাঁ।' একটু হেসে বললেন, মিঃ বেকার, 'তা অবশ্য আপনি বলতে পারেন। প্রকৃতই সেনা। আসলে সেনাবাহিনীই ওর কাছে সবকিছু ছিল।

ওর কাছে পরিবার আর স্বদেশ একই জিনিষ ছিল। ওর স্ত্রী যে শেষ পর্যন্ত ওকে পরিত্যাগ করেছিল এতে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হইনি।'

—'আমিও সেটাই ভাবছি।' মিঃ স্টুয়ার্ট আবার বলে উঠলেন, 'মেয়েদের মারা যাবার ব্যাপারটা যখন শুনবেন তখন কি করবেন সেটাই ভাবছি।'

—'এ' ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানেন। 'মিঃ বেকার বিষন্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন। সামান্য থেমে বললেন আবার, 'আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি।'

জানলায় বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। বাইরে টেমস নদী প্রবল বেগে বৃষ্টির ধারা নিয়ে বয়ে যাচ্ছিল একভাবে।

তিন

শেষ পর্যন্ত একটা সময়ে মিঃ মরগ্যাণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। মিঃ

স্টুয়ার্ট ওকে নিয়ে এলেন মিঃ বেকারের অফিসে। বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন মিঃ বেকার ; জানলার সামনে। এবারে তিনি ঘুরে তাকালেন।

—'হ্যালো অ্যাসা, অনেকদিন পরে দেখা হলো তোমার সঙ্গে। কেমন আছো ?,

অবশ্য মরগ্যান জবাব দিলেন, 'ভালই আছি। তুমি কেমন আছো হ্যারি ?'

—'চলছে এই আর কি।' বলে উঠলেন মিঃ বেকার। সামান্য থেমে আবার বললেন, 'রেভারেণ্ড তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন ?'

—'হাঁ বলেছে। 'মরগ্যান জবাব দিলেন। তারপর ওর মুখোমুখি বসলেন। মিঃ বেকার বললেন, এবার মিঃ স্টুয়ার্টের দিকে তাকিয়ে। উনি হচ্ছেন জর্জ স্টুয়ার্ট।

আমার সহকারী ইনিসপেক্টর।' তিনি ডেস্কের পেছনে বসেছিলেন। এবারে মরগ্যান বললেন, 'সব কিছু ঠিক আছে হ্যারি ? তুমি কি বলছো ?'

মিঃ বেকার বললেন, 'কিছুই না। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ কিছুটা সাহায্য করেছে। ডি-ফিফটিনের দায়িত্বে ওরাই আছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্দেশে 'গ্রুপ-ফোর' এই ধরণের সন্ত্রাসবাদীদের কাণ্ডকারখানার ব্যাপারে সহযোগীতা করছে। এদের ক্ষমতা আছে যথেষ্ট।'

—'দায়িত্বে কে আছে ?'

—'মিঃ ফারগুসন বলে এক ভদ্রলোক।'

—'ওর সঙ্গে কখন দেখা পেতে পারি ?' জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান।' মিঃ বেকার নিজের ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন ঃ বললেন, 'ক্যাভেনডিস স্কোয়ারে ওর ফ্ল্যাটে যেতে মিনিট পঁয়ত্রিশ সময় লাগে। ওখানে দেখা করাটাই ভাল।'

কথাগুলো বলে মিঃ বেকার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন তারপর, 'চলো আমি তোমাকে নিজে ওখানে নিয়ে যাবো।'

মরগ্যান এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তার কোনো প্রয়োজন নেই।'

মিঃ বেকার এবারে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আমার নির্দ্দেশ। নির্দ্দেশ মানাকারী লোকেদের ব্যাপারে মিঃ ফারগুসন কিরকম ব্যবহার করেন তাতো তুমি জানোই।'

—'তা জানি।,

মরগ্যান ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

* * *

ব্রেগেডিয়ার চার্লসকে বেশ অমায়িক দেখতে। লম্বা চওড়া চেহারা। মাথায় একরাশ এলোমেলো ধূসর রঙের চুল। চোখে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চশমা। ফায়ার প্লেসের সামনে বসে তিনি 'ফিনান্সিয়াল টাইমস পড়ছিলেন। ঠিক সেই সময়েই মিঃ হ্যারি বেকার আর মিঃ মরগ্যান ওর কাছে এসে হাজির হলেন। ব্রিগেডিয়ার ওদের দেখেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে এসো মরগ্যান, তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।'

একজন গোর্খা পরিচালক দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ফারগুসন ওর দিকে

তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'ঠিক আছে কিম্। তুমি তিনজনের জন্যে চা নিয়ে এসো।'

এবারে গোর্খা চাকরটি চলে গেল। মরগ্যান এবার ঘরের চার পাশে তাকালেন। ফায়ার প্লেসটা জ্বলছে। গঠনে নিখুঁত। বাকী সমস্ত জিনিষও ঘরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রাখা আছে। এমনকি দরজা জানলার পর্দাও ঠিক সেরকম।

মিঃ ফারগুসন বললেন, 'সব কিছুই চমৎকার। আমার দ্বিতীয় মেয়ের তৈরী। ওর নাম এলি।'

মিঃ মরগ্যান এবার জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।' বাইরে তাকালেন একবার। বললেন, 'ফারগুসন তুমি তো তাহলে বেশ ভালই আছো।'

—'ও অ্যাশা। তুমি তো দেখছি রীতিমতো হতাশ। এটা সত্যিই আমার কাছে খুব বেদনার ব্যাপার। যাই হোক, এবারে ওই ব্যাপারে আসা যাক। আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চেয়েছিলে কেন ?

মিঃ বেকার একটা আর্ম' চেয়ারে বসেছিলেন। পাইপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি। ইতি মধ্যে গোর্খা চাকরটা চা দিয়ে গেলো। ফারগুসন ওদের দুজনকে দিয়ে নিজে এক কাপ নিলেন। মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে ফারগুসন বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে অবশ্য শোনো। যে লোকটি মিঃ কোহেনকে খুন করেছে সেই লোকটিই প্যাডিংটনের গুহার মধ্যে তোমার মেয়েকে গাড়ী চাপা দিয়েছিল। কি, আমি ঠিক বলেছি তো ?,

—'হ্যা।'

ফারগুসন এবার বললেন, 'আর খুব স্বাভাবিক ভাবেই তুমি ওকে ধরতে চাও। আমরাও সেটাই চাই। প্রত্যেকটি গোয়েন্দা সংস্থা সেটাই চাইবে। দ্যাখো, লোকটার একটা ব্যাপারে আমরা কিন্তু নিশ্চিন্ত। গত তিন বছরে লোকটি একই ভংগীতে 'খুব সফলভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে।,

—'এ' ব্যাপারে তাহলে কি ব্যবস্থা নিচ্ছো ?'

—'ওটা তুমি নিশ্চিন্তে আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারো। মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্সের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রেখেছি। কর্তৃপক্ষ অবশ্য তোমাকে এরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাসখানেকের জন্যে ছুটি মঞ্জুর করেছে।'

ফারগুসন খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'অবশ্য, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে একটু হেস্ত নেস্ত করে চলে যেতাম।'

—'বস্তুতঃ তাইই করতে ?' মরগ্যান বলে উঠলেন এবার। ওর উচ্চারণ ভংগীর বিশেষত্ব লক্ষণীয়। চাপের মুখে অবশ্য ওর কথা বলার ভংগী কিছুটা অন্যরকম হয়ে যায়। মরগ্যান এবার মিঃ বেকারের দিকে ফিরলেন। বললেন, 'মিঃ বেকার, আপনিও কি তাই করতেন ?'

মিঃ বেকারকে এবার বিব্রত দেখালো। মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে ফারগুসন, বললেন, 'আগামী হেমন্তে ওরা তোমাকে প্রমোশন দেবার কথা ভেবেছিল। তুমি

ইতি মধ্যে এরকম কোনো গুজব শুনতে পাওনি ? শোনো ব্রিগেডিয়ার মরগ্যান, এই বয়েসে তোমার মেজর জেনারেল হওয়া উচিত। অন্ততঃপক্ষে অবসর নেওয়ার আগে তো বটেই। গর্ব করার মতো একটা ব্যাপার।'

—'কার জন্যে ?' জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। ফারগুসন এবার বলে উঠলেন, 'এটা অর্থাৎ এই সুযোগটা নষ্ট করোনা অ্যাসা। কারণ তুমি অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছো।' মরগ্যান এবার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। মিঃ বেকার ওর দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, সম্ভবতঃ উনি কিছুটা ব্যথা পেয়েছেন।

—'আমি চাই ও ব্যথা পাক। এর পরেই ও মরিয়া হয়ে উঠবে।' বলে উঠলেন ফারগুসন। মিঃ বেকারের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিলেন।

* * *

ফ্রান্সিস উড স্টীপেন ডারহ্যামে সেন্টমার্টিন চার্চের বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। পরণে পাদ্রীর পোশাক। হ্যারি বেকার আর জন স্টুয়ার্ট ঠিক দুটো বাজার পরে ওখানে এসে হাজির হলেন। ওদের দেখে বলে উঠলেন মিঃ উড, 'চীফ সুপারিনটেন্ডেন্ট আর ইনসপেক্টর আপনারা দুজনে এসে ভালই করেছেন।'

—'কোনো খবর নেই।'

—'কেউ গ্রেফতার হয়নি এটাই বলতে চাইছেন তো ? মিঃ উড ওদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। তারপর মৃদু হাসলেন। আবার বললেন, 'কেউ গ্রেফতার হলেই কি আমাদের মধ্যে কোনোরকম পরিবর্তন হতো ?'

—'গতকাল আমি মিঃ মরগ্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেখলাম ওর মানসিকতা অন্য ধরণের।'

মিঃ উড বললেন জবাবে, 'ওকে তো আমি চিনি। তাই অনুমানই করেছিলাম।'

ইতি মধ্যে জনসাধারণ চার্চে আসতে শুরু করেছে। প্রধাণতঃ পায়ে হেঁটেই বেশী মানুষ আসছিল। বেশীর ভাগ মানুষই গ্রামের। মিঃ উড তাদের সবাইকেই অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। চার্চের অন্য দিকের দেওয়ালে একটা গেট। সেটা দিয়ে বাগানের মধ্যে যাওয়া যায়। গেটটা খোলাই ছিল। হঠাৎ সেখান দিয়ে ওর স্ত্রী আবির্ভূত হলেন। পরণে কোনোরকম শোকের পোশক নেই। স্কার্ট সমেত এক ধরণের ধূসর রঙের পোশাক। পায়ে ট্যান করা জুতো। একটা ভেলভেটের বেল্ট দিয়ে চুলগুলো পেছন দিকে টেনে বাঁধা আছে। প্রথমদিন ঠিক মিঃ বেকার যেরকম দেখেছিলেন। পুরো অবস্থাটাই বুঝে যথেষ্ট শান্তই ছিল ও।

মিঃ বেকারকে দেখে হেলেন উড মাথাটা নাড়লেন। মৃদু হাসলেন একবার। বললেন, 'হ্যালো সুপারিনটেন্ডেন্ট।

মিঃ বেকারও প্রত্যুত্তর দিলেন। কিন্তু তারপর আর কিছু বলার না পেয়ে চুপ করে গেলেন। মিসেস উড সোজা এসে দাঁড়ালেন ফ্রান্সিস উডের কাছে। ওর গালে একটা চুম্বন করলেন। এরপরে মিসেস উড চলে গেলেন ভেতরে। ঠিক

তখনই গেটের সামনে শবাধার বহনকারী গাড়ীটা এসে থামলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই ফ্রান্সিস উডের ছেলে আরিপুলে আর চারজন সাহায্যকারী কাঁধে করে কফিনটা গাড়ীর ভেতর থেকে নামালো। প্রত্যেকেই কালো রঙের কোট পরেছিল।

মিঃ উড এবারে ওদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। মিঃ বেকার বলে উঠলেন, 'আপনি তো জানেন মিঃ বেকার এই ধরণের ব্যাপার আমি কিরকম ঘৃণা করি। আসলে ঘটনাটা হলো, ইতিমধ্যেই আজকে দুটো হয়ে গেছে। একই ধরণের কফিন নিয়ে আসা গাড়ী। একই ধরণের কালো পোশাক। আর প্রত্যেকের চোখে মুখে সেই একই রকম অভিব্যক্তি। হয়তো এর মধ্যে কিছু একটা অর্থ আছে। কিন্তু আমি জানি না সেটা কি?'

—'মরগ্যানের কোনোরকম চিহ্নই তো দেখতে পাচ্ছি না। মিঃ উড বলে উঠলেন মিঃ বেকার।

—'আমিও এটা লক্ষ্য করেছি।' মিঃ বেকার বলে উঠলেন। ঠিক তখনই শব এগিয়ে এলো ওর দিকে। মিঃ বেকার বললেন, 'এখানে যখন আছে তখন ভেতরেই যাওয়া যাক।' ফ্রান্সিস উড একবার তাকালেন ওর দিকে।

* * *

কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস উড চার্চে ফিরে এলেন। দেখলেন গীর্জার বসার ঘেরা সামনের আসনে মিঃ মরগ্যান বসে আছেন। হাত দুটো মোড়া। এক ভাবে বেদীটার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি।

মিঃ উড বললেন, 'আপনি প্রার্থনা করতে এলেন না? আপনি সত্যিই কি চান?'

মরগ্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'ওসব করে কি লাভ?

মিঃ উড এবারে বললেন, 'তা আমি জানি না। তবে আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, এটা আমার একটা বিশ্বাস। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস।'

ওর কথার জবাবে বললেন মরগ্যান, 'হ্যাঁ এই বিশ্বাস সত্যিই যন্ত্রণা লাঘব করে।'

বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে বেদীতে উঠতে আরম্ভ করলেন। মিঃ উড এবার বললেন, 'ঠিক আছে মিঃ মরগ্যান বলুন কি বলবেন?'

চার্চের পেছনে দরজার কাছে অন্ধকারে মিঃ বেকার আর মিঃ স্টুয়ার্ট দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের কথাগুলো শুনছিলেন ওরা দুজনে।

মরগ্যান বলছিলেন, 'বাইসাইকেলে চড়া একটা মেয়ে একজন উন্মাদ খুনীর হাতে মারা যাওয়ার সঙ্গে আপনার ওই প্রভু যীশুর কৃপা মেলাচ্ছি। উন্মাদ সেই খুনী ইতিমধ্যেই একটা খুন করে পালাচ্ছিল। আপনি জেনে উৎসাহিত হবেন যে, 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' নামের এক আরব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এই খুনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে।'

এই মুহূর্তে ফ্রান্সিস উডের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আর শান্ত ভাব। বেদীর ধারটা এতো জোরে চেপে ধরেছিলেন তিনি বা হাতের আঙুলগুলো ফ্যাকাশে হয়ে এসেছিল। মিঃ উড বললেন, 'ঈশ্বর শাস্তি দেন। মানুষ তো শুধু প্রতিশোধ

নের। আমি জানি আপনি কি রাস্তা নিতে চান। শুনুন বলছি, একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে আপনি কিছুই পাবেন না। এমন কি কোনো উত্তরও নয়। কোনোরকম সন্তুষ্টি নয়। কোনো কিছুই নয়।'

মরগ্যান এবার চারপাশে তাকালেন। বললেন, 'আমি আগে কোনোদিন আপনার এই কথাবার্তা বুঝতে পারিনি।'

কথাটা বলে তিনি নেমে এলেন বেদীর ওপর থেকে। তারপর ঋজু ভংগীতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সংগে সংগে মিঃ বেকার আর মিঃ স্টুয়ার্ট ওকে অনুসরণ করলেন। তখন প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ওকে ওরা খালি মাথাতেই বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে চলে যেতে দেখলেন।

মিঃ বেকার এবার মিঃ স্টুয়ার্টকে বললেন, 'গাড়ীটা নিয়ে আপনি ওকে অনুসরণ করুন। আমি ট্রেনে করে লণ্ডনে ফিরে যাবো। ওকে একদম চোখের আড়াল করবেন না। সবসময় ওর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকবেন। মিঃ মরগ্যান ঠিক কি করেন এবং কোথায় যান সেটাই আমি জানতে চাই।'

স্টুয়ার্ট জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে।'

তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

*　　　　*　　　　*

বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনুসরণ করার পরে মিঃ স্টুয়ার্ট দেখতে পেলেন মরগ্যান পেট্রোল নেবার জন্যে একটি সার্ভিস স্টেশনে ঢুকলেন। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে স্টুয়ার্টও তাই করলেন। ইতিমধ্যে মরগ্যানের গাড়ীটা কার পার্ক এলাকার দিকে এগিয়ে গেছে। গাড়ী থেকে নামলেন তিনি। তারপর গাড়ীর ভেতর থেকে একটা মিলিটারী পেণ্টকোট বের করলেন। ইউনিফর্মের ওপরে পরে নিলেন সেটা। তারপর সেল্ফ সার্ভিস কাফেটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

কয়েকটা গাড়ীর পরেই নিজের গাড়ীটা দাঁড় করালেন মিঃ স্টুয়ার্ট। তারপর একবার টয়লেটে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ বাদে ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন গাড়ীটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। কাফের সামনে গিয়ে ভেতরটায় একবার উঁকি দিলেন তিনি। কিন্তু ভেতরে মিঃ মরগ্যানের কোনো চিহ্নই নেই।

তাড়াতাড়ি ফিরলেন তিনি। ওর ভুল হয়নি, মরগ্যানের গাড়ীটা তখনও নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো তিনি গাড়ীর সামনেই উঁচু একটা জায়গায় বসে আছেন। ওর গাড়ীটার চাকা মাটিতে একটু চেপে বসে গেছে।

এবারে মিঃ স্টুয়ার্ট ওর কাছে এগিয়ে গেলেন। মরগ্যান ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ স্টুয়ার্টের দিকে নজর পড়তেই বলে উঠলেন তিনি, 'আপনি এখানে কি করছেন?'

মরগ্যান গাড়ীর চাকায় একটা সজোরে লাথি কষালেন। স্টুয়ার্ট মৃদু হেসে বললেন ওকে, 'মনে হচ্ছে আপনি একটু বিপাকে পড়েছেন? এখন তো আমি হলে পুলিশ ডাকতাম।'

মিঃ মরগ্যান এবার গাড়ীটার সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর স্টিয়ারিংএ বসলেন। একরকম মিঃ স্টুয়ার্টকে অবাক করে দিয়েই মরগ্যান গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

* * *

সেদিন সকালে জন মিকালির ঘুম ভাঙতে সামান্য দেরীই হলো। প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, তখনো এগারোটা বাজেনি। তার আগেই ও নিয়ম মাফিক হাইড্রা পার্কে গিয়ে হাজির হলো। মনের মধ্যে একটুও বিরক্তি নেই। বৃষ্টি জনের ভালই লাগে। কারণ এতে ও নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে করে।

একটা বিশেষ কাজ শেষ করে ও চলে এলো আবার আপার গ্রসভেনর স্ট্রীটে নিজের ফ্ল্যাটে। বন্ধ দরজাটা খুললো খুব সাবধানে, কফির গন্ধ ভেসে আসছিল। প্রথমে ও ভাবলো, তাহলে গত রাতে মেয়েটা নিশ্চয়ই বাড়ী যায়নি। ঠিক তখনই ও দেখতে পেলো রান্নাঘরের দরজার ঠিক সামনে ডেভিন দাঁড়িয়ে আছে।

—'আরে তুমি এখানে, আমি তো নিজে অন্য চাবি দিয়ে ভেতরে ঢুকেছি। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।'

মিকালি এবার আলনা থেকে একটা তোয়ালে নিলো। মুখে বেশ ঘাম জমেছিল, ও বেশ করে তোয়ালে দিয়ে ঘামটা মুছলো। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি কখন ভেতরে ঢুকেছো?'

—'সকাল বেলা।' জবাব দিলো ডেভিন আবার, 'ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে একটু জমিয়ে আড্ডা মারবো।'

কথাটা বলেই ও আবার যথারীতি কফি তৈরীতে মন দিলো। মিকালি বললো এবার, 'কাজটা কিন্তু খুব সোজাভাবে হয়নি।'

—'তুমি ওকে খুব কাছ থেকেই গুলি করেছো। কে কি জিজ্ঞেস করতে পারে? আমরা আমাদের প্ল্যান মাফিক কাজ করেছি। দুনিয়ার বড়ো বড়ো কাগজগুলোয় বড়ো বড়ো করে ছাপা হয়েছে এই ঘটনা। প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত ঘটনার এটা একটা প্রচারের কাজও দেবে। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সংস্থারই সামনে আসার সম্ভাবনা বাড়লো এতে। ওদের লোক গতরাতে প্যারিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তবে ব্যাপারটা সামান্য নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। তুমি কি বিব্রত এতে?'

—'আমি যখন আলজিরিয়ায় থাকতাম তখন আরবের লোকেরা একটা কথা বলতো। তাহলো, 'ঈশ্বরের ইচ্ছেয় কর্ম'।' আজকের দিনে তুমি যতো সতর্ক ভাবেই প্ল্যান করোনা কেন কেউ না কেউ ভেঙে দেবে। যা হবার কথা নয় শেষপর্যন্ত তাই হবে। রিভলবারে কখনও গুলি ছুঁড়তে গিয়ে আটকে যায় বলে শুনিনি। কিন্তু......।'

বলে সামান্য থামলো ও। তারপর বললো আবার, 'শেষে একদিন এই কারণেই তুমি কিংবা আমি শেষ হয়ে যাবো। হয়ত ভুলেও—না আশা করিনি সেটাই আমাদের ভাগ্যে ঘটবে।'

—'সম্ভবতঃ তাই।' জাঁ-পল-ডেভিল বলে উঠলো এবার, 'মুড়ো সাইকেলে চড়া ওই বাচ্চা মেয়েটার মতো।'

জন মিকালি এবার বলে উঠলো, 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটা সত্যিই আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। লণ্ডনের কাগজগুলোতে দুটো ঘটনাই ছাপা হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছিনা যে, মেয়েটির দুর্ঘটনার সঙ্গে কোহেনের ব্যাপারটাকে ওরা কেন এক করে দেখলো না।'

—'হ্যাঁ, আমারও মনে হয়েছে কথাটা। লণ্ডনে যখন ইনভেস্টিগেশন আরম্ভ হয় তখন আমার লোকও ছিল। দেখেশুনে মনেহয় মেয়েটার বাবা মায়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ কিছুদিন আগেই ঘটেছে। মেয়েটার বাবা একজন প্যারাট্রুপার। মিলিটারীতে ছত্রীসেনারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কর্নেল মরগ্যান বলেই জানি। লণ্ডন দূতাবাসে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার লোক একমাত্র আমারই জন্যে ওর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছে। ওর সব কিছুই রেকর্ডে আছে। বেশ কয়েকটা ব্যাপারে ওর দক্ষতা প্রখ্যাতীত, এমন কি একবার কোরিয়াতে চীনাদের হাতে বন্দীও ছিলেন উনি এক-সময়ে। সম্ভবতঃ সেনারা ওর মতো একজন লোকের ব্যাপারে খোঁজখবর কমই রাখতো। এতে মনে হয় অফিশিয়াল ব্যাপার স্যাপারই উনি দেখাশোনা করতেন।'

মিকালি এবারে কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে বলে উঠলো, 'ওই একই ভাবে ক্রিটানীয়র কথাটা বলা যায়।'

—'তার মানে কি বলতে চাইছো তুমি? তুমি কি সন্দেহ করছো অন্য কেউ কৃতিত্বটা নিয়ে নিতে পারে?'

মিকালি এবার শব্দ করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'চুলোয় যাক ওসব ব্যাপার।'

—'কেন দোস্ত খুব শিগগিরই দেখবে দুনিয়ার সমস্ত বিপ্লবীদের কাছে 'ক্রিটানীয় প্রেমিক' একটা জীবন্ত প্রবাদ হয়ে উঠবে। এতে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। প্রতিটি গোয়েন্দা এজেন্সীগুলোতে তোমার কাজের রেকর্ড লেখা থাকবে। তবে তোমাকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ ওরা দেবে না।'

—'হ্যাঁ, এটা তো চিন্তার ব্যাপার।'

ডেভিল এবার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলো। ওটা এগিয়ে দিলো জন মিকালির হাতে। বললো তারপর আমি পোস্ট বক্সের নাম্বার বদলে দিয়েছি। শুধু লণ্ডনের নয় ম্যানচেস্টার আর এডিনবরাও। কাগজটা পড়ে পুড়িয়ে ফেলো।'

ঠিক আছে মিকালি এবারে এক কাপ কফি ঢেলে নিলো। ডেভিল ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাকী রাত গুলোতে তোমার পিয়ানো অনুষ্ঠান গুলোতে তুমি সন্তুষ্ট ছিলেতো?

মোটামুটি জবাব দিলো মিকালী। ডেভিল বলে উঠলো এবার, এখনতো ছুটি, তুমি কি করতে চাও? হাইড্রায় যাবে।'

না প্রথমে কিছুদিনের জন্য কেমব্রিজে যাবো।' জবাব দিলো জন মিকালী, কথাটা বলে মিকালী ওর ট্রাক স্যুটের ডান পকেট থেকে একটা ছোট আকারের অটো-মেটিক রিভলবার বের করলো। পিস্তলের ব্যারেলটা সম্ভবত ছ'ইঞ্চির মতো হবে। ওটা ও রাখলো টেবিলের ওপর। ডেভিল এটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে উঠলো, বাঃ দেখতে তো বেশ! কি এটা?'

ওটায় বিশেষ ধরনের একটা সাইলেন্সার লাগানো। যুদ্ধের সময়ে জার্মানিরা এই মডেলটা তৈরী করেছিল। সাইলেন্সারটা দারুনভাবে ফিট করেছে রিভলবারের সঙ্গে, এস. এম. ইনটেলিজেন্স এটা ব্যবহার করতো।'

ডেভিল উলটে পালটে দেখে খুব সাবধানে সেটা নামিয়ে রাখলো, বললো তুমি সব সময়েই পকেটে অস্ত্র নিয়ে ঘোরো।' এমন কি যখন বেড়াতে যাও তখনও?

মিকালি আরো এক কাপ কফি নিলো, তাতে দুধ আর চিনি মেশালো ও তারপর জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু বলবে?' তারপর নিজেই আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা তুমি কি এখনো সায়নাইড ক্যাপসুল সঙ্গে রাখো?'

'অবশ্যই রাখি,

'এটা জি. আর ইউ এর নিয়ম তাইনা?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিলো। ডেভিল মিকালি এবার বলে উঠলো, তুমি আমাকে একটা দাও না?

এই কথা শুনে ডেভিল কাঁধটা ঝাঁকালো। তারপর বলে উঠলো, আমি সেরকম কোনো অবস্থার কথা ভাবতে পারিনা যে অবস্থায় এটা ব্যবহার করা যায়। অন্ততঃ তোমার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটনা কখনো ঘটবে না।'

—'ঠিকই বলেছো তুমি,' মিকালি এবার হেসে বলে উঠলো। তারপর ওই বিশেষ ধরনের রিভলবারটা তুলে নিলো ও, বললো, 'যখন সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত আসবে অর্থাৎ আমাকে ধরতে আসবে তখন এই জিনিষটা আমার হাতেই থাকবে।

এমন কি…।'

বলে সামান্য হাসলো জন মিকালি। তারপর মৃদু হেসে আবার বলে উঠলো, এমন কি অ্যালবার্ট হলের গ্রীণরুমেও এটা আমার সঙ্গে থাকবে।'

ওদের কথাবার্তা হতে হতে কিছু সময় কাটলো। একসময় মিকালি দরজা খুলে ব্যালকনির সামনে এসে দাঁড়ালো। সামনেই পার্ক, সে দিকে তাকালো একবার। মাথার ওপরে সূর্য্য প্রখর। মনে মনে ভাবলো ও, আজকের দিনটা বেশ গরমেই কাটবে ওর। ওখান থেকে ফিরে এলো ও। সামান্য চুপ করে থাকার পরে বলে উঠলো, 'আস্কার ওয়াইল্ড একবার বলেছিলেন, জীবন হলো একটা অংকের মতো। ব্যাপারটা তাই নয় কি।'

—'হ্যাঁ। কারণ সেটাই আমাদের কেম্ব্রিজ আর ডঃ রিলের কাছে ফিরিয়ে এসেছে।' বলে ডেভিল মৃদু হাসলো। 'মিকালিও হাসলো এবার। বললো, 'ঠিক বলেছো।'

চার

সন্ধে নাগাদ মরগ্যান লীডস এ পৌছোলেন। ম্যালহ্যাম গ্রামটি ইয়র্কশায়ারের বেশীর ভাগে চুনাপাথরের দৃশ্যাবলীর মাঝখানে অবস্থিত। অন্ততঃ মাইল খানেক তিনি গাড়ী চালিয়ে এসেছেন। সামনেই পর পর গেট। শেষে অন্ততঃ আধ একর জুড়ে বাগানের গাছগাছালির মধ্যে ধূসর রঙের পাথুরে বাড়ীটা।

হেলেনের পক্ষ থেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গোপনে বলাই ছিল। খোঁজাখুঁজি করতেই একজায়গায় পাথরের নীচে থেকে চাবিটা বেরিয়ে এলো। ওই জায়গাতেই বরাবর রাখা হয় চাবিটা। দরজা খুললেন তিনি। তারপর গাড়ীর ভেতর থেকে জিনিষপত্রগুলো নামালেন।

বহুদিন অব্যবহার্য্য থাকলে যে রকম হয় ঠিক সেরকম একটা পচা গন্ধ ওর নাকে এসে লাগলো। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ফায়ার প্লেস রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন তিনি। ওপরে পৌঁছে দেখলেন দুখানা শোবার ঘর আর একটা স্নানের ঘর।

ও গিয়ে দাঁড়ালো ওয়ারড্রোবের সামনে। ওটা খুলে ও নির্দিস্ট জিনিষগুলো খুঁজতে আরম্ভ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল সেগুলি। ওর পুরোনো কিছু পোশাক, সুতির প্যাণ্ট, বুট, ভারী উলের সোয়েটার প্রভৃতি এসমস্ত জিনিষ। একটা স্লিপিং ব্যাগ সমেত ওগুলো নিয়ে তিনি নীচে নেমে এলেন। ফায়ার প্লেসের সামনে মেলে দিলেন সেগুলোকে। শেষে আলমারী থেকে বের করলেন স্কচের একটা বোতল। এরপর স্লিপিং ব্যাগের মাথাটা রেখে তিনি ফায়ার প্লেসের কাছেই শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে উঠলেন আবার। তারপর বোতল খুলে হুইস্কি খেতে আরম্ভ করলেন। সেই মেয়েটির কথা তিনি একেবারেই ভাবতে চাইছিলেন না। পরে ভাববেন, এই মুহূর্তে তিনি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই তার দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো।

* * *

ম্যালহ্যাম থেকে কয়েক মাইল দূরে পায়ে চলা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে 'মরগ্যান স্কার' এর চূড়ার দিকে। মরগ্যানের মেয়ের দ্বাদশতম জন্মদিনে তিনি মেয়েকে নিয়ে শেষবার এখানে এসেছিলেন। সেদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। এখন সকাল হলেও তা বোঝার উপায় নেই। পাহাড়ী রাস্তায় বাঁক নিতেই স্কার এর চূড়াটা চোখে পড়লো ওর। হঠাৎ যেন ওর মেয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছোলো। নীচের দিকে ঠিক মাঝখানে জলপ্রপাতের জল এসে জমেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যেই ওখানে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী জল জমেছে।

সামনের দিকে একটাই মাত্র রাস্তা। তারপরেই খাড়া পাহাড়। বাঁদিকে পাহাড়ের

দেয়াল, এখানকার পাথর অত্যন্ত আলগা, খুব সাবধানে চলতে হয়। সামনেই জল-প্রপাত অতিক্রম করে রাস্তাটা সোনা খাদের দিকে চলে গেছে।

মাইলের পর মাইল কুয়াশার মধ্যে হেঁটে চলছিলেন তিনি। এদিকে বৃষ্টি সমানেই হয়ে যাচ্ছিল। মরগ্যান নিজের পুরোনো দিনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই এগোচ্ছিলেন। ওর বার বার মনে হচ্ছিল ওর মেয়ে হেলেন যেন এখানেই রয়েছে। হঠাৎ তার মনে হলো হেলেন যেন দূরে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছে। তারপর আবার কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। এরপরেই যেন আবার বাবার সামনে আবির্ভূত হয়ে নতুন কোনো আবিষ্কারের কাহিনী শোনাবে। মরগ্যান-এর চোখদুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ।

* * *

একরকম ঘোরানো রাস্তা দিয়েই মরগ্যান আবার ম্যালহ্যামে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরে নেমে এলেন ড্রাই ভ্যালিতে। এখানেই রয়েছে একটা ঝুলন্ত পাহাড়। তারই নীচে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে সেদিন তিনি মেয়েকে নিয়ে এখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওখানে দাঁড়িয়ে দুজনে মিলে স্যাণ্ডুইচ খেয়ে-ছিলেন মনের আনন্দে।

মরগ্যানের বুকের ভেতরে একটা তীব্র যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠলো। চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'না আ আ…।'

তারপরই দৌড়োতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে তিনি ছিটকে পড়লেন। তারপর অসমান জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগলেন।

শেষপর্যন্ত তিনি নিজেকে একটা চুনাপাথরের রাস্তার ওপরে আবিষ্কার করলেন। এখানের রাস্তাটা ম্যালহামের ঠিক দুশো চল্লিশ ফুট ওপরে। জোরে বাতাস বইছিল, এই মুহূর্তে কুয়াশা একেবারে পরিষ্কার। ওর সামনে ঠিক নীচে সমস্ত উপত্যকা যেন নীরবে পড়ে আছে।

মরগ্যানের ভেতর থেকে যেন একটা তীব্র ক্ষোভ বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তিনি যে ঠিক এতোটা ক্রোধী মানসিকতার তা তিনি আগে বুঝতে পারেন নি। চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'আমি আসছি ই ই……।'

উঠে তিনি চুনাপাথরের ওপর দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলেন। যতোটা সম্ভব শক্তি প্রয়োগ করে তিনি এগোতে লাগলেন প্রাণপণে।

* * *

পরের দিন দুপুর বেলা। ক্যাভেনডিস স্কোয়ারে একটা ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তিনি। পরপর কয়েকটা টোকা মারলেন, একজন পরিচারক এসে দরজাটা খুলে দিলো। সাদা রঙের জ্যাকেট পরেছিলেন তিনি, পেতলের বোতামগুলো পালিশ করা। একটাও কথা না বলে মরগ্যান ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বসার ঘরে এসে দেখতে পেলেন ফার্গুসন ডেস্কের কাছে বসে আছেন। নাকের ওপরে অর্ধচন্দ্রাকার চশমা। সামনে অনেক কাগজপত্র, মগ্ন অবস্থায় তিনি কাজের মধ্যে ডুবে আছেন।

মরগ্যানের পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। মরগ্যানকে দেখেই মৃদু হেসে বললেন তিনি, 'মরগ্যান, তুমি বড্ডো বাজে লোক। হতভাগা স্টুয়ার্ট-এর কপালে এখন কি আছে কে জানে। তুমি তো ওর প্রমোশনকে বেশ কয়েকটা বছর পিছিয়ে দিয়েছো।'

মরগ্যান বললেন, 'আমি ওকে চাই চার্লস। এখন তুমি যা বলবে তাই করবো আমি।'

ফার্গুসন উঠে দাঁড়ালেন আবার। সরে গেলেন জানলার দিকে।

তারপর বললেন, 'প্রতিশোধের রাস্তায় যাওয়া ঠিক নয়। ওতে তোমার বিচার-বুদ্ধির মানসিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাছাড়া তুমি তো এখন আর সেই আবেগ-তাড়িত পচিশ বছরের যুবক নও, তাইনা?'

কথাটা বলে তিনি মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'না না, তুমি তোমার ছুটি এবার শেষ করো। তারপর সোজা ফিরে যাও বেলফাস্টে।'

—'এরপর আমি কাজে ইস্তফা দেবো।'

—'না, তা তুমি পারো না। অন্ততঃ এ' ব্যাপারে নয়। শোনো অ্যাশা মরগ্যান এটা তোমার ওই আগেকার ব্যাপার নয়। এটা নিরাপত্তা বিশাল, সেজন্যে তুমি নিজেকে ঠিকভাবে তৈরী করো। তুমি যেমন যুদ্ধের সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলে এখনও ঠিক তেমন থাকবে।'

—'ঠিক আছে।' বলে উঠলেন মরগ্যান। সামন্য থেমে ওর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন তিনি, 'তুমি বললে আমার আর মাত্র মাস খানেক আছে।'

ফার্গুসন কোনো জবাব দেবার আগেই মরগ্যান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতবেগে।

* * *

এই মুহূর্তে ও খুবই শান্ত। অবশ্য নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন। আরো একবার ওকে পুরোপুরি পেশাদার হয়ে উঠতে হবে। শান্ত এবং হিসেবী মানসিকতায়।

কিন্তু কোথা থেকে শুরু করতে হবে? সমস্যাটাতো এটাই।

চারটে বেজে গেছে অনেকক্ষণ। গুদাম প্লেসের ফ্ল্যাটে বসায় ঘরে বসেছিল ও। হঠাৎ দরজার বেলটা বেজে উঠলো, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো ও। হ্যারি বেকার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে একটা চামড়ার স্যুটকেশ।

সোজা ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। বললেন, 'তুমি নাকি স্টুয়ার্টের সঙ্গে একটু রুক্ষ ব্যবহার করেছো। কিন্তু তাতে কি ওর তেমন শিক্ষা হয়েছে?'

মরগ্যান এবারে ওকে অনুসরণ করে বসার ঘরে এসে হাজির হলেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'ঠিক আছে হ্যারি, তুমি এখন কি চাও বলোতো?'

—'ফার্গুসনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ও বললো তুমি......'

ওকে থামিয়ে দিয়েই বললেন মরগ্যান, 'আমাকে নিরস্ত্র করার ব্যাপারটা বলেনি সেই সঙ্গে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে ?'

হ্যারি বেকার পাইপটা বের করে তামাক ভরলেন ওতে, তারপর ধরিয়ে টান দিলেন। শেষে বললেন, 'মরগ্যান, তুমি নিকোসিয়াতে আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে। তুমি না থাকলে আমি হয়তো মারাই পড়তাম। গুলি আসার আগেই তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলে। তার ফলে আমার পরিবর্তে গুলি লেগেছিল তোমার পিঠে।'

—'আমরা সবাই কোনো না কোনো সময় ভুল করি।'

বলে উঠলেন মরগ্যান। এবারে বেকার নিজের ব্রীফ কেসটা খুলে একটা খাম বের করলেন। তারপর বললেন, 'এই নাও এই খামটায় অনেক কিছু যা লোকটাকে জানার পক্ষে খুবই সাহায্য করবে। এই লোকটাই মৎস্ত কোহেন আর ওই মেয়েটাকে খুন করেছে। আমরা ওকে সবাই ক্রিটানীয় বলেই ডাকি।'

*　　*　　*

হ্যারি বেকার ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। শরীরে উত্তাপ লাগায় ভালই লাগছিল ওর। ততোক্ষণে মরগ্যান কাগজপত্র উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন।

মিঃ বেকার বললেন এবার, 'তুমি দেখবে মরগ্যান, লোকটা উনিশশো সত্তর সালে প্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। ভ্যাসিলেকোস-এর খুনের ঘটনা দিয়ে সূত্রপাত। তখনই খবরের কাগজগুলো ওকে 'ক্রিটনীয়' বলে উল্লেখ করেছিল।'

—'হ্যাঁ, কারণ গাড়ীর ড্রাইভার লোকটার ক্রিটানীয় ভংগীর উচ্চারণ ধরতে পেরেছিল।'

বেকার আবার বললেন, 'কাগজপত্র অনুযায়ী এই ব্যাপারটাকে আরো মজবুত করেছে পশ্চিম বার্লিনের হিলচনের সেই পরিচারিকা। ঠিক আগের ঘটনার মাস খানেক পরে। সেবার লোকটা জেনারেল স্টিফানোভিসকে খুন করেছিল।'

মরগ্যান একটানা পড়ে চললেন, 'ওয়ারড্রোবের আড়ালে ওই লোকটা পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করছিল।'

মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'খবরটা খাঁটী তো ?'

—'নিশ্চয়ই।' বেকার বলে উঠলেন। সামান্য থেমে অবার বললেন তিনি, 'আমাদের এই পরম বন্ধুটি একজন সাধারণ ধরণের ক্রীটানীয় কৃষক। রেজিসট্যান্সের একজন হীরোও বটে। ও গ্রীকের বর্তমান সরকারকে একেবারেই পছন্দ করে না। ওদেরকে ও ফ্যাসিস্ট হিসেবেই দেখে। সে কারনেই ও এটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

সামান্য থেমে আবার বললেন তিনি, 'এরপর ও একটার পর একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। কিন্তু এসব হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব নিয়েছে সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলো। কিন্তু একমাত্র আমরাই জানি এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জানে যে, ওই হত্যাকাণ্ডের জন্যে ওই ক্রিটানীয়ই দায়ী। ও একটার পর একটা

নিষ্ঠুরভাবে খুনের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। তুমি পড়ে যাও, তাহলে বুঝতে পারবে আমি ঠিক কি বলতে চেয়েছি।'

ফায়ার প্লেসের ধারে বসলেন তিনি। তারপর পাইপটা আবার ধরালেন। ততোক্ষণে মরগ্যান আবার কাগজপত্রের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়েছেন।

উনিশশো সত্তরে লোকটা পুলিশের চীফ কর্নেল র‍্যাফেল গ্যালিজসকে তার হোটেলেই খুন করে। পশ্চিম বার্লিনের কর্নেল স্টেফানোফিসকে খুনের একেবারে কার্বন কপি। কিন্তু 'বাস্ক জাতীয়তাবাদী' বলে এক বিদ্রোহী সংস্থা এই খুনের দায়ভাগ নিজেরা বহন করার দাবী করে। এরা স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এরপর ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে ব্র্যাজিলের সিক্রেট পুলিশের চীফ জেনারেল সেকীরো ফ্যালকাও খুন হন। তিনি খুন হন রিও-ডি-জেনিরোতে।

জেনারেল তখন গাড়ীতে করে নিজের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তার ওপরে একজন ট্রাফিক পুলিশ তার গাড়ীটা থামায়। তারপরই তিনি খুন হয়ে যান। এরপর কর্নেল ভ্যাসিলেকোস, তিনিও গাড়ীর মধ্যেই খুন হন। ওর দেহরক্ষীও মারা যায়। শুধু খুনী ড্রাইভারকেই ছেড়ে দিয়েছিল।

এরপর উনিশশো সত্তরের নভেম্বরে ও আবার জর্জ হেনরি ভিলিকে খুন করে। ভদ্রলোক ছিলেন বোস্টনের একজন ইনসিওরেন্স একজিকিউটিভ। তবে কোনো খবরের কাগজই বলেনি যে, লোকটা একটা বৃহৎ রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার চর ছিল। ওর স্ত্রীর কাছেই সেই 'ক্রীটানীয়'র নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়।

উনিশশো একাত্তর সালে টরেন্টোর আর এক বৃহৎ রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার এক এজেন্টকে খুন করা হয়। পরে ওই বছরেই ইস্তাম্বুলে ইনবারলি কার্ডনফিল নামে একজন জেনারেল খুন হয়ে যান। পরে তুর্কী লিবারেশান আর্মি এই ঘটনার কৃতিত্ব দাবী করে বসে।

এরপর ক্যানের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে খুন হয়েছিলেন ইতালীর চলচ্চিত্র পরিচালক মারিও ফরল্যাসি। রেড ব্রিগেডের একেবারে বিপরীত সংগঠন ব্ল্যাক ব্রিগেড এই খুনের দাবী করেছিল। এই সংস্থাটি ছিল ফ্যাসিস্টদের। খুনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, তিনি নাকি তার ছবিতে মুসোলিনীকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এর আগে ওরা নাকি ওকে বেশ কয়েকবার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ভূমিকা নিতে নিষেধ করেছিল। মরগ্যান মন্তব্য করলেন পড়ার শেষে, 'তাহলে লোকটা কোনো উন্মত্ত মার্কসবাদী নয়।'

আবার পড়া আরম্ভ করলেন অ্যাশা মরগ্যান।

'এরপরে জার্মানের একজন অর্থমন্ত্রী খুন হয়েছিলেন। তার নাম হেনসেট ক্লেম। গত নভেম্বরের ঘটনা। ফ্রাংকফুর্ট ইউনিভার্সিটি পরিদর্শনে এসেছিলেন তিনি তখনই খুন হন।'

এইভাবে আরো কিছুক্ষণ ফাইল পড়ার পরে মর্গ্যান থামলেন। সিগারেট ধরালেন একটা। তারপর বললেন, 'আমার অনুমান, লোকটা প্রায় ডজনখানেক

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে খুন করেছে। এরা সবাই সমাজের উঁচু স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। মাত্র তিন বছরের মধ্যে এরকম নৃশংস ব্যাপার ভাবা যায়না।

হ্যানরি বেকার এবার বললেন, 'কিন্তু লোকটা কোনো পক্ষেই যায় নি। এমনিতেই ওই ক্রীটানীয়কে ফ্যাসিস্ট বিরোধী বলেই মনে হয়। কিন্তু সেই লোকটাই যখন পূর্ব জার্মানীর একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী আর একজন কম্যুনিস্ট চলচ্চিত্র পরিচালককে খুন করে তখন ব্যাপারটা ভাববার।'

একটু থেমে হ্যারি বেকার আবার বললেন, 'আর সেজন্যই যে দুজন রুশ দলত্যাগী গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তচর রয়েছে তারা সতর্ক হয়ে গেছে। এদের মধ্যে একজন আমেরিক্যান গোয়েন্দা দলের আর অন্য জন ক্যানাডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার।'

মর্গান বললেন, 'সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারটা এখন ঠিক কোন পর্যায়ে আছে? আলস্টার এর ব্যাপারটার পর থেকে আমি ওসব থেকে কিছুটা দূরেই আছি।'

বেকার এবারে জবাবে বললেন, 'পৃথিবীতে এখন সব দলগুলোর মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। যেমন একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। জাপানের যে দলটা তেল আবিব বিমানবন্দরের ওই নৃশংস হত্যা কান্ডের জন্য দায়ী তারা লেবাননে সন্ত্রাসবাদীদের ট্রেনিং ক্যাম্পে দীর্ঘদিন ট্রেনিং নিয়েছেন। ওদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছে 'বাডার মেইনহফ' নামে এক উগ্রবাদী সংস্থা। এছাড়াও ওদের সঙ্গে প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট জড়িত।'

শুনে মরগ্যান এবার মন্তব্য করলেন, পুরোপুরিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা বলা যায়।'

জবাবে বেকার বললেন, 'আনাদের কাছে একটা খবর আছে। তা হলো, এই বছরেরই গোড়ায় ডাবলিনে গেরিলা সংগঠনগুলোর একটা গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে মাওবাদীরাওতো বটেই এমন কি পৃথিবীর সমস্ত দেশের সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলো যোগ দিয়েছিল।'

—'অতিথি আপ্যায়নকারী হিসেবে আই. আর. এ সংস্থা সমেত?'

—সেটা নির্ভর করছে তুমি আই আর এর কোন ব্র্যাঞ্চের কথা বলতে চাইছো?'

মরগ্যান এবারে কিছুটা বিরক্ত ভাবেই বললেন, 'মাওবাদী আর সন্ত্রাসবাদী এরা সবাই চুলোয় যাক। আমার এখন প্রয়োজন এই ক্রিটানীয় ঘাতকটাকে।'

বলার পরে টেবিল থেকে একটা পেনসিল তুলে নিলেন। তারপর টেনে নিলেন প্যাডটা। বললেন, আমরা প্রকৃতই ওর সম্পর্কে কি জানি?'

—'শারীরিক ভাবে ছোটখাটো চেহারারই বলা যায়।'

—'কিন্তু প্রচন্ডরকমের শক্তিশালী এবিষয়ে কোনোরকম সন্দেহ নেই।'

—'প্রচন্ড রকমের বুদ্ধিমান। ধনসম্পদও আছে। যতোই বাধা থাকুক লোকটা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়।'

—'একজন সৈনিক।'

—'এটা কি কারণে তোমার মনে হলো ?'

—'কারণে যে পদ্ধতিতে ও খুনগুলো করেছে। এছাড়া ওর প্রতিটি খুনই নিখুঁত ভাবে আর প্রচণ্ড শৃংখলার সঙ্গে সংঘটিত। অনেক ঘটনায় ও সাধারণ মানুষকে ছেড়ে দিয়েছে। উদাহরণ এখনই দেওয়া যায়। প্যারিস কিংবা রিও-ডি-জেনিরোর ঘটনায় ও ড্রাইভারদের কিছু করেনি।'

—'কিন্তু ওতো মেগানকে ছাড়েনি ?'

—'তা ছাড়েনি।' মরগ্যাণ খুব স্বাভাবিকভাবেই মাথা নাড়লেন। তারপর আবার বললেন, 'মেয়েটাকে ও কুকুরের মতো বাড়ীতে চাপা দিয়েছে। এটা অবশ্য লোকটার একটা মারাত্মক ভুল।' মরগ্যান নিজের লেখা নোটটার দিকে তাকিয়েছিলেন। এবারে বেকার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। তাহলো লোকটা একজন ব্রিটানীয়।' মরগ্যাণ এবারে বললেন, 'লোকটা অবশ্য জার্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ আর ইংরেজী ভালভাবে বলতে পারে। এক্ষেত্রে আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তাহলে ভুলটা তোমার নিশ্চয়ই শুধরে দিতাম। কারণ আমরা যে লোকটার পেছনে ধাওয়া করছি কোনো কারণে সে নিজেকে ব্রিটানীয় বলে চালাতে পারে। অবশ্য যদি সে চায়।'

—'আর ওইরকম একটা লোককে ধরতে যাওয়ার পক্ষে এটা আমাদের মাথায় রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।'

মরগ্যান এবারে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বেকার, তুমি ডঃ রিলের সঙ্গে দেখা করেছো ?'

হ্যারি বেকার জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ করেছি।'

তারপর সামান্য থেমে আবার বললেন, 'তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু ফাইলে নেই। ম্যাক্স কোহেনের মস্তিষ্ক থেকে যে বুলেটটা বেরিয়েছে তা 'মাউজার' এর। এই ধরনের অস্ত্র বিরল ব্যবহার করা হয়। উনিশশো বত্রিশের মডেল। সেভেন পয়েন্ট সিকস্টি থ্রি। এর সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের সাইলেন্সার লাগানো আছে। এই ধরণের অস্ত্র যুদ্ধের সময়ে বিশেষ ধরণের জার্মান নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা ব্যবহার করতো।'

মরগ্যান এবার বললেন, 'তুমি যা বললে তা আমি বুঝতে পেরেছি। এই ধরণের অস্ত্র সামান্য কিছু তৈরী করা হয়েছিল।'

হ্যারি বেকার জবাবে বললেন, 'ঠিকই বলেছো। তখনকার দিনে ওই ধরণের অস্ত্র খুব কমই সরবরাহ করা হতো। কম্পিউটারে মাত্র একবারই ইউনাইটেড কিংডমে ওটার ব্যবহার দেখানো হয়েছিল। সেবার সেনাবাহিনীর একজন ইনটেলিজেন্স সার্জেন্ট মারা যায়।'

—'খুনটা কে করেছিল ? ব্রিটানীয় সেই লোকটা ? আলস্টারে ?' মর্গান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে হ্যারি বেকার বললেন, 'না।' টেরেন্স মার্ফি। লোকটা একটা প্রাদেশিক উগ্রপন্থী ছিল। ওকে আবার পার্টি ফেলান নামে একজন

কম্যাণ্ডো মেরে ছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ওর কাছেও একটা ওই রকম ধরনের অস্ত্র ছিল। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম ওকে যে অস্ত্রটা সরবরাহ করেছিল তাঁকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তা সম্ভব হয়নি।'

মরগ্যান এবার মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, 'এটা সত্যিই আশার কথা। হতে পারে ম্যাক্স কোহেনের হত্যাকারী ওই একই উৎস থেকে অস্ত্রটা সংগ্রহ করেছে।'

—'আমার লোকেরা এখন 'ওই ব্যাপারটাই খোঁজ খবর করছে। বেকার মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। একটু থেমে খানিকটা বিব্রত ভংগীতে আবার বললেন তিনি, 'তবে খুব একটা বেশী দূর এ' ব্যাপারে এগোতে পারেনি। তাই···।'

কথাটা এবার মাঝপথেই থামিয়ে বেকার ফাইলটা নিজের ব্রীফ কেসে ভরে নিলেন। তারপরে মরগ্যানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওই ক্রীটানীয়টার ব্যাপারে কি করতে চাও ?

—'দেখা যাক। কিছু একটা ভাবছি।'

—'আমি নিশ্চিত তুমি একটা আশাব্যঞ্জক কিছু ভাববে।' হ্যারি বেকার গম্ভীর স্বরে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। তারপর খুললেন বন্ধ দরজাটা। শেষে আবার বলে উঠলেন, 'মনে রেখো মরগ্যান, আমরা এখন সবাই প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।'

বেকার এবার ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই অ্যাস মরগ্যান নিজের কোটটা নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন সুপারিনটেন্ডেণ্ট রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি ধরবার আপ্রান চেষ্টা করছেন। মরগ্যান আর একবার ভেতরে গেলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে পোঁছোলেন সোজা গ্যারেজে। গাড়ীটা বের করে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন তিনি।

* * *

বেকার ফার্গুসনের কাছে খানিকক্ষণ পরেই এসে হাজির হলেন অ্যাস মর্গান। ফার্গুসন ওকে দেখে খুশীই হলেন। কুশল বিনিময়ের পরে একসময়ে বলে উঠলেন ফার্গুসন, 'তুমি অনর্থকই দৌড়োদৌড়ি করছো মরগ্যান।'

মরগ্যান জবাবে বললেন, যদি আমি কোনো ভাবে একবার খোঁজ পাই যে অস্ত্রটা কে সরবরাহ করেছিল তাহলে সেটাই হবে আমার সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ।'

এবারে বেকার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি কোথা থেকে জানতে পারবে ?'

—'বেকফাস্ট।'

ওর জবাবে বেকার কৌতুহলী হয়ে বলে উঠলেন, 'বেকফাস্ট ? তুমি নিশ্চয়ই উম্মাদ হয়ে গেছো ?'

—'ব্যাপারটা এইভাবে দেখা ভাল। ওখানকার লোকজন তো সবাই ভুল বুঝে আছে। তবে আগে ওরা আমাকে সাহায্য করতে পারতো।'

একটু হেসে বললেন আবার, 'আমি ওখানে যাবার আগে মিঃ হফম্যানকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবো। ভাবছি কাল সকালেই যাবো ওখানে।'

মরগ্যান এবার চলে যাচ্ছিলেন। এবারে ফার্গুসন ওকে মনে করিয়ে দিলেন যে, উনি ছুটিতে আছেন। মরগ্যান স্বীকার করলেন। ফার্গুসন এবারে বললেন, 'আমরা যদি কিছু করতে পারতাম…।'

—'জানি। তবে আমাকে প্রয়োজন হলে ডাকবেন।' বলে মরগ্যান চলে গেলেন ওখান থেকে।

*　　　　*　　　　*

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের স্নায়ু যুদ্ধে প্রথম যে ধ্বনি শোনা গেছিল সেটা হলো আশংকাজনক। জেপারগেল টমাস আর ও হাউস অব কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। হলিউডের চলচ্চিত্র শিল্পে চুক্তির ব্যাপারটা ওরা আবার পরীক্ষা করবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু লেখক, প্রযোজক আর পরিচালক মিলে একটা প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করলেন। তারা পরিষ্কার ঘোষণা করলেন যে, তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন তাতে কমিটীর নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই। ঐ ব্যাপারে বিশিষ্ট এগারো জনকে ওয়াশিংটনে জনসাধারণের সামনে বলার জন্যে ডেকে পাঠানো হলো। স্বয়ং বের্টোল্ট বেখ্‌ট দ্রুত জার্মানী চলে গেলেন। বাকী দশজন কোনো জবাব দিলেন না। তারা বললেন যে, তারা বলার স্বাধীনতা চান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্তী দিনগুলিতে ওই ঘটনায় চলচ্চিত্র এবং নাট্য শিল্প বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সেনেটের তদন্তের ফলে বহু অভিনেতা লেখক আর পরিচালকদের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তারা ঠিক মতো কাজ করতে পারছিলেন না।

সিন রীলে তেমনই একজন ভুক্তভোগী মানুষ। তিনি লেখকও বটে। দুটো বিখ্যাত চিত্রনাট্য লেখার ফলে চিত্রনাট্যকার হিসেবেও তার খ্যাতি হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই তিনি বুঝতে পারলেন ঠিকমতো এবং স্বাধীনভাবে তিনি কাজ করতে পারছেন না। ওর স্ত্রী আবার হার্টের রোগী। তার পক্ষে স্বামীর ওই মানসিক সংকট সহ্য করা সম্ভব হলো না। মারা গেলেন তিনি হঠাৎ। ঘটনাটা ঘটলো সেই বছরে যে বছরে ওর স্বামী যোশেফ ম্যাকার্থির নেতৃত্বে সেনেট সাব কমিটির সামনে হাজির হতে অস্বীকার করেছিলেন। শেষপর্যন্ত সিন রীলে আত্মসমর্পন করেন নি। তিনি ক্যান *ভ্যারনিয়ো উপত্যকায় একটা পুরোনো স্প্যানিশ-আমেরিকান খামার বাড়ীতে চলে* এসেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন আট বছরের মেয়েকে। ওখানে অনেকগুলো বছর ধরে তিনি বিভিন্ন চিত্রনাট্য সংশোধন করার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। ওই বিষয়ে, তিনি ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন খুব সহজে। কিন্তু শেষ কৃতিত্বের ভাগ তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

*　　　　*　　　　*

সিন রীলের মেয়ে ক্যাথারিন উনিশশো বাহান্ন সালে মনস্তত্ত্বে ভালোরকম শিক্ষা

নিল। লেখাপড়া শেষ হবার পরে লণ্ডনে তিনি ট্যাভিসটক ক্লিনিকে পরীক্ষামূলক মনঃস্তত্ব নিয়ে গবেষণার করতে আরম্ভ করেন। এরপর তিনি যান ভিয়েনাতে। হুলজার ইনষ্টিটউটে তিনি 'অপরাধমূলক উন্মাদনা'র বিষয়ে শিক্ষার পাঠ নিতে আরম্ভ করেন। তার মনে তখন হিংস্রতার মনঃস্তত্ব সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রবল। ঠিক এই সময়েই তিনি আসেন গেরিলাদের সংস্পর্শে। এরা সবাই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা সন্ত্রাসবাদী। পরবর্তী বছরগুলোতে ইউরোপের বেশীর ভাগ শহরে তিনি তার নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপরে বেশীর ভাগ মানুষের সাক্ষাৎকার নেন। বলা-বাহুল্য রাষ্ট্রের হয়েই কাজটা করতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু পুরো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খুব একটা খুশী ছিলেন না।

ক্যাথারিন বাবার সঙ্গে বরাবরই যোগাযোগ রেখেছিলেন। বছরে অন্ততঃ বার দুয়েক তিনি বাড়ীতে আসতেন। উনিশশো সত্তর সালে সিন রীলের বড়ো রকমের হার্ট অ্যাটাক হলো। লণ্ডন হাসপাতালে ভর্তি করা হলো ওকে।

ওই সময়ে ক্যাথারিন ছিলেন প্যারিসে। খবরটা শুনে দ্রুত তিনি লণ্ডনে এসে হাজির হলেন। তারপর হাসপাতালে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হাসপাতালে পৌঁছোবার আগে ওর বাবা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সিন রীলের মৃত্যুর খবর পেয়ে চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য জগতের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি তাকে দেখতে এসেছিলেন।

ক্যাথারিনরা ছিলেন রক্ষণশীল ক্যাথলিক। সেই অনুযায়ী সিন রীলেকে সমাধিস্থ করা হলো। এরপর ক্যাথারিন উপত্যকায় খামারবাড়ীতে ফিরে যান। কিন্তু বাবার স্মৃতি বিজড়িত জায়গাটাকে ওর পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বাবার মৃত্যুর পরে আর কারো কাছেই ওর যাবার ছিল না। এমন কি ওর কোনো প্রেমিকও ছিল না। ওর সঙ্গে পুরুষদের কাজকর্মের ব্যাপারটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত ধরণের। এছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাজকর্মের ধরণটা ওর পক্ষে অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এর ফলে শারীরিক ভাবেও তিনি তেমন একটা সুখী ছিলো না। বাবার পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি কোনো পুরুষকেই খুঁজে পাননি।

এইরকমই একটা টালমাটাল অবস্থার সময়ে তিনি একটা চিঠি পেলেন। ওর পুরোনো কলেজেই ওকে একটা ফেলোশিপ দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এবারে খুশী মনেই তিনি ওখানে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে উনিশশো বাহাত্তরের এপ্রিলের সেই সকালটা ওকে একটা খুশীর মেজাজ এনে দিয়েছিল। সমস্ত কিছুই ওর ভাল লাগছিল। *সেদিনই প্রথম ওর একজনের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক জন মিকালি।*

* * *

রিসেপশানের কাছেই দাঁড়িয়েছিল ক্যাথারিন। ঠিক তার বিপরীতে জন মিকালি। ক্যাথারিন ওকে একভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। মিকালির পরনে ভেলভেটের স্যুট, গায়ে কালো রঙের একটা সিল্কের শার্ট, গলায় একটা ক্রস ঝুলছিল। এই পোশাকটাই বেশীর ভাগ সময়ে পড়ে থাকে মিকালি। অনেক গুণমুগ্ধ শ্রোতা ওকে ঘিরে

দাঁড়িয়েছিল। এতো ভিড় সত্ত্বেও মিকালি একভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল ক্যাথরিনকে। চোখাচোখি হতে বার কয়েক মৃদু হাসলো ও। প্রত্যুত্তর দিতে ক্যাথারিন দেরী করলো না। মিকালির সামনে দিয়ে ট্রে হাতে করে একজন পরিচারক যাচ্ছিল। জন মিকালি ওর ট্রে থেকে দুটো গ্লাস তুলে নিলো। তারপর শ্যাম্পেন ভর্ত্তি একটা গ্লাস এগিয়ে গিয়ে ও ক্যাথারিনের হাতে তুলে দিলো।

—'ধন্যবাদ।' হাতে নিয়ে ক্যাথরিন মৃদু হেসে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়েছিল। মিকালি বলে উঠলো, 'চলো, এখান থেকে চলে যাওয়া যাক। এখানে থাকার চেয়ে বরং নৌকোবিহার করা অনেক ভাল। তোমার মন খুলে দেখতে পাবো।'

ওরা এগোতে আরম্ভ করলো। প্রথম আধঘণ্টা অবিরত ধারায় বৃষ্টি হয়ে চলেছিল। ফলে ওদের দুজনকেই বৃষ্টিতে ভিজতে হচ্ছিল। কোনো রকমে নৌকোটা নদীর পারে রেখে চলে এলো ওরা। তারপর ওখান থেকে সোজা ট্যাক্সি ধরে বাড়ীতে এসে পেঁছোলো। ক্যাথারিনই দরজা খুললো, ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শান্তভাবে ওর হাতটা ধরলো জন মিকালি। ক্যাথারিন একটু শিউরে উঠলেও ভাল লাগলো ওর। মিকালি বললো, 'এই প্রথমবার আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। এটা আমাদের গ্রীক সমাজের পুরোনো প্রথা।' ক্যাথারিন বিন্দুমাত্র আপত্তি করলো না।

ওদের প্রেমালাপে ওরা এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে কখন বিকেল তিনটে বেজে গিয়েছিল তা ওদের খেয়াল ছিল না। তখন দুজনেই বিছানায় শুয়েছিল। ক্যাথারিন ওর দিকে ঘুরে শুয়েছিল। জন মিকালি জড়িয়ে ধরেছিল ওকে। সিগারেট খাবার জন্যে ওর মনটা ছটফট করছিল। হাতটা বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে ও একটা সিগারেট নিলো। তারপর ক্যাথরিনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো।

* * *

খ্রীষ্ট কলেজের ফেলোন গার্ডেনের ভেতরে একটা তুঁতে গাছের নীচে ওরা বসেছিল। জন মিকালি ওর কাঁধের কাছে একটা চুম্বন করলো। ক্যাথারিন বলে উঠলো, 'এই সপ্তাহের বাকী দিনগুলো কাজ আছে, তারপরেই আমার ছুটি।'

মিকালি বললো, 'ক্যাথারিন, তুমি কি ধরণের কাজ করো?'

—'কেন গবেষণার কাজ।'

মিকালি বললো, 'তোমার কাজ তো হিংসা, খুন আর সন্ত্রাসবাদকে নিয়ে। এরকম একটা জঘন্য কাজের ক্ষেত্রে কোনো মহিলার হতে পারে না।'

—'তাহলে আমার কথা শোনো।' ক্যাথারিন হেসে আবার বলে উঠলো, 'আলজিরিয়ার সেনাবাহিনীতে তোমার কাজ কি ছিল? আমি বিভিন্ন খবরের কাগজ আর পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সেসব লেখা পড়েছি। তখন তুমিই বা কি করতে? ওইসব জঘন্য ব্যাপার নিয়েই তো মেতেছিলে।'

মিকালি এবার কাঁধ ঝাঁকালো। বললো, 'আমি খুবই সরল স্বভাবের মানুষ ছিলাম। বলা যায় ওখানে একরকম ভাবের ঘোরেই যোগ দিয়েছিলাম আমি। সমস্তটাই

ছিল আবেগ প্রবল ব্যাপার।'

বলে সামান্য থেমে আবার বললো জন মিকালি, 'কিন্তু তুমি সচেতন ভাবেই ওই কাজে যোগ দিয়েছো।'

একটু থেমে আবার বললো মিকালি, 'গত রাতে একজন বললো তোমার নাকি ওই জার্মান মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। মেয়েটাতো ওর মালিককে খুনের সময় ছিল। ওর সঙ্গে একটা উগ্রপন্থী সংস্থার যোগাযোগ আছে।'

ক্যাথারিন মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, মেয়েটাতো এখন একটা সরকারী হাসপাতালে আছে। এখান থেকে বেশী দূরে নয়।'

—'তাহলে তুমি ওর কোনটা হাতে কলমে করছো?' জিজ্ঞেস করলো মিকালি। ক্যাথারিন ইতস্ততঃ করলো এবার। বললো, 'ওর কাছাকাছি যাবার এটাই একমাত্র উপায়। তবে আমার মনে হয় ওর বিশ্বাস অর্জন করতে পারবো আমি।'

—'তা হয়তো পারবে।' জন মিকালি বলে উঠলো আবার, 'খবরের কাগজগুলো যাকে ব্রিটানীয় বলে উল্লেখ করেছিল তাকে লুকিয়ে রাখতেও সাহায্য করেনি? ফ্রাংকফুর্টে পূর্ব জার্মানীর সেই মন্ত্রীর খুনের ব্যাপারটা তোমার মনে আছে তো?'

—'লোকটা একটা বিশেষ ধরণের মুখোশ পরেছিল। মেয়েটা অবশ্য ওর বর্ণনা দিতে পারেনি। এমনকি ওর সঙ্গে প্রেম...।'

—'তুমি?'

থেমে গেল জন মিকালি, ক্যাথারিন এবার মৃদু হাসলো। বললো, 'যতোক্ষণ না সেই মন্ত্রী এসে হাজির হয়েছিলেন ততোক্ষণ খুনী ওই জার্মান পরিচারিকার সঙ্গে প্রেম করে কাটিয়েছিল। তখনও অবশ্য ওর মুখোশটা ছিল মুখে।'

মুখোশের কথায় মিকালি এমন একটা ভংগীতে কথা বললো যেন ওই ব্যাপারটার কথা ও বিন্দুমাত্র জানে না।

* * *

একসময়ে ওরা নৌকোতে বসেছিল। জন মিকালি একভাবে তাকিয়েছিল ক্যাথারিনের দিকে। মিকালি বললো ওকে, 'ক্যাথারিন, হাইড্রাতে আমার একটা ভিলা আছে। তুমি জানো জায়গাটা ঠিক কোথায়?'

তারপর সামান্য থেমে বলে উঠলো আবার, 'তুমি বলেছিলে এই সপ্তাহের পরে তোমার ছুটি আছে। তখন তুমি হাইড্রাতে চলে আসতে পারো। ওখানে আমি সপ্তাহ তিনেক থাকবো, তারপর যাবো ভিয়েনাতে। তুমি ভেবে দেখো।'

—'ইতিমধ্যেই আমি ভেবেছি ব্যাপারটা।' বলে উঠলো ক্যাথারিন।

* * *

বেশ কিছু পরের ঘটনা। টেলিফোনে ডেভিনকে জানালো, 'তুমি যেরকম বলেছিলে আমি সেরকম যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছি। খুদে জার্মান মেয়েটাকে নিয়ে তেমন একটা ভাবনা হবে না।'

—'ভালো, সাবধানে এগোও। তুমি এখন কি করছো?'

জন মিকালি বললো, 'শনিবারে সপ্তাহ তিনেকের জন্যে আমি হাইড্রা যাচ্ছি। সঙ্গে নিচ্ছি আর একজনকে।'

—'কে তিনি?' জিজ্ঞেস করলো ডেভিন। জবাবে বলে উঠলো জন মিকালি, 'ডঃ ক্যাথা ... '

এবারে ডেভিন অবাক হলো। বললো, 'হে ঈশ্বর, ওকে নিয়ে যাবে কেন জন?'

—'একটু প্রয়োজন আছে।' জন মিকালি এইটুকু বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো। তারপর তাকালো সামনের দিকে।

ছয়

জানলার সামনে ডেস্কে বসেছিল ক্যাথারিন, এখন লাঞ্চের সময়। আপন মনে খেয়ে যাচ্ছিল ও। ঠিক সেই সময়ে দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে আসতে বললো। ঘরের ভেতরে ঢুকলো অ্যাশ মরগ্যান।

ক্যাথারিনের সঙ্গে মরগ্যানের আগে থেকে তেমন আলাপ ছিল না। ওকে দেখে মরগ্যান মৃদু হাসলো। ক্যাথারিনও হাসলো। বললো আপনি মরগ্যান?'

—'হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস চীফ সুপারিনটেডেণ্ট হ্যারি বেকার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।'

—'আপনিই তো কর্নেল মরগ্যান? প্যারাস্যুট রেজিমেণ্টের? কোরিয়ার ঘটনার পরে মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সের জন্যে আপনার লেখা বইটা আমি পড়েছি। ওটাও আমার কাজের ক্ষেত্র হতে পারতো।'

'—তবে কিছু ব্যাপার আছে যা খুবই সাধারণ।'

জবাবে ও বললো, 'আরে না না। আমি যে সব ব্যাপারে জড়িয়ে আছি তার চেয়ে বেশী তফাৎ নেই। সাইপ্রাসে আপনি বিশ্রী ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন।'

মরগ্যান এবারে বললেন, 'সন্ত্রাসবাদের কাজই হলো মানুষজনকে সন্ত্রস্ত করা। লেনিনের কথাও সেটাই ছিল। মাইকেল কলিন্সও ওই মতই পোষণ করতেন। এই ভাবেই একটা ছোট দেশ বিরাট একটা জাতিকে পরাস্ত করতে পারে। গেরিলা যুদ্ধের মূল ব্যাপারই হলো সন্ত্রাসবাদ।'

বলে সিগারেট ধরালেন একটা তিনি। তারপর ডেস্কের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি। ক্যাথারিন বললো আবার, 'হকম্যান নামের ওই মেয়েটার দেখা পাব কি আমি?'

—'মিঃ কোহেনের খুনের ব্যাপারই আর কি? বেকার আমাকে সেরকমই বলেছে। স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের মতে কাজটা ব্রিটানীয়েরই।

—'ঠিক।' ক্যাথারিন বলে উঠলো, 'দেখা যাক, তবে মেয়েটার কাছ থেকে কিছু জানা যাবে বলে মনে হয়না।'

—'হ্যাঁ, লোকটাতো ওর সঙ্গে প্রেম করছিল।'

ক্যাথারিন মাথাটা নাড়ালো এবার। বললো, 'আমার মনে হয়না ব্যাপারটা আপনি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন। ওর মতো একটা মেয়ের কাছে ক্রিটানীয় লোকটা একেবারের ঈশ্বরের মতো। ওরা মনে মনে যেরকম কল্পনা করে ঠিক সেইরকম।'

'এরপর আরো দু'একটা কথা বলার পরে মরগ্যান বলে উঠলেন আবার, 'ঠিক কখন মেয়েটার দেখা পাওয়া যেতে পারে ?'

—'ঠিক আছে। আপনি যদি একান্তই দেখা পেতে চান তাহলে কিছুটা সময় নষ্ট করতে হবে, আপনার গাড়ী আছে তো ?'

—'হ্যাঁ।' মরগ্যান বলে উঠলেন এবার। ক্যাথারিন এবার বললো, 'শুনুন তিনটের সময় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আপনি ঠিক সাড়ে তিনটে নাগাদ গাড়ী নিয়ে আসবেন।'

—'ঠিক আছে।'

বলে মরগ্যান চলে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ক্যাথারিন চুপচাপ বসে রইলো একভাবে, খানিকটা বিস্মিত।

* * *

ট্যাগমিয়ার স্পেশ্যাল রিম্যাণ্ড সেণ্টারের হলঘরটা ছিল সাক্ষাৎকারের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। সারা দেওয়াল জুড়ে নক্সা। বিভিন্ন জায়গায় কার্পেট লাগানো। একটা বড়ো আকারের টেবিল, আধুনিক রুচি সম্মত চেয়ার। তবে জানলাগুলো একটু অদ্ভুত ধরণের। সচরাচর এরকম ধরণের পরদা দেখা যায় না।

ক্যাথারিন এবারে বলে উঠলো, 'এটা স্বাভাবিক কোনো জেলখানা নয়। বলা যায় একটা মনস্তাত্বিক সংস্থার অফিস।'

দরজাটা এবার খুলে গেল। লিজিয়ট হকম্যানকে ভেতরে নিয়ে আসা হলো। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জেলখানার মহিলা অফিসারটি আবার চলে গেলেন।

মেয়েটা দেখতে অনেকটা ছোটেখাটো গড়নের। মুখটা খুবই সাধারণ, খুব ছোটো করে ছাঁটা সোনালী চুল! পরনে প্যাণ্ট আর শার্ট। মরগ্যানকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে লিজিলট জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিনকে, 'আপনার বন্ধুটি কে ?'

—'ইনি হচ্ছেন কর্নেল মরগ্যান। ইনি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চান।'

কথাটা বলে ক্যাথারিন একটা সিগারেট বের করলো। ওকেও দিলো একটা, দুজনে সিগারেট ধরালো এরপর। কর্নেল মরগ্যান এবার বললেন, 'আমি তোমাকে ওই ক্রিটানীয় ব্যক্তিটির সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।'

লিজিয়ট এবারে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ? কি হয়েছে ?'

—'লণ্ডনে একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। এখন পুলিশ ভাবছে এটা ওই ক্রীটানীয়রই কাজ।'

লিজিয়ট এবারে কথাটা শ‍ুনে রেগে গেল। পরক্ষণেই আবার শান্ত হলো। ওর মুখের রেখায় ফুটে উঠলো একটা অনিশ্চয়তার ভাব। মরগ্যান এবার ব্রীফকেশটা খুললেন। তারপর একগোছা ছবি বের করলেন। কয়েকটা ছবি দেখার পরে একটা বাচ্চা মেয়ের ছবি দেখে লিজিয়ট জিজ্ঞেস করলো, 'এই মেয়েটা কে?'

—'আমার মেয়ে।' মরগ্যান বলে উঠলেন আবার, 'এর বয়েস চোদ্দ বছর। মিঃ কোহেন নামের একজনকে খুন করে পালাবার সময় খুনী আমার এই মেয়েটাকে গাড়ী চাপা দেয়। লিজিয়ট ছবিটা একবার দেখলো, তারপর ক্যাথারিনের দিকে তাকালো। বললো, 'আমি কি এবার যেতে পারি?'

ওর দু'চোখে একটা অদ্ভুত উদাসীনতা। ক্যাথারিন গর্জে উঠে বললো, 'না, এখন নয়। উনি তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আগে জবাব দাও।'

মরগ্যান দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক ওদের মাঝখানে। নরম গলায় খুব শান্ত স্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'ঠিক আছে, ওকে যেতে দাও ক্যাথারিন।'

বলে লিজিয়টের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি যেতে পারো।'

প্রায় দৌড়োবার ভংগীতেই ওখান থেকে চলে গেল লিজিয়ট। দরজার বোতামটা টিপতেই খুলে গেল দরজাটা। যাবার সময়ে কারো সংগে একটা কথাও বললো না। এমনকি বিদায়ও জানালো না। মরগ্যান খুব স্বাভাবিক ভাবে ক্যাথারিনকে বলে উঠলো, 'চলো ক্যাথারিন, এবার একটু পানীয়ের অনুসন্ধান করা যাক।

ক্যাম নদীর তীরে একটা রেস্তোরার বাইরে ছোট্ট একটা টেবিলে ওরা দুজনে বসেছিল। ক্যাথারিন আর মরগ্যান। নানা ধরণের কথাবার্তায় মগ্ন ছিল দুজনে। মরগ্যান একসময় বললেন, 'আমি ভাবছি ওই ক্রীটানীয় লোকটা ঠিক কি ধরণের?'

—'তুমি কিরকম ভাবো?'

বেকারের সংগে ক্রিটানীয়র ব্যাপারে ওর যা কথাবার্তা হয়েছিল তা তিনি ক্যাথারিনকে বললেন। তারপর ওদের নেওয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথাটাও জানালেন। ক্যাথারিণ বললো, শুনেছি অনেক বছর ধরেই দুনিয়ার সন্ত্রাসবাদীদের মিলিটারী ট্রেনিং দেবার প্রস্তাব কিউবা করে আসছে।'

একটু থেমে আবার বললো ক্যাথারিন, 'বলা যায়, একজন সন্ত্রাসবাদীর আর একজন সন্ত্রাসবাদীর জন্য সহানুভূতি। আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে, ক্রিটানীয় লোকটা বিন্দুমাত্র আদর্শবাদী নয়। কারণ ওর খুনের পদ্ধতি সেরকম কথা বলেনা।'

—'ব্যাপারটা কি মনঃস্তত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা হয়েছে?'

—'কেন নয়।'

—'ভালো কথা। তবে শোনো। কিছুদিন আগে গাড়ীচালকদের শিক্ষার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ। ওদের মধ্যে সকলেই চূড়ান্ত বিপদের ঝুঁকি নিলেও বেঁচে থাকতে চায়। যেমন একজন সফল ড্রাইভার

প্রস্তুত হয়েই থাকে কোনো ট্রাককে ধাক্কা মারার জন্যে। তার একমাত্র খ্যাতি তার পৌরুষে। কিন্তু গাড়ীর ইঞ্জিনকে ভীষণ ভাবে ভালবাসে সে। গাড়ীটাকেও ভালবাসে। ভালবাসে তার ব্যবসার যন্ত্রপাতিগুলোকে। তা সে যে কোনো মহিলার চেয়েও বেশী। গাড়ী চালানোর এই যে প্রতিযোগিতা এটা সত্যিই একটা চ্যালেঞ্জ। এর বিকল্প একমাত্র মৃত্যু। ভীষণ উত্তেজনাকর একটা খেলা।'

—'এতো একজন মানুষের বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ।'

—'আমার ধারণা লোকটা একধরনের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। তা না হলে খুন করার জন্যে সে অনুতপ্ত হতো।'

—'বলা যায় মৃত্যু চাইতো। তুমি একথাই বলতে চাও যে ও মৃত্যুকামী একজন ব্যক্তি।'

আরো কিছু বলার পরে ওরা উঠে পড়লো। কিছুটা দূরেই মরগ্যানের গাড়ীটা দাঁড় করানো ছিল। ওরা সেদিকে এগোলো। ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করলো, 'এখন তুমি কি করবে?'

মরগ্যান বললেন, 'যে অস্ত্রটা দিয়ে ম্যাক্স কোহেনকে খুন করা হয়েছে সেই অস্ত্রটার যদি সন্ধান পেতাম'

—'ওটা কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন।

জবাবে মরগ্যান বললেন, 'বেকফাস্টে একটা লোককে আমি জানি। সে এ'ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তার সঙ্গেই ভাবছি দেখা করবো।'

ক্যাথারিন গাড়ীতে উঠলো। মরগ্যান স্টিয়ারিং-এর সামনে গিয়ে বসলেন। বললেন, 'ফিরে এসে তোমার দেখা পাবোতো?' কোনোরকম ইতঃস্তত না করেই জবাব দিলো ক্যাথারিন, 'তুমি চাইলেই হবে।'

নিজের এই দ্বিধাহীন জবাবে নিজেই বিস্মিত হলো ও।

* * *

ঠিক সাতটা নাগাদ মরগ্যান গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটে অবস্থিত সিকিউরিটি ফ্যাক্টরস্ লিমিটেডে এসে হাজির হলেন। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেলেন তিনি। দরজাটা বন্ধই ছিল। কিন্তু আলো জ্বলছিল ভেতরে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেলটা টিপলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই খুলে গেল দরজা।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ছফুট লম্বা এক ব্যক্তি। নাম জক কেলসো। প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি বয়েস। কিন্তু দেখতে আরো কম লাগে। ছোট করে কাটা চুল। টান টান চামড়া এই বয়সেও ওর যৌবনকে ধরে রেখেছে। একসময়ে তিনি স্কটস্ গার্ডস এ কাজ করেছিলেন। পঁচিশ বছর ছিলেন প্যারাসুটে রেজিমেন্টে তার মধ্যে পাঁচটা বছর তিনি ছিলেন মরগ্যানের রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর।

জক কেলসো ওকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ভাল আছেন তো মিঃ মরগ্যান?'

কেলসোর কথায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলে উঠলেন মিঃ মরগ্যান,—'এই চলছে

কোনোরকমে।'

কেলসোর আবার বললেন, 'মেগানের ব্যাপারটা আমি শুনেছি। সত্যিই এতো দুঃখ হচ্ছে মেয়েটার জন্যে।'

মরগ্যান এবার বলে উঠলেন, 'ঘটনার জন্যে যে লোকটা দায়ী তাকে আমার চাই। ওরা বলছে যে, লোকটা একজন ব্রিটানীয়।'

জক কেলসো ওর হাতে এক গ্লাস হুইস্কি দিলেন। নিজেও নিলেন এক গ্লাস। পারস্পরিক শুভকামনা করে খাওয়া আরম্ভ হলো। মরগ্যান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, 'আমি বেলফাস্ট যাচ্ছি। একটা সূত্র পাওয়া গেছে। আপনি ও'হেগানের সঙ্গে একটু কথা বলুন। ওকে বলুন কাল বিকেল থেকে আমি বেলফাস্টের ইউরোপায় থাকবো। অবশ্যই ওর সঙ্গে দেখা করবো আমি। আপনি এটা করতে পারবেন তো?'

কেলসো রাজী হলেন। এরপর আরো খানিকক্ষণ ওদের মধ্যে মামুলি কথাবার্তা মরগ্যান বললেন, 'আমি ফিরে এসে আপনাকে খবর দেবো।'

ওর কাছ বিদায় নিয়ে মরগ্যান সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতবেগে নামতে লাগলেন। কেলসো ওর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন। শেষে এক সময় তা মিলিয়ে গেল।

*   *   *

হার্প অব এরিনে এসে পৌছোতে ওর কুড়ি মিনিট লাগলো। পোর্টো বেলো রোডের এটা একটা জনসাধারণের আস্তানা। বারটা একরকম ভীড়ে ঠাসা ছিল। মিঃ কেলসো যখন ঢুকলেন তখন রীতিমতো নাচগান চলছে। একটা কাঁচের দরজা ঠেলে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরের ভেতরে ছোট্ট একটা টেবিলে জনা তিনেক লোক বসেছিল। তারা তখন খেলায় মগ্ন। ওর মুখোমুখি যে লোকটা বসেছিল তার নাম প্যাট্রিক মারফি। প্রাদেশিক আই-আর-এর রাজনৈতিক শাখা নর্থ লণ্ডন অব সিন ফিন এর উনি একজন সংগঠক।

মিঃ মারফি বলে উঠলেন, 'আরে জক কেনসি যে?'

—'একটু প্রয়োজনীয় কথা আছে তোমার সঙ্গে।' কেনসি ওকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন। মারফি এবার মৃদু হাসলেন। তারপর মাথাটা নাড়লেন। বাকী দুজন তৎক্ষণাৎ চলে গেল। তিনি এবার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বলো, কি বলছো?'

'ওহেগানের কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে।'

মারফি এবার বলে উঠলেন, 'কোন্ ওহেগানের কথা তুমি বলছো?'

এবারে কেনসে বলে উঠলেন, 'আমার সঙ্গে ইয়ারকি কোরোনা প্যাট্রিক। আমরা একসংগে দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে কাটিয়েছি। ও'হেগানকে তুমি খবর পাঠাও যে, অ্যাশ মরগান আগামীকাল ইয়োরোপায় থাকবে। বলে দিও ব্যক্তিগত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ও তার সংগে দেখা করতে চায়।'

—'কি ধরনের ব্যক্তিগত ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন প্যাট্রিক মারফি। জবাবে

বললেন কেনসে. 'সেটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার, আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।'

সামান্য থেমে বলে উঠলেন তিনি, 'আচ্ছা' আমি এখন চলি।'

বলে কেনসে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারপর ভিড় ঠেলে ট্যাক্সির কাছে এলেন। এরপর গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন তিনি। কেনসে রীতিমতো থেমে গিয়েছিলেন।

এর কিছুক্ষণ প্যাট্রিক মারফি রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। আপাতত ওর গন্তব্যস্থল পাবলিক টেলিফোন বুথ।

*　　　*　　　*

পরের দিন সকাল। সবেমাত্র নটা বেজেছে। কলেজে ক্যাথারিন রিলের পড়ার ঘরের দরজায় টোকা পড়লো। মুখটা তুলেই দেখতে পেলো জন মিকালি ঘরের মধ্যে ঢুকছে।

—'তুমি কখন এলে?' ক্যাথারিন জানতে চাইলো ওর কাছে।

—'আমি আমার নতুন কেনা গাড়ীতে এলাম। আজ সকালে। কিছুদিনের জন্যে আমি হাইড্রায় যাবো ভাবছি। তুমি আমাকে সময় দিতে পারবে?

—'আমার হাতে কাজ আছে এখন। তাহলেও তোমাকে সময় দিতে আমার কোনোরকম অসুবিধে হবে না।'

বলে উঠলো ক্যাথারিন। সামান্য কিছুক্ষণ কাটলো কথাবার্তায়। তারপর ওরা দুজনে বাইরে বেরোলো। গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল দুজনে। মাঝখানে 'আসছি' বলে মিকালি একটা ফোন বুথের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওখান থেকে ফোন করলো ও ডেভিলকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ও প্রান্ত থেকে ডেভিলের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ডেভিল বললো, 'হ্যালো. কে বলছো?'

—'আমি মিকালি। শোনো ডেভিল, মরগ্যানের সম্পর্কে পুরো ফাইল আমি চাই। ওর সম্পর্কে নিখুঁত ভাবে জানা দরকার। ওর কাজকর্ম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার। সঙ্গে ছবিটাও দিও তোমার লণ্ডনের লোকগুলোর পক্ষে ওগুলো যোগাড় করতে বেশী অসুবিধে হবে না।'

—'অবশ্যই। সন্ধ্যে সাতটার পরে যে কোনো সময়ে তুমি লণ্ডন পোস্ট বক্স থেকে তুলে নিতে পারো। আচ্ছা তুমি কি কোনোরকম ভাবে বেকায়দায় পড়েছো?'

—'আমার কাছে খবর আছে···।' থামলো জন মিকালি। তারপর আবার বললো, 'লোকটা এখন আলস্টারে গেছে একটা সূত্রের জন্যে। সেটা অবশ্যই অগ্র সাপ্লাই-এর ব্যাপারে খোঁজ পেতে ওকে সাহায্য করবে।'

—'হুঁ'। ডেভিল এবার মন্তব্য করলো, 'তুমি নিশ্চয়ই ভুল রাস্তায় এগোচ্ছো বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

—'তা আমি অস্বীকার করছি না।'

মিকালি বলে উঠলো। তারপর সামান্য থেমে বলে উঠলো আবার, 'তবে কে

কোনো পরিস্থিতির জন্যেই তৈরী থাকা ভাল।'

সাত

ব্রেকফাস্ট। গ্রেট ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের ওপরে বারোতলা ইওরোপা হোটেল। উনিশশো একাত্তর সালে এটা তৈরী হয়েছিল ' তারপর থেকে অন্ততঃ বার পাঁচেক এই বিশিষ্ট হোটেল বিল্ডিংটা বোমায় আক্রান্ত হয়েছে।

হোটেলের চারতলার একটা কামরায় একেবারে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন অবশ্য মরগ্যান। বাইরে বাস্ট টেশন আর প্রটেস্টট্যান্টদের স্যান্ড রো। সেদিকেই তাকিয়ে একভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

বাতাসে একটা হিমেল অনুভূতি। কোন্ দিক থেকে যে বৃষ্টির ছাট আসছিল মরগ্যান তা বুঝতে পারছিলেন না। মরগ্যান ভেতরে ভীষণ রকমের অস্থির। রীতিমতো হতাশাগ্রস্ত তিনি। এটা তার ওখানে দ্বিতীয় দিন।' তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি।

তিনি আর ডাইনিং রুম ছাড়া কোথাও যান নি। গতকাল রাতে বেশীর ভাগ সময়টাই তিনি অন্ধকারে জানলার ধারে বসে কাটিয়ে দিয়েছেন। বোমা বিস্ফোরণ আর গুলির শব্দ মাঝে মাঝে আসা ছাড়া তেমন কিছু শোনা যায়নি।

এটা শুক্রবার। তিনি রীতিমতো বিব্রত বোধ করছিলেন। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টারও কম সময়ে ভোর ঠিক চারটেয় একতিরিশে জুলাই সোমবার অভিযানে নামা হবে। ব্রিটিশ বাহিনীর বেশ জড়োসড়ো অভিযান এটা। একবার যদি এই অভিযান শুরু হয় তাহলে ও'হেগান একেবারেই দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবেন।

শেষ পর্যন্ত একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা মরগ্যানের পক্ষে আর সম্ভব হলো না। জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে নিলেন তিনি। তারপর চলে এলেন নীচে বসবার ঘরে। ওখানে একটা হুইস্কির অর্ডার দিলেন তিনি। মনে মনে তিনি একটা কথাই ভাবছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ও'হেগানের কাছে একটু বেশীই প্রত্যাশা করেছিলেন। সম্ভবতঃ এখন ফাঁকটা খুবই প্রকট।

হুইস্কিতে সবেমাত্র বার দুয়েক চুমুক দিয়েছেন তিনি। এমন সময় ওর সামনে ইউনিফর্ম পরা এক পরিচারিকা এসে দাঁড়ালো। ওকে জানালো যে, ট্যাক্সি ওর জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করছে।

* * *

ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। বেশ বয়স্ক ব্যক্তি। ভদ্রলোকের দাড়ি গোঁফের যা চেহারা তাতে অবিলম্বে কামিয়ে ফেলা প্রয়োজন। মরগানে পেছনের সীটে বসেছিলেন। সামনের আয়না দিয়ে তিনি ড্রাইভারের মুখের দিকে একবার তাকালেন। এদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি আর জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়ীটা তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। কেউই একটা কথাও বলছিল না।

এক সময়ে গাড়ীটা একটা পাথরের চত্বরের সামনে এসে হাজির হলো। গাড়ীটা আর একটু এগোতেই সামনের গেটটার দরজা খুলে গেল। গাড়ীটা ভেতরে ঢুকে যেতে গেটটা আবার বন্ধ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। একটা দরজার মাথায় আলো জ্বলছিল। সামনের চত্বরটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছিল। ওদের সামনে আরো একটা গাড়ী ছিল। সেজন্যে ওদের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

শুধু বৃষ্টির একঘেঁয়ে শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এতোক্ষণ বাদে এই প্রথম ড্রাইভারটা কথা বলে উঠলো। 'আপনার আগে নামাই ভাল।'

সময়টা খুবই বিপজ্জনক। মরগ্যানের তা জানা ছিল। এই মুহূর্তে তার হিসেব করা ঝুঁকির মূল্য যে দিতে পারে অথবা পারে না। শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। তারপর গাড়ীর দরজা খুলে বাইরে নেমে এলেন।

সামনের গাড়ীর পেছন থেকে একজন সুগঠিত চেহারার মানুষ বেরিয়ে এলো। ওর শরীরে একটা কালো চামড়ার কোট। বাম্পারটা তোলা আছে। হাতে একটা রাইফেল। মরগ্যান চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

'এবারে পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই আরো একজন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো। এই লোকটা বেশ লম্বা, গায়ে একটা বর্ষাতি আঁটা, মাথায় টুপি। লোকটার বয়েস খুবই কম। আরো একটু এগিয়ে আসতেই টুপির ভেতর মরগ্যান ওর মুখটা দেখতে পেলেন। যুবকটি বলে উঠলো এবার, 'কর্নেল, আমাদের অবস্থাটা ভালো অনুমান করতে পারবে।'

যুবকটি যে বেলফাস্টের অধিবাসী তা ওর উচ্চারণেই পরিষ্কার। সামান্য এগিয়ে এসে ও মরগ্যানের শরীরটা ভালোভাবে হাত বুলিয়ে তল্লাসী করে দেখে নিলো।

সবকিছু মিটে যাবার পরে লোকটা এবার সন্তুষ্ট হলো। পেছনের দরজাটা খুললো এবারে। বলে উঠলো, 'ঠিক আছে কর্নেল, এবারে আপনি ভেতরে ঢুকতে পারেন।'

মরগ্যানের পেছন পেছন সেও উঠলো। অন্য লোকটা ওর হাতে রাইফেলটা দিয়ে দিলো। এবারে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

দশ মিনিটের বেশী লাগলোনা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতে। ভ্যানটা এবারে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ড্রাইভার নেমে এসে ঘুরে দরজার সামনে দাঁড়ালো। একবার সামনের দিকটা তাকিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দিলো ও। যুবকটা লাফিয়ে নামলো গাড়ীর ভেতর থেকে। মরগ্যান অনুসরন করলেন ওকে। রাস্তাটা একেবারে পরিত্যক্ত বলা যেতে পারে। সারা রাস্তা জুড়ে ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার দু' পাশের বেশীর ভাগ বাড়ীই ভাঙা চোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা দূরেই একটা ওয়্যার হাউস। সেটাও যেন একটা ভাঙা ধ্বংসস্তূপে পরিনত।

ছোটো ছোটো বাড়ীগুলোতে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু যে বাড়ীর জানলায়

পর্দা ভালো করে টানা নেই সেখান থেকে একচিলতে আলো দেখা যাচ্ছে। এবারে ওই যুবকটা সিগারেট ধরালো একটা। তারপর দেশলাইটা সামনের রাস্তায় ফেলে দিলো।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে যুবক এবার এগোতে আরম্ভ করলো। ওর হাত দুটো বর্ষাতির পকেটের ভেতরে ঢোকানো রয়েছে। একটা রাস্তা অতিক্রম করলো ওরা, মরগ্যান ওকে অনুসরণ করে এগোতে লাগলেন। রাস্তার একেবারে প্রান্তসীমায় একটা ছোট্ট কাফে। যুবকটি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ঠেললো। তারপর ঢুকে গেল ভেতরে, ভেতরে তেমন একটা বেশী জায়গা নেই। একদিকে সারি সারি উঁচু ধরণের খুপরি। কাফের মধ্যে কোনো খদ্দের আছে বলে মনে হলোনা।

এখানেও যেন জীবনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। শুধু একজন ধূসর চুল ওয়ালা বৃদ্ধা মহিলা বিবর্ণ পোশাকে ততোধিক বিবর্ণ একটা আলোর সামনে একটা কাগজ পড়ছিলেন। মরগ্যান এগোতেই তিনি তাকালেন ওর দিকে। তারপর সেই যুবকটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন।

শেষ খুপরি থেকে এবারে একটা শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কর্নেলকে এখানে নিয়ে এসো।'

যুবকটি এবার তাকালো মরগ্যানের দিকে।

* * *

ও' হেগানে 'লিয়াম'-এ বসে খাচ্ছিলেন। ওর ঠিক কনুইএর কাছে একটা চায়ের কাপ রাখা আছে। ও'হেগানের বয়েস এখন বছর চল্লিশ। কোঁচকানো একমাথা চুল, গায়ে একটা ঢিলেঢালা শার্ট। তার ওপরে একটা চামড়ার জ্যাকেট।

—'*হ্যালো মরগ্যান, তোমাকে বেশ সুস্থই লাগছে।*' বলে উঠলেন ও'হেগান। ইতিমধ্যে যুবকটি কাউণ্টারে গিয়ে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছে। মরগ্যান, একটা চেয়ারে ভালোভাবে বসলেন। ও'হেগান ওই যুবকটি সম্পর্কে মরগ্যানের কাছে রীতিমতো প্রশংসা করলেন। ওই যুবক ও'হেগানের প্রতি খুবই অনুগত।

ওরা দুজনে প্রাথমিক কথাবর্তা বলছিলেন। ইতিমধ্যে যুবকটি দু' কাপ চা নিজেই নিয়ে এসে হাজির হলো। চায়ে চুমুক দিয়ে ও'হেগান বললেন, 'তুমি কি জন্যে এসোছো মরগ্যান ?'

মরগ্যান বললেন জবাবে, 'আমার মেয়েকে তোমার মনে আছে ?'

ও'হেগান এবারে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আছে, কিন্তু এখন ওর বয়েস কতো হলো ?'

মরগ্যান জবাবে বললেন, 'গত সপ্তাহে তুমি ম্যাক্স কোহেনের গুলিবিদ্ধ হবার কথা কাগজে পড়োনি ?'

—'হ্যাঁ পড়েছি।' বললেন ও'হেগান। এবারে মরগ্যান বললেন, 'লোকটা ওকে খুন করে একটা গাড়ী হাইজ্যাক করে নিয়ে পালাচ্ছিল। পুলিশের একটা জীপ তাড়া করেছিল ওকে। প্যাডিংটনের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে মেগান থেকে বাড়ী ফিরছিল। ঠিক

তখনই লোকটা ওকে গাড়ী চাপা দেয়। তারপর একটা মরা কুকুরের মতো ওকে পাশের নর্দমায় ফেলে রেখে উধাও হয়ে যায়।

ও'হেগান এবারে অবাক হয়ে গেলেন। ওর দু'চোখ জুড়ে একটা বেদনার ছায়া নেমে এলো। গম্ভীর মুখে বললেন, 'খুবই দুঃখের ব্যাপার। ঠিক আছে, তুমি এখন কি চাও?'

—'নিরাপত্তার কারণে পুরোপুরি বর্ণনা প্রেসকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা দেখেশুনে মনে হয় ব্রিটানীয় লোকটাই এর জন্যে দায়ী।'

—'হ্যাঁ, ওই লোকটাই। একটা বিশেষ ধরনের অস্ত্র দিয়ে ও ম্যাক্স কোহেমকে খুন করে। একটা অদ্ভুত ধরণের সাইলেন্সার লাগানো মাউজার পিস্তল। যুদ্ধের সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্যে ওই ধরণের অস্ত্র তৈরী করা হয়েছিল। লোকটার কাছে ঐ ব্যাচের একটা রয়ে গেছে। এরকম ধরণের পিস্তল এখন আর পাওয়া যায় না।'

—'তা বটে।' ও'হেগান বলে উঠলেন। সামান্য থেমে নিশ্বাস নিয়ে তিনি আবার বলে উঠলেন, 'যে লোক এটা সরবরাহ করেছে তারইতো সন্ধান করতে চাইছো তুমি?'

—'ঠিক তাই।' জবাব দিলেন মরগ্যান। সামান্য থেমে বললেন আবার, 'স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী ওই অস্ত্র দিয়ে একটাই মাত্র খুনের ঘটনা আছে। সেটা ঘটেছিল ইউ কে তে। লণ্ডনের আর্মি ইনটেলিজেন্সের এক সার্জেন্টের কাজে ওই রকম ধরণের একটা অস্ত্র ছিল। লোকটা ছিল একজন প্রফেশন্যাল গানম্যান, নাম টেরেন্স মারফি। একজন কম্যাণ্ডো আবার ওকে গুলি করে খুন করে। তার নাম ছিল প্যাট কেলান। ওর কাছেও ওইরকম একটা অস্ত্র ছিল।'

ও'হেগান এবারে বললেন, 'এখন তুমি জানতে চাইছো ওরা কোথা থেকে অস্ত্র-গুলো পেয়েছিল, তাইতো?'

এই পর্যন্ত বলে ও'হেগান কাঁধটা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন আবার, 'এ ব্যাপারে অবশ্য একটাই সমস্যা আছে।'

—'কি সমস্যা?' জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। ও'হেগান বলে উঠলেন, 'টেরি মারফি আর প্যাট কেলান সবেমাত্র কাজ আরম্ভ করেছিল। বড়োদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা যোগ দিয়েছিল একটা ছোট দলে। সে দলটার নাম ছিল 'সনস অব এরিন'। এই দলটার নেতৃত্বে ছিল ব্রেনড্যান টুলি।'

মরগ্যান বললেন, 'হ্যাঁ, ওর নাম আমি শুনেছি। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, ওরা ওই মাউজারগুলো কোথা থেকে পেয়েছিল সে সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলেছিল?'

—'হতে পারে।'

মরগ্যান জবাবে বললেন, 'কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আমার জানা দরকার। সূত্রটা আমাকে যেমন করেই হোক পেতেই হবে।'

ও'হেগান এবারে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'মরগ্যান, তুমি ওই লোকটাকে কি জন্যে চাও? বিচারের জন্যে?'

—'বিচার চুলোয় যাক। আমি ওকে মৃত দেখতে চাই।' মরগ্যান বলে উঠলেন গম্ভীর ভাবে। ও'হেগান বললেন এবার, 'দেখা যাক, আমি কি করতে পারি। তুমি এখন ইওরোপায় ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করো।'

—'কতোদিন করবো?'

ও'হেগান জবাব দিলেন, 'সম্ভবতঃ দিন তিনেক তো অপেক্ষা করতেই হবে।'

—'খুব বেশী হয়ে গেল।'

—'কেন?'

—'সোমবার রাতে ওরা বেকফাস্ট ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে। একটা ইঁদুর পর্যন্ত জাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না।'

ও'হেগান জবাবে বলে উঠলো, 'খুব মজার ব্যাপার তো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে গেলো। সীমাস ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ও'হেগান পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে দ্রুত কোলের ওপরে রাখলো।

তখনই ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালো একজন ভীষণ আকৃতির লোক। মদে চুর, পা দুটো টলছিল ভীষণভাবে। সীমাসকে দেখে বলে উঠলো, 'এই চাঁদা দাও।'

—'চাঁদা কিসের? ওসব হবেনা।' বলে উঠলো সীমাস। লোকটা এবারে বললো, 'তাহলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।'

মরগ্যান এবার লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, তুমি কি আই. আর. এ সংগঠনের সংগে যুক্ত?

সীমাসই জবাব দিলো, 'না না, ও ভুল জায়গায় এসেছে।'

তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মদ খেয়েছ বেশ করেছো। এখন সোজা ভদ্রলোকের মতো বাড়ী চলে যাও।'

এবারে লোকটা এগিয়ে এসে সীমাসের গালে সজোরে একটা চড় মারলো। তারপর বললো, 'চাঁদা না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়বো না। সবকিছু ভেঙে দেবো।'

সীমাস সঙ্গে সঙ্গে একটা রিভলবার বের করে লোকটাকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে গেল। ও'হেগান আর মরগ্যান দুজনেই ওদের পেছনে বেরিয়ে এলেন। সীমাস ততোক্ষণে লোকটাকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গেছে। তারপরই গুলির শব্দ ভেসে এলো ওদের কানে। মরগ্যান দেখতে পেলেন, লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কটা ল্যান্ডরোভার গাড়ী বাঁক নিয়ে ওই রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। তারপরেই হঠাৎ সবগুলো একসংগে ব্রেক কষলো। একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছো ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

ততোক্ষণে ও'হেগান আর সীমাস দুজনেই কাফের পাশ দিয়ে একটা গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মরগ্যান কোনো উপায় না দেখে একরকম মরীয়া হয়েই ওদের

অনুসরণ করলেন।

*　　　*　　　*

মরগ্যান বুঝতে পারছিলেন না যে, তিনি শেষপর্যন্ত কোথায় যাচ্ছেন। ওরা আগে আগে দৌড়োচ্ছিল। মরগ্যান একরকম চোখ বুজে ওদের অনুসরণ করছিলেন। একটা আঁকাবাঁকা অন্ধকার রাস্তা ধরে ওরা সবাই এগোচ্ছিল। শেষে সবাই মিলে এসে হাজির হলো একটা ছোট্ট খালের কাছে। সামনেই একটা ঝোপঝাড়ের জংগল। সীমাস থমকে দাঁড়ালো ওখানে। ওর সঙ্গে আর একজন যুবক ছিল, সে পকেট থেকে একটা টর্চ বের করলো। টর্চটা জ্বলে উঠতেই সেই আলোয় মরগ্যান দেখতে পেলেন ঝোপঝাড়ের সামনে একটা বিরাট ম্যানহোল। এবারে সেই যুবকটি একটা স্টীলের সিঁড়ি ওর ভেতরে নামিয়ে দিলো। এরপর ওরা একে একে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। তারপর একটা পাথর দিয়ে ম্যানহোলের মুখটা বন্ধ করে দিলো।

মিনিট কুড়ি পরে ওরা একটা উঁচু দেওয়ালের পেছনে ফ্যাক্টরীর একটা চাতাল ফুঁড়ে উঠে পড়লো। তারপর এগোতে লাগলো সামনের দিকে। শেষপর্যন্ত এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে।

বাড়ীটা একটা গুদাম। ও'হেগান পকেট থেকে একটা চাবি বের করলেন। তারপর দরজার তালাটা খুলে ফেললেন। ওর ঢোকার পরে মরগ্যান আর সীমাস ভেতরে ঢুকলো। তারপর সেই যুবক আর ও'হেগান ঢুকলেন। সেই যুবকটি এবারে অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়াতে শুরু করলো। বলা বাহুল্য, একটা সুইচও খুঁজে পাওয়া গেল। সেটা অন্ করাতেই একটা মাত্র আলো জ্বলে উঠলো।

মরগ্যান দেখলেন যে, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা হচ্ছে একটা গ্যারেজ। মাঝখানে গাড়ী জাতীয় একটা জিনিষ দাঁড়িয়েছিল। ওর ওপরে একটা আচ্ছাদন দেওয়া, সেটা আবার ধুলোয় ভর্তি। ও'হেগান এগিয়ে গিয়ে সেই আচ্ছাদনটা খুলে দিলেন। দেখা গেল, সেটা একটা আর্মি ল্যাণ্ডরোভার। গাড়ীটার সামনেই একটা বোর্ড, তাতে লেখা আছে যা সেটা পড়া যাচ্ছে না।

—'নিখুঁত ব্যবস্থা।' ও'হেগান বলে উঠলেন। সামান্য থেমে চারদিক দেখে বলে উঠলেন আবার, 'আমরা কখানোই থামবো না। এই অবস্থায় এখানে বেশ আরামেই থাকতে পারা যাবে।'

কথাটা বলে তিনি ঘুরে গিয়ে পেছনের দরজাটা খুললেন। পাশের একটা আলমারী থেকে বের করলেন একটা জ্যাকেট। সেটা নিয়ে টেবিলের ওপরে রাখার পরে বললেন তিনি, 'সরকারের প্রতিটা জিনিষই আছে। আমি হবো সার্জেণ্ট আর সীমাস হবে আমাদের ড্রাইভার।'

মরগ্যান এবার জানতে চাইলেন, 'আমরা এখন ঠিক কোথায় আছি?'

—'তুমি জানতে চেয়েছিলে ওই মাউজারগুলো কোথা থেকে এসেছে। ঠিক আছে, আমরা ব্রেনড্যান টুলির কাছে গিয়ে সেকথা জিজ্ঞেস করবো।'

বলে উঠলেন ও'হেগান।

*   *

মাইল কুড়ি গাড়ী চলার পরে ওরা একটা পাহাড়ের মধ্যে ছোট্ট বাড়ীর সামনে এসে থামলেন। দরজা খোলাই ছিল, সামনেই একটা পুরোনো জীপ দাঁড় করানো আছে। বাইরে দুজন দাঁড়িয়েছে। তাদের গায়ে ছিল খামার বাড়ীর পরিচারকের পোশাক। ওদের মধ্যে একজনের মাথায় অদ্ভূত টুপি, নাম টিস প্যাট কেওফ। এই লোকটা টুলির ডানহাত। অন্য জনের নাম জ্যাকি ধ্যাপেরটি। ওদেরকে দেখে ওরা দুজন এগিয়ে এলো। একজন বললো, 'শুভদিন মিঃ হেগান। এখন আপনি যদি ল্যান্ডওভারটা এখানেই রাখেন তাহলে আমরা আপনাকে জীপে করে খামারে পেঁছে দেবো।'

ও'হেগান সীমাসের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। সীমাস গাড়ীটাকে গ্যারেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন, ততোক্ষণে সবাই নেমে এসেছে। কেওফ আর র‍্যাফারটি দরজা বন্ধ করে দিলো। ও'হেগান আর মরগ্যান দুজনেই যশস্ত্র। কেওফ বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই বন্ধুত্বসুলভ সাক্ষাৎকার মিঃ হেগান ?'

জবাবে ও হেগান বললেন, 'বোকার মতো কথা বোলোনা। এখন আমাদের খামারে পেঁছে দাও। খুব খিদে পেয়েছে। সারা দিনটাই একেবারে বাজে কেটেছে।'

খামারের জায়গাটা ভাল নয়। ছোট্ট একটা পাহাড়ের দেওয়াল পেছনে। সম্ভবতঃ বাতাস আটকানোর জন্যেই এরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। খামারবাড়ীর বাইরের দিকটা এমনই শোচনীয় অবস্থায় পেঁছেছে যে, এখনই সরানো প্রয়োজন। উঠোনটা একেবারে কাদায় থিকথিক করছে। শেষ পর্যন্ত তারই মধ্যে দিয়ে ওরা এগোতে লাগলেন।

ব্রেনড্যান টুলির চেহারাটা বেশ লম্বা চওড়া। দেখতেও মোটামুটি সুন্দর। ওদের দেখামাত্র এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানালেন ব্রেনড্যান টুলি। এই কিছুক্ষণ আগেই তিনি বিছানা থেকে উঠেছেন। গায়ে পুরোনো ধরণের একটা আলখাল্লা জড়ানো আছে। ওকে অনুসরণ করে ওরা সবাই একটা রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলো। চাদর জড়ানো এক মহিলা সেখানে ইতিমধ্যেই প্রাতঃরাশের খাবার তৈরী করে ফেলেছে।

মিঃ টুলি মরগ্যানকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ও'হেগানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ভদ্রলোক কে ? চিনলাম না তো ?'

জবাবে ও'হেগান বললেন আবার, 'এ আমার এক পুরোনো বন্ধু। ফ্রি ওয়েলস আর্মি'তে ছিল। উনসত্তর সালে একসময়ে ওরা আমাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল।'

সামান্য থেমে ও'হেগান আবার বললেন, 'এখন তোমার কাছে এসেছি সাইলেন্সার লাগানো বিশেষ ধরণের একটা মাউজারের খোঁজে। হঠাৎ এ প্রসঙ্গেই আমরা দুজন লোকের কথা মনে পড়ে গেল। তারা অবশ্য গতবছর মারা গেছে। ওরা দুজন হলেন টেরি মারফি আর প্যাট কেলান। ওদের কাছে ওই ধরণের পিস্তলই ছিল।

তাই না ?'

জবাবে টুলি এবার বললেন, 'ঠিকই বলেছো। এবারে ও'হেগেন বলে উঠলেন, 'বলতে পারো ওগুলোর খোঁজ তুমি পেয়েছিলে কোথায় ?'

টুলি এবারে বললেন, 'জ্যাগো ভাইয়েদের কাছে। ওরা লণ্ডনের দুজন সমাজবিরোধী।'

বলে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন আবার, 'তবে ওদের কাছে এখনো আছে কিনা তা বলতে পারবো না। কারণ ওরা ভীষণ অর্থলোভী। অর্থের প্রয়োজনে ওরা ওদের পূর্বপুরুষের কংকালও কবর থেকে তুলে বিক্রী করে দিতে পারে। এতোদিনে কি আর ওগুলো ওদের কাছে আছে ?'

এই কথার ভেতরে সামান্য বিব্রত বোধ করলেন মরগ্যান। তাসত্বেও ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ইতিমধ্যে এক গ্লাস হুইস্কি খাওয়া হয়ে গেছে মরগ্যানের। আর এক গ্লাস নিয়ে চুমুক দিলেন তিনি। তারপর ও'হেগানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমার এই কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

—'তাই নাকি ?' বলে উঠলেন ও'হেগান। একই সংগে উৎসাহিত আর বিব্রত দেখাচ্ছিল ওকে। টুলি এবার বললেন, 'এক কাজ করা যাক। একবার আমার বসার ঘরে চলে এসো। এখনো ব্রেকফাস্ট খাবার সময় চলে যায়নি। ততোক্ষণে কাজ হয়ে যাবে। ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুক।'

ও'হেগানকে নিয়ে টুলি বসার ঘরে এসে হাজির হলেন। এরপর ড্রয়ার থেকে তিনি একটা ম্যাপ বার করলেন। সেটা মেলে ধরলেন ও'হেগানের সামনে। মনোযোগ দিয়ে ও'হেগান সেটা দেখতে আরম্ভ করলেন। ম্যাপের নির্দিষ্ট জায়গাটি স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলের। সেই সংগে বাইরের কিছু দ্বীপপুঞ্জ। ও'হেগান জিজ্ঞেস করলেন 'এ সব কি ?'

—'এই যে দ্বীপটা দেখছো।' টুলি একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখালেন ওকে। তারপর বললেন আবার, 'এটা একটা মিসাইল ট্রেনিং বেস। মিচেল বেল নামে আমার একজন পরিচিত লোক ওখানকার কর্পোরেল টেকনিশিয়ান। জায়গাটা অবশ্য অনুন্নত। নাম স্কোরভোব।

—'হুঁ বুঝলাম। তারপর ?

টুলি আবার বললেন, 'এখানেই মাঝে মাঝে প্রায় নিয়মিত বলা যায় জনৈক সামরিক অফিসার তার কজন সংগী নিয়ে গ্লাসগো বিমান বন্দর থেকে 'ম্যালবোর্ন যেতেন। ওখান থেকে ওরা নৌকোয় করে যেতেন স্কোরভোর এলাকায়। যেটা দেখালাম তোমাকে। প্রায় প্রতি বৃহস্পতিবারেই ওখানে যেতেন ওরা। একবার একটা ঘটনা ঘটলো।'

—'কি ঘটনা ?'

জিজ্ঞেস করলেন ও'হেগান। জবাবে টুলি বললেন, 'একবার ম্যালে'গ যাবার পথে ওদের জীপটা থামানো হলো। আমি নজন লোক নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ওদের জায়গায় আমরা যাবো। অবশ্যই মিচেল সমেত।'

—'কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি ?'

ব্রেনড্যান টুলি ও'হেগানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন এবার। ওরা যে জিনিষটা ওই দ্বীপে পরীক্ষা করতো, তার নাম ছিল হাণ্টার। সেটা হলো একটা মাঝারি পাল্লার মিসাইল। অবশ্য অ্যাটমিক নয়। একটা নতুন ধরনের বিস্ফোরক। তার এতো ভয়ংকর আওয়াজ যে ভাবাই যায় না। লণ্ডনের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারতো সেটা।'

—'এবার নিশ্চিত তুমি উম্মাদ হয়ে গেছো।'

—'ঠিক আছে। আমি আসছি একটু।'

বলে টুলি একবার রান্নাঘরে গেলেন। কিন্তু ফিরে আসতে গিয়ে দেখলেন ও'হেগান বেরিয়ে আসছে। তার বগলে মানচিত্রটা। টুলিকে দেখামাত্রই ও'হেগান বলে উঠলেন, 'তুমি একটু দূরে থাকো। তারপর মরগান আর জনৈক যুবকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। সীমান্তের দিকেও তাকালেন। বললেন, 'তোমরা আমার পেছনে পেছনে এসো।' ওরা সবাই উঠোনের দিকে এগোলো। শেষে একেবারে গেটের সামনে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন টুলি, 'শোনো আমার কথা…।'

কিন্তু ও'হেগান ওর কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে দ্রুত এগোতে লাগলেন। মরগান একবার বলে উঠলেন, 'এসব কি হচ্ছে কিছুইতো বুঝতে পারছি না।'

ও'হেগান বললেন, 'তোমার বোঝার কোন ব্যাপার নেই। আর্মি কাউন্সিলের ব্যাপার। আসলে লোকটা একটা উম্মাদ। এমন একটা পরিকল্পনার কথা বললো যাতে আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহী নই।' ওরা ততোক্ষণে উচুনীচু রাস্তা ধরে আবার সেই ছোট্ট বাড়ীটার কাছে ফিরে এসেছে। দরজাটা তখনো বন্ধ ছিল। জীপের কোনো চিহ্ন নেই। এবারে ও'হেগান মরগান আর সীমাসকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'আমি যখন গাড়ীটা বের করবো তখন তোমরা আমাকে পাহারা দেবে। ওরা তা না হলে কিছু করে বসতে পারে।'

কথাটা বলে নিজের পিস্তলটা তিনি মরগ্যানের হাতে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও'হেগান গাড়ীটা বের করে নিয়ে এসে ভেতরে ঠিকভাবে বসলেন। তারপর দরজা শব্দ করে বন্ধ করলেন। ঠিক তখনই আচমকা একটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো। মরগান দাঁড়িয়েছিল। একটা গরম বাতাসের হলকা এসে ওর শরীরে লাগলো। মরগ্যান সহ্য করতে না পেরে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

পরক্ষণেই হাঁটু ভেঙে বসার চেষ্টা করলেন। দেখলেন সীমাস কোনোরকমে ওর হাত ধরে উঠে বসার চেষ্টা করছে। শরীরের যে জায়গাটা ধরেছিল সে জায়গায় একটা স্প্লিণ্টার ঢুকে গেছে।

ছোট বাড়ীটার অবস্থা ভীষণভাবে শোচনীয়। ল্যাণ্ডরোভারের ভগ্নস্তূপটা জ্বলছে ভয়াবহ ভাবে। একটা ইঞ্জিনের শব্দ মরগানের কানে এলো। সীমাসকে কোনোরকমে

টেনে হিঁচড়ে তুললেন তিনি। নিজেও খানিকটা আড়ালে আত্মগোপন করলেন। ওকেও নিয়ে গেলেন সেখানে।

জীপটা ক্রমশঃ এগিয়ে এলো। তারপরেই ব্রেক কষার শব্দ। গাড়ী থেকে এবারে বেরিয়ে এলো র‍্যাফার্টি।

ভয়াবহ উত্তাপ আড়াল করতে দুহাতে মুখটা ঢাকলো। তারপর তত্তটা পারলো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক তখনই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং মরগান। জিজ্ঞেস করলেন, র‍্যাফার্টি তুমি ?'

সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাফার্টি ওর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো। আর ঠিক তখনই মরগান তার রিভলবারের সমস্ত বুলেট ওর সারা শরীরে ভরে দিলেন। তারপর খালি রিভলবারটা ফেলে দিলেন ঝোপের ভেতরে।

শেষে গাড়ীটার কাছে গিয়ে স্টিয়ারিং এ বসলেন তিনি। তার আগে সীমাসকে কোনোরকমে নিয়ে এসে গাড়ীর সীটে বসিয়ে দিয়েছেন। ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'এখানে এমন কোনো ডাক্তার নেই যে আমাদের চিকিৎসা করতে পারে ?'

—হ্যাঁ আছে। দ্য হাইবারনিয়াস নার্সিং হোম। অনেকদিনের পুরোনো। এখান থেকে অবশ্য মাইল দুয়েক দূর হবে। ব্যালিমের্না এলাকায়। জবাব দিলো সিমাস। তারপরই জ্ঞান হারিয়ে গেল ওর।

মরগান চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। ডাঃ কেইলি আর একজন নার্স সীমাসের ওপরে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন। সীমাসের হাতে আর কাঁধে ব্যাণ্ডেজ। চোখ দুটো বোজা।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ কেইলি ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'ও এখন ঘুমোক। একটা ইনজেকশান দিয়েছি।'

'কিন্তু হঠাৎ সীমাস চোখ দুটো খুলে কোনোরকমে বলে উঠলো, 'আপনি এখন চলে যাচ্ছেন কর্ণেল ?'

—'হ্যাঁ।' মরগাণ বললেন আবার, 'আমি এখন লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি। আমার কাজ আছে। কিন্তু সীমাস তোমার পদবীটাযে এখনো আমার জানা হয়নি ?'

সীমাস এবারে খুব দুর্বল ভাবে হাসলো। তারপর জবাব দিলো, আমার পদবী কীগ্যান।'

এবারে মরগান ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান করার পরে ওর লণ্ডনের টেলিফোন নম্বরটা লিখলেন। তারপর সেটা ছিঁড়ে দিলেন। ওটা সীমাসের হাতে দিয়ে বললেন। ওটা সীমাসের হাতে দিয়ে বললেন, তোমার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে ফোন করবে। কেমন ? চলি।'

কথাটা শেষ করে তিনি দরজার দিকে এগোলেন। ঠিক তখনই সীমাসের কণ্ঠস্বর ওর কানে এলো, 'কর্নেল ওরা শেষ পর্যন্ত এরকম করলো কেন বলতে পারেন ?'

—'আমার মনে হয়, মিঃ টুলি কোনো একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। ও'হেগান সেটায় রাজী হননি। তিনি আর্মি কাউন্সিলকে জানিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। সেজন্যেই ব্রেনড্যান টুলি এই ভাবে ওকে থামিয়ে দেবার প্ল্যান করেছিলেন।'

সীমাস কীগ্যান ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

লিসবনে গিয়ে প্রথম যে পাবলিক ফোনটা পাওয়া গেল সেখান থেকেই তিনি আর্মি ইনটেলিজেন্স হেডকোয়ার্টাসে ফোন করলেন। তাদের জানালেন, ব্রেনডান টুলি এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছেন। সেই সঙ্গে সনস অব এরিন এর ব্যাপারটাও জানাতে ভুললেন না। অবশ্য তিনি জানতেন যে, ইতিমধ্যেই ওরা পালিয়ে গেছে ওখান থেকে।

এরপরে সেদিনই তিনি ট্রেনে করে সোজা চলে এলেন বেকফাস্টে। সেখান থেকে ইওরোপায় গেলেন। সবশেষে তিনি চলে এলেন স্থানীয় এয়ারপোর্টে। এবার তার গন্তব্য স্থান লন্ডন শহরে। বিমানের অপেক্ষায় তিনি লাউঞ্জে বসে রইলেন চুপচাপ।

সুইডেনের ওপর দিয়ে হেলসিংকির দিকে বিমানটা উড়ে যাচ্ছিল। জন মিকালি বসে ছিল একটা সীটে। তার কোলের ওপরে খোলা একটা ফাইল। ওতে অ্যাশ মরগানের সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় রয়েছে। মিকালি মনোযোগে পড়ছিল সেটা। এই ফাইলে মরগানের কেরিয়ারের নিখুঁত ধারাবাহিত বর্ণনা আছে। এছাড়া ছিল ওর ছবি আর ওর সঙ্গীসাথীদের বর্ণনা। মরগানের ছবিটা মিকালি বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলো। তারপর সীটে হেলান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলো আপন মনে।

ও যে এ' ব্যাপারে আতঙ্কিত তা নয়। কারণ মরগান কোনোমতেই ওর কাছে পৌছোতে পারবে না। কারণ এমন কোনো সূত্র নেই যে, মরগানের পক্ষে ওকে সন্দেহ করা সম্ভব। ওর কাজকর্মের ধারা খুবই গোপনীয় আর সাবধানী। একেবারে নিখুঁত।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের এক সুন্দরী বিমান সেবিকা ওকে চেনে। ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি, মিঃ মিকালি, আপনি কি হেলসিংকিতে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন?'

মিকালি জবাবে বললো, 'হ্যাঁ।'

—'ঠিক আছে স্যার। আমি যদি টিকিট যোগাড় করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আপনার অনুষ্ঠান শুনবো।'

জন মিকালি মেয়েটিকে এবারে ভালো করে দেখলো। দেখতে বেশ সুন্দরী। মাথায় ঘন সোনালী রঙের চুল। মেয়েটির দিকে মিকালি উদাসীন। ভাবে একবার তাকালো। তারপর বললো, 'তোমার ঠিকানাটা আমাকে দিও। আমি একটা টিকিট

তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। তারপর অবশ্য আমার একটা পার্টি আছে। ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। তবে তোমার অন্য কাজ থাকলে আলাদা কথা।'

—'চমৎকার হবে।' হেসে বলে উঠলো মেয়েটি। সামান্য হেসে আবার বলে উঠলো মেয়েটি, 'আপনাকে এখন কিছু দিতে পারি ?

—'আধ বোতল স্যাম্পেন।' বলে উঠলো মিকালি। চলে গেল মেয়েটি। জানলার দিকে তাকালো জন মিকালি। মনের মধ্যে এক ধরনের ক্লান্তিভাব। সত্যি বলতে কি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ভাববার ওর কোনো মন নেই এখন। সেই মেজাজও এখন ও আর পাচ্ছে না। হেলসিংকিতে অনুষ্ঠান শেষ করে ও ফিরে যাবে এথেন্স। যেমন করে হোক। তারপর ওখান থেকে সোজা গিয়ে হাজির হবে হাইড্রাতে।

এই পর্যন্ত ওর ভাবনাটা ছিল চমৎকার। খানিকক্ষণ পরেই বিমান সেবিকাটি ওকে শ্যাম্পেন এনে দিলো। সেটাতে চুমুক দিয়ে সাময়িকভাবে মানসিক শক্তি ফিরে পেলো ও। একটু একটু করে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগলো জন মিকালি। তারপর আবার মরগান সম্পর্কিত ফাইলে মনোযোগ দিলো। লোকটা খুব চতুর আর বুদ্ধিমান। ফাইলের পাতা ওলটালো জন মিকালি।

আট

হার্ভি জ্যাগো বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল। ওকে এখনো লাইটওয়েট লিফটারদের মতো দেখতে। অবশ্য প্রথম জীবনে ও সেরকমই ছিল। চোখের চারপাশে দাগ আর ভাঙা নাক তারই চিহ্ন বহন করে চলেছে। ইচ্ছে করলে এগুলোকে ও সারিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু নারীরা ওর এগুলো খুবই পছন্দ করে। কারণ এই চিহ্নগুলোর জন্যে ওকে বেশ রুক্ষ লাগে। একটা পুরুষালী ভাব। কিন্তু ওর চোখ দুটোই বলে দেয় প্রকৃত মানুষটা কেমন। কঠিন নিষ্ঠুর, যার নির্দয় প্রকৃতির।

ঠিক এই মুহূর্তে অর্থাৎ আজ সকাল থেকেই ওর মনটা তেমন একটা ভাল নেই। অনেক ব্যবসার মধ্যে বেলগ্রেভিয়ার যুবতী মেয়েদেয় নিয়ে একটা দেহপোজীবি ব্যবসা আছে। ওদের কাজ হলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্মানীয় মানুষদের খেয়ালখুশী মেটানো। গত কাল সন্ধ্যেবেলা সেখানে পুলিশ আচমকাই তল্লাসী চালিয়েছিল।

এর ফলে বেশ কিছু নামী লোক পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। অবশ্য এজন্যে ও ঠিক বিব্রত বোধ করছে না। মেয়েগুলোর হয়ে জরিমানা দেবার জন্যে কিংবা ওই রাতে আয় না হওয়ার জন্যে জ্যাগো তেমন চিন্তিত নয়।

ও অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটার সঙ্গে মোটেই জড়িত নয়। কারণ পুরো সম্পত্তিটা অন্য একজনের নামে রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্তরের পুলিশ অফিসাররাও

প্রতি মাসে মোটা রকমের মাসোহারা পেয়ে যায়। আসল চিন্তা তাদের অসহযোগিতার ব্যাপারটা নিয়ে।

ও বসার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর সোজা গিয়ে দাঁড়ালো জানলার সামনে। ওর একজন ফিলিপিনো পরিচারিকা আছে। তার নাম মারিয়া। সে সঙ্গে সঙ্গে কফি এনে দিল ওকে।

ও চলে যাবার পর কালো পোশাকে কেতাদুরস্ত হয়ে প্রবেশ করলো ওর ভাই অর্নল্ড। জ্যাগোর চেয়ে অর্নল্ড বছর দশেকের ছোটো। তবুও ওর চুল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। গালটা একেবারে বসে গেছে বিশ্রীভাবে। শরীরেও একটা শীর্ণভাব। সব সময়েই ওর সারা মুখজুড়ে কিসের যেন একটা দুশ্চিন্তা। তবে একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। আর্নল্ডের মাথা খুবই পরিষ্কার। অর্থের ব্যাপারে ওর মাথা একেবারে কমপিউটারের মতো কাজ করে।

হার্ভি জিজ্ঞেস করলো, 'কাল রাতের জন্যে কতো গচ্চা দিতে হবে আমাকে?'

—'কিছু তো যাবে।' বলে উঠলো আর্নল্ড। সামান্য চুপ করে হার্ভির দিকে তাকিয়ে আবার বললো ও। তবে আমি নিশ্চিত নই এখনো যে কতোটা খসবে। ওদের মধ্যে আবার বেশ কিছু মেয়ে বার তিনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মানে কিছু একটা ব্যাপার আছে। ওদের জন্যে আইনগত ব্যাপারেও বেশ কিছু খরচ হবে।'

এবারে হার্ভি বলে উঠলো, 'বাই নিক আর্নল্ড, আমি জানতে চাই কে আমাকে পথে বসাতে চাইছে। এইটাই আমার এখন জানা দরকার।

আর্নল্ড জবাবে বললো, 'সেটা জানারই ব্যবস্থা করছে।' বলে সামান্য থামলো আর্নল্ড। তারপর আবার বললো, 'তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায়?'

—'কি নাম?'

জবাবে আর্নল্ড বললো, 'অ্যাশ মরগান।'

—'কি চায় লোকটা?', জিজ্ঞেস করলো হার্ভি। জবাবে আর্নল্ড বললো, 'তা আমাকে বলে নি। তবে তোমাকে এটা দিতে বলেছে।' তারপর ওর হাতে মিডল্যাণ্ড ব্যাংকের মোড়কে কুড়ি পাউণ্ডের একটা মোড়ক ওর হাতে দিলো। বললো, 'এতে পাঁচশো আছে।'

জ্যাগো সেটা নিয়ে নাকে ঠেকালো। তারপর বলে উঠলো, 'হে ঈশ্বর! এই জিনিষটার গন্ধ শুকতে আমার কি যে ভাল লাগে কি বলবো। ঠিক আছে আর্নল্ড, তুমি ওকে গাড়ী করে নিয়ে এসো। দেখা যাক। লোকটা আমার সঙ্গে ঠিক কি ধরণের খেলা খেলতে চাইছে।'

আর্নল্ড ওর বুকের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'ঠিক আছে।'

* * *

মরগান একটা হালকা রঙের সোয়েটার পড়েছিলেন। জ্যাগো গ্লাসে স্কচ ভরে দিলো। তারপর তাকালো দরজার দিকে। আর্নল্ড দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, 'মিঃ মরগান এসেছেন।'

—'হুঁ।' ভেতরে নিয়ে এসো।'

মরগান এসে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখোমুখি বসলেন। তারপর বললেন, 'আমি কর্নেল অ্যাশ মরগান।'

—'ও আচ্ছা।' বলে জ্যাগো একটা বিচিত্র মুখ ভংগী করলো। তারপর বললো, 'এখন আমাকে কি করতে হবে?'

বলে পাঁচশো পাউন্ডের মোড়কটা হাতে তুলে নিলো। তারপর আবার বলে উঠলো, 'আমি খুবই ব্যস্ত মানুষ। সুতরাং যা বলার সংক্ষেপে বলবেন।'

—'ব্যাপারটা খুবই সাধারণ।' মরগান জবাবে বললেন, 'গত সপ্তাহে ম্যাক্স কোহেন নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। যে রিভলবারটা ওকে খুন করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা একটা মাউজার সেভেন পয়েন্ট সিকস্থি থিু। উনিশশো বত্রিশের মডেল। বিশেষ ধরণের এস. এস. সাইলেন্সার লাগানো। এই ধরণের অস্ত্র আজকের দিনে বিরল। গত বছর আই. আর. এ কে তোমার সংগঠন দুখানা সাপ্লাই করেছিল।' আর্নল্ড মাঝখানে বলে উঠলো, 'ঐ কথা কে বললো আপনাকে?'

মরগান জ্যাগোর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'ব্রেনডান টুলি। গতকাল ওর সঙ্গে আমি আলস্টারে ছিলাম।'

—'শুনুন—।' আর্নল্ড মাঝখানে বলে উঠলো। তাকে জ্যাগো নিরস্ত করলো হাত দিয়ে। তারপর বললেন, 'তুমি তো আর আইন রক্ষক নও। তাহলে ব্যাপারটা আপনি কিভাবে নিচ্ছেন?'

মরগান বললেন, শোনেনি, যে লোকটা ম্যাক্স কোহেনকে খুন করেছিল, সে পালাবার সময়ে আমার মেয়েক গাড়ী চাপা দিয়ে পালিয়েছে। হতভাগী ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। ওই লোকটাকে যেমন করেই হোক আমার চাই।'

—'এবারে বুঝতে পেরেছি। আপনি মনে করছেন ম্যাক্স কোহেন যে রিভলবারের গুলিতে মারা গেছেন অন্যান্যগুলো সব ওই একই জায়গা থেকে এসেছে?'

—'তা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।' মরগান পকেট থেকে আরো এক তাড়া নোট বের করলেন। তারপরে সেটা রাখলেন টেবিলের ওপরে। বললেন, „আরো পাঁচশো দিলাম। জ্যাগো এবার ব্যাপারটা ভেবে দেখবে আশা করি। তোমার খবরের জন্যে আমি দাম দিতে রাজী আছি।'

—'কিন্তু অতো দাম কি আপনি দিতে পারবেন?'

—'কতো দিতে হবে বলো?' মরগান ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—'আরো হাজার খানেক লাগবে।'

মরগান এবার বললেন, 'ঠিক আছে, দেবো। কিন্তু খবর কখন পাওয়া যাবে?'

জ্যাগো এবার বললো, 'এ' ব্যাপারে আমাকে একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে আজকালের মধ্যেই আমি জেনে নিতে পারবো। চেমলায় আমার একটা ক্লাব আছে। আমি ওখানেই আপনার সংগে ঠিক নটা নাগাদ দেখা করবো।'

—'ঠিক আছে।' বলে উঠলেন মরগ্যান। একটু থেমে আবার বললেন, 'তাহলে আমি এখন চলি জ্যাগো। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বলে দরজার দিকে এগোলেন মরগ্যান। জ্যাগো এবারে বলে উঠলো, 'কর্নেল, বাকী হাজার পাউণ্ডের কথাটা কিন্তু ভুলে যাবেন না।'

—'নিশ্চয়ই। আমি আমার কথা রাখবো।'

মরগ্যান এবারে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

* * * *

ডেস্কে বসে নিজের রিভলবারটা পরিষ্কার করছিলেন অ্যাশ মরগ্যান। ঠিক সেই সময়ে ক্যাথারিন ওকে ফোন করলো।

—'তুমি ফিরেছো?'

—'হ্যাঁ, গতরাত্রে ফিরেছি?'

—'কিছু পাওয়া গেল?'

—'আজ রাতেই সেটা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারবো।' জবাব দিলেন মরগ্যান। থেমে আবার বললেন, 'তুমি কোথা থেকে ফোন করছো?

'কেমব্রিজ থেকে?'

—'না।' ক্যাথারিন জবাব দিলো। মরগ্যান আবার বললেন, শোনো ক্যাথারিন, চেমলার একটা ক্লাবে লণ্ডনের এক বিখ্যাত ক্রিমিন্যালের সঙ্গে আজ রাতে আমার দেখা করার কথা। পরে তোমাকে সবকিছু বলবো।'

ক্যাথারিন বিলে এবারে বলে উঠলো, 'যতদূর জানি, লণ্ডনের ওটা দামী নাইট ক্লাব, বিখ্যাতও বটে।'

—'হ্যাঁ ওয়াতো তাই বলেছে। তুমি যেতে চাও যদি তাহলে তৈরী হয়ে চলে এসো।'

—'আমাকে নিয়ে যাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন। জবাবে মরগ্যান বললেন, 'হ্যাঁ নিয়ে যাবো।'

বলে রিসিভারটা রেখে দিলেন তিনি। তাকালেন সামনের দিকে। বন্ধ জানলার ছোট্ট একটা গর্ত থেকে ক্ষীণ একটা আলোর রশ্মি ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল।

* * *

যেমন বলা হয়েছিল জায়গাটা ঠিক তেমনই বটে। সেই রকম নরম আলো, সুন্দর ব্যাণ্ড। পরিচারক গুলোও যথেষ্ট মনোযোগী আর কর্মতৎপর। সবকিছুই প্রত্যাশিত। হলঘরের সবচেয়ে দামী টেবিলে নিয়ে গিয়ে ওদের বসানো হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের টেবিলে নিয়ে আসা হলো দামী শ্যাম্পেন। পরিচারকটি হেসে বললো মরগ্যানকে, 'এটি মিঃ জ্যাগোর সৈজন্যে। আপনারা আজ রাত্রে ওর অতিথি। আগেই মিঃ জ্যাগো আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।'

মরগ্যান চারদিকে তাকিয়ে শ্যাম্পেন তুলে নিলেন। ক্যাথারিনও তাই করলো।

কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারক এসে ওর কানে খুব নীচুস্বরে কি যেন বললো। ক্যাথারিন শ্যাম্পেন খাচ্ছিল একমনে। মরগ্যান উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পরিচারকটিকে অনুসরণ করলেন। ক্যাথারিনকে ইংগিতে বসতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা একটা দরজার সামনে এসে হাজির হলো। সামনেই লেখা আছে ঃ ব্যক্তিগত। দরজা খুলে পরিচারকটি ওদের ভেতরে নিয়ে গেল। সামনেই সিঁড়ি, নিখুঁতভাবে কার্পেট বিছানো। আর্নল্ড ঠিক সিঁড়ির মাথায় অপেক্ষা করছিল। মরগ্যানকে দেখে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানালো ও। তারপর ভেতরে নিয়ে গেল। ভেতরে ডেস্কে বসেছিল জ্যাগো, হাতে একটা সিগারেট। বললো, 'এসে গেছেন মিঃ মরগ্যান।'

বলে একটা জ্যাকেট থেকে দামী ব্র্যাণ্ডের একটা সিগারেট ওর হাতে দিলো। তারপর নিজেই ধরিয়ে দিলো। শেষে বলে উঠলো, 'তলায় ঠিকমতো যত্ন করেছেতো ?'

—'চমৎকার আতিতেয়তা, আমি নিশ্চয়ই ভুলবো না।'

হেসে বলে উঠলেন মরগ্যান।

তারপর বললেন, 'জ্যাগো, আমার তোমারই মতো সময় খুব কম। মনে আছে তো, আমি কিজন্যে এসেছি।'

— 'আমি কিন্তু আরো একহাজার পাউণ্ড চেয়েছিলাম।' বলে উঠলো জ্যাগো। মরগ্যান পকেট থেকে একটা মোড়ক বের করলেন। টেবিলের ওপরে রাখলেন। তারপর বললেন, 'তুমি খবরটা আমাকে বলো এবার। তারপর এটা দেবো তোমাকে।'

জ্যাগো মৃদু হেসে হাই তুলে মরগ্যানের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'আপনি যে খবর চান তা এখনো আমি পাইনি।'

—'পাওনি না চেষ্টা করোনি ?' মরগ্যান বলে উঠলেন এবার, মুখটা গম্ভীর। জ্যাগো এবার বলে উঠলো, 'আমার সময় খুবই মূল্যবান।'

বলে আর্নল্ডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আর্নল্ড, কর্নেলকে রাস্তা দেখিয়ে দাও। আমার এখন জরুরী কাজ আছে।'

ততোক্ষণে মরগ্যান উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেছেন। সামনের টেবিলে একটা দামী ফুলদানী ছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে ফুলদানীটা তুলে একবার দেখলেন মরগ্যান। তারপর ওটাকে আছড়ে ভেঙে ফেললেন। বললেন জ্যাগোর দিকে তাকিয়ে, 'এটা উনবিংশ শতাব্দীর জিনিষ। তবে পাওয়া যায়। দেখতে অবশ্য চমৎকার।'

বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মরগ্যান বেরিয়ে যাবার পরেই জ্যাগো ছুটে এলো ভাঙা ফুলদানীটার কাছে। বেশ কয়েকটা টুকরো হয়ে গেছে ওটা, তার একটা টুকরো তুলে নিয়ে দেখতে আরম্ভ করলো জ্যাগো। দু'চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আর্নল্ডের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলে উঠলো জ্যাগো, 'আর্নল্ড, তুমি জানোতো কি করতে হবে। ওদের বলো যেন ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয়। পরে যদি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে তবে আবার ওখানেই পাঠাবো ওকে।'

আর্নল্ড দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

*　　　*　　　*

মরগ্যান আর ক্যাথারিন গাড়ীর সামনে পৌঁছে গেছে। ক্যাথারিন বললো, 'এখন তুমি কি করতে চাও মরগান ?'

—'ওকে আরো একবার বোঝাবার চেষ্টা করবো ভাবছি।' জবাব দিলেন তিনি। ওরা গাড়ীটার প্রায় সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল ততোক্ষণে। এদিকে আর্নল্ড দুজন সাকরেদ নিয়ে রাস্তার একপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ওদের আগেই দেখতে পেয়েছিলেন মরগ্যান। ওদের চোখে যাতে না পড়ে সেজন্যে ক্যাথারিনকে নিয়ে খুব সাবধানে গাড়ীগুলোর আড়ালে নীচু হয়ে এগোতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা গাড়ীতে উঠে বসে স্টার্ট দিলেন। নিমেষের মধ্যেই গাড়ী ছুটে চললো সামনের দিকে। ক্যাথারিন বললো, 'তুমি জ্যাগোকে চটিয়ে দিলে কেন ?'

—'ভয় নেই। আমার এ'ধরণের কাজে আক্ষেপ করার কিছু নেই।'

গাড়ী ততক্ষণে দ্রুতবেগে রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

*　　　*　　　*

ডিউরো প্লেস-এর বাইরে গাড়ীটা থামলো ওদের। গাড়ীর ভেতর থেকে নামলো ক্যাথারিন। তারপর জিজ্ঞেস করলো মরগ্যানকে, 'তুমি ভেতরে আসবে ?'

—'না, আমার এখন কাজ আছে।'

—'যেমন ?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন। জবাবে মরগ্যান বললেন, 'জ্যাগোকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।'

ক্যাথারিন আর কিছু বলার আগেই মরগ্যান দ্রুতবেগে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে এগোতে আরম্ভ করলেন। এদিকে আর্নল্ড ওকে অনুসরণ করেছিল। সে বাড়ীটার নাম্বার দেখে আবার ফিরে চললো ডেরায়।

*　　　*　　　*

ফারগুসন ডেস্কে বসে নিজের মনে কাজ করছিলেন। ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো, রিসিভারটা তুলে নিলেন তিনি। ওপ্রান্ত থেকে হ্যারি বেকারের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। প্রাথমিক কিছু খবরাখবর বিনিময়ের পরে ফারগুসন জিজ্ঞেস করলেন ওকে, 'তুমি কি গোয়েন্দা দপ্তরের লোক মারফৎ ও'হেগেনের খোঁজ নিয়েছিলে ?'

—'নিয়েছি।' বেকার জবাব দিলেন আবার, 'কিন্তু ওতো এখন চোখের বাইরে চলে গেছে।'

ফারগুসন এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মরগ্যানের খবর কি ? আজ রাত্রির পর্যন্ত ?'

—'কেমব্রিজের ক্যাথারিন রীলের সঙ্গে ওর কিছু একটা চলছে। ভদ্রমহিলা আবার মনঃস্তত্ত্ববিদ। থাকে ডিউরো প্লেসের একটা ছিমছাম ফ্ল্যাটে।'

সামান্য থেমে আবার বললেন, 'ঠিক আটটা নাগাদ ওকে নিয়ে মরগ্যান বেরিয়েছিলেন। ওদের দেখে মনে হলো সারা রাত্রিরটাই বাড়ীর বাইরে থাকবে।'

—'কোথায় গিয়েছিল ওরা ?'

—'জানিনা। তবে আমার লোক ওকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত নজর রাখা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।'

কথাটা শোনা মাত্রই রেগে গেলেন ফারগুসন। বললেন, 'ওর মতো একটা নির্বোধকে তাহলে কাজে পাঠিয়েছিলে কেন?'

এবারে বেকার বলে উঠলেন, 'মরগ্যানের কাজকর্মই ওইরকম অসাধারণ। বাইরে বেরোলেই ও যেন অনুসরণকারীর গন্ধ পেয়ে যায়।'

—'ঠিক আছে সুপারিনটেণ্ডেন্ট, তুমি যা বলছো তাতে তো ওকে একদমই অনুসরণ করা যাবে না।'

বেকার এবার বললেন, 'কেন্দ্র থেকে রেডিও কণ্ট্রোল সমেত একটা দল পাঠানো হচ্ছে।'

ফারগুসন বলে উঠলেন, 'না, তার দরকার নেই।'

তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। ওদিকে বেকার ইনফরমার মাধ্যমে বাইরের অফিসে সার্জেণ্টকে জানালেন, 'জর্জ, তুমি ম্যাকেঞ্জিকে সরিয়ে নিয়ে এসো ওখান থেকে।'

—'ঠিক আছে স্যার। ওই ব্যাপারে আর কোনো নির্দেশ আছে?'

—'পরে জানাবো।'

হ্যারি বেকার রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

নয়

ম্যাকেঞ্জি ওয়ারলেস মারফৎ ফিরে যাবার জন্যে খবর পেলো। ঠিক তখনই মরগ্যান পণ্ট স্ট্রীটের কোনো একটা রেস্তোরায় বসেছিলেন।

বিকেলবেলা। তখনও দিনের আলো ফুটে আছে। মরগ্যান পুরো এলাকাটাকেই ভালভাবে দেখে নিয়েছেন। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি পুরো মাত্রায় ওয়াকিবহাল। ড্রাইভারকে আগেই বলছিলেন যে, কিংস রোডে সেণ্ট মার্কস কলেজে ওকে জানিয়ে দিতে। সেখান থেকে চেলসা পায়ে হেঁটে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা।

সামনেই একটা কারখানা, নাম ওয়েদারবাই এ্যাণ্ড সন্স। রঙের কারখানা। কিছুক্ষণ বসে কাটালেন মরগ্যান। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসতেই রেস্তোরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন, পকেট থেকে একটা মুখোশ বের করে পরে নিলেন। হাতে পরলেন চামড়ার দস্তানা।

সামনের গেটের সামনে আলো জ্বলছিল। কিছু প্রহরী চলাফেরা করছে। বিকেলে একবার এসেছিলেন তিনি, তখনই তৈরী করে রেখেছিলেন যাবার রাস্তাটা। সামনেই একটা দেওয়াল, যে পিলার গুলোর কারখানাটা দাঁড়িয়ে আছে সেই পিলারই

একেবারে দেওয়াল পর্যন্ত পেঁছে গেছে। জায়গাটা জলে ভর্ত্তি।

মরগ্যান এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। দেওয়ালের ওপাশেই নদী, আসলে দেওয়ালটা একটা বাঁধ। মরগ্যান গিয়ে জলে নামলেন, তখন জলে বেশ স্রোত। এদিকে ওদিকে কিছু শ্যাওলাও আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে পিলারের ওপরে উঠে এলেন। সেখান থেকে সোজা এসে হাজির হলেন কারখানার পেছন দিকের চাতালে।

একতলায় একটা ধোঁয়া বেরোনোর চুল্লি রয়েছে। সবচেয়ে ওপরের দিকে একটা দরজা। ইস্পাতের পাত দিয়ে শক্ত করে আঁটা। শেষপ্রান্তে একটা তালা ঝুলছিল। একটা ইস্পাতের শিক বের করলেন তিনি। ওটা ছিল বাঁপায়ের বুটের ভেতরে লুকোনো। তালায় ভেতরে ঢুকিয়ে তিনি ঘোরাতে লাগলেন খুব সাবধানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুলে গেল সেটা। মরগ্যান ঢুকলেন ভেতরে।

হাতে একটা টর্চ ছিল, সেটা একবার জ্বালালেন। এই জায়গাটায় এ্যালকোহলের গন্ধে ভরপুর। ঘরের একেবারে শেষপ্রান্ত অবধি ড্রাম রাখা আছে সারি সারি। মরগ্যান এগিয়ে গিয়ে একটার ছিপি খুলে সেটা শুঁকলেন। অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া গেল। এরপর তিনি এগিয়ে গিয়ে জানলা দিয়ে একবার নীচের চাতালের দিকে তাকালেন। ইউনিফর্ম পরা একজন পাহারাদার চেয়ারে বসে ঢুলছে। ওর পাশেই একটা বিরাট আকারের অ্যালশেসিয়ান ঘুমোচ্ছিল।

মরগান কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন। এসে পেঁছোলেন শেষে আর একটা ঘরের মধ্যে। এই ঘরটা দেখতে অনেকটা গ্যারেজের মতো। পরপর দুটো ভ্যানও দাঁড়িয়েছিল সেখানে। একটা তিন টন মাল বহন করতে সক্ষম ট্রাকও দাঁড়িয়েছিল।

ট্রাকের ওপর বেশ কিছু স্কচ হুইস্কির বাক্স রাখা। অন্ততঃ মরগ্যানের সেরকমই মনে হলো।

ঘরের দরজায় একটা ইস্পাতের খিল আটকানো। তাতে তালা চাবি দেওয়া আছে। মরগ্যান একটা জানলার সামনে গিয়ে নীচের দিকে তাকালেন। ছোট্ট একটা সিঁড়ি একেবারে উঠোনে গিয়ে পেঁছেছে। এখান থেকে অবশ্য সেই পাহারাদারটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না।

দাঁড়িয়ে তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। অ্যালকোহলের ড্রাম যে ঘরে রাখা ছিল সেই ঘরে আবার ফিরে এলেন তিনি। একটা ড্রামের ছিপি খুলে ফেললেন। তারপর সেটাকে এমনভাবে কাত করে রাখলেন যাতে ভেতরকার তরল পদার্থে পুরো মেঝেটা ভেসে যায়।

এরপরে সোজা নীচে গেলেন মরগ্যান। ট্রাকের কেবিনে ঝুঁকে গীয়ারটাকে টেনে নিউট্রাল করে দিলেন। হ্যান্ড ব্রেকটাকে ফ্রি করে দিলেন তারপর। দরজার সামনে ইস্পাতের খিলটা সরিয়ে দিলেন। তারপর খুব সাবধানে দরজাটা খুলে দিলেন মরগ্যান।

ছোট ঘরটা থেকে বিন্দুমাত্র প্রাণের সাড়া মিলছিল না। তিনি ঘুরে ট্রাকটার পেছনে গিয়ে হাজির হলেন। তারপর সেটা ঠেলতে আরম্ভ করলেন সামনের দিকে। এবারে ওটা গড়াতে শুরু করলো, প্রথমে ধীরে ধীরে। পরে বেগ ক্রমশঃ বাড়তে আরম্ভ করলো। আচমকা সেটার গতি শেষপর্যন্ত এতো বেড়ে গেল যে, মরগ্যান সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ওপরে চলে এলেন তিনি। ট্রাকটা ততোক্ষণে উঠোন পেরিয়ে চলে এসেছে। তারপর সোজা গিয়ে সেটা ধাক্কা মেরেছে গেটে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল গেটটা। ট্রাকটা এসে পড়লো সোজা রাস্তার মাঝখানে।

তখন মরগ্যান অ্যালকোহল ভর্তি ঘরের ভেতরে এসে পৌঁছেছেন। মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সামান্য ভাববার পরে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালেন। তারপর সেটা অ্যালকোহল জমে থাকা মেঝের ওপরে ছুঁড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা জুড়ে আগুন জ্বলে উঠলো।

অনেকটা গ্যাস বিস্ফোরণের মতো। তিনি বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে ধোঁয়া বেরোনোর রাস্তা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এসে থামলেন সেই বাঁধের অর্থাৎ দেওয়ালের মুখটার কাছে। তারপর পেছন ফিরে তাকালেন, ততোক্ষণে সারা বাড়ীটা দাউদাউ করে জ্বলছে ভয়ংকর ভাবে।

খবরটা যখন জ্যাগোর কাছে পৌঁছোলো তখন ও রাগে একেবারে জ্বলে উঠলো। রীতিমতো চীৎকার করে ও আর্নল্ডের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। জ্যাগো রিসিভারটা তুলে নিলো। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো মরগ্যানের কণ্ঠস্বর, 'কি ব্যাপার জ্যাগো, এখন বলবে তো ?'

জ্যাগো কোনো জবাব দিলো না। মরগ্যান আবার বলে উঠলেন, 'না কি আমি আবার আমার খেলা দেখাবো ?'

—'তুমি একটা বেইমান…।'

—'তা আমি জানি।' হেসে উঠলেন মরগ্যান। তারপর বলে উঠলেন আবার, 'এখন এসো জ্যাগো, আমাদের কাজের ব্যাপারে আবার একবার আলোচনা করা যাক। মাউজার পিস্তল কোথা থেকে পেয়েছিলে তার উৎস তোমাকে জানাতেই হবে। খবরটা পেলে তোমাকে আমি আর কিছু বলবো না। আমি কথা দিচ্ছি।'

আর্নল্ড পাশ থেকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। জ্যাগো ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে। তুমি জিতে গেছো। শোনো আমি পোলম্যান বলে একজনের সঙ্গে কথা বলে নিই আগে। তারপর তোমাকে ফোন করে জানাবো।'

—'কথা দিচ্ছো কিন্তু।' মরগানের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ। জ্যাগো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'একটার পরে তোমাকে জানাবো।'

—'ঠিক আছে।'

এবারে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো জ্যাগো। তারপর গম্ভীর মুখে একটা

শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে বসলো। ছোট্ট একটা গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিতে আরম্ভ করলো। আর্নল্ড ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিল। ওর ওই ধরণের অভিব্যক্তি আগেও দেখা গেছে। ওটার অর্থ ও জানে। কিছুক্ষণ শ্যাম্পেন খাওয়ার পরে বলে উঠলো জ্যাগো, 'আর্নল্ড, আমি যেটা বলছি তোমাকে ঠিকমতো করতে হবে।

বলে সামান্য থেমে আবার বলে উঠলো জ্যাগো, 'অ্যান্ডির কাছে চলে যাও এখনই। সেখান থেকে যাবে ডিউরো প্লেসে। ওখান থেকে যেমন করে পারো কর্নেল মরগ্যানের সঙ্গিনীটাকে তুলে নিয়ে আসবো। ওয়াপিংএ আমরা একসংগে দেখা করবো। আমি তোমাকে ঠিক একঘন্টা সময় দিলাম।'

আর্নল্ড বলে উঠলো, 'কিন্তু ব্যাপারটায় বিপত্তি ঘটতে পারে। আমার প্রশ্ন ও যা জানতে চাইছে সেটাই বা বলছো না কেন তুমি? তাতে অন্ততঃ আমাদের পেছনে লাগাটা ওর বন্ধ হবে।'

জ্যাগো এবারে বলে উঠলো, 'দ্যাখো আর্নল্ড, ও আমাকে ভয় দেখিয়েছে। এখন আমি আর ওকে ছেড়ে দিতে পারি না। পারি কি? বলে ও আর্নল্ডের পিঠ চাপড়ে দিলো। তারপর বললো, 'নাও, কাজে এগোও।'

আর্নল্ড ওর দাদা জ্যাগোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

* * *

এর ঠিক মিনিট চল্লিশের পরের কথা। মরগ্যানের ফোনটা বেজে উঠলো। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে উঠলো জ্যাগোর কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো কর্নেল, তোমারই জিত। ওয়াপিংএ চলে এসো তুমি। ওখানকার ডকে তুমি সেঞ্চুরি এক্সপোর্ট কোপলী নামে একটা গুদামঘর দেখতে পাবে। আমি ওখানে আধঘন্টার মধ্যেই একজনকে নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই থেকো, চিন্তার কিছু নেই, জানতে পারবে।'

কর্নেল মরগ্যান বললেন, 'সুখবর, কিন্তু এর জন্যে তোমাকে কতো দিতে হবে?'

—'আগে যা বলেছি, আরো হাজার পাউন্ড। এটাতো আমার ন্যায্য প্রাপ্য।'

জ্যাগোর কণ্ঠস্বরটা করুণ শোনালো। সামান্য থেমে আবার বলে উঠলো, 'এরপরে যেন তুমি আবার আমার পেছনে লেগোনা। আমাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছো তুমি। পুলিশে কিন্তু জানাজানি হয়ে গেছে। এরপরে আমি আর চাইনা, পুলিশ আমার ব্যাপারে কোনোরকম ঝামেলা করুক।'

—'খবরটা পেয়ে গেলে আর কিছুই করবো না।' কর্নেল মরগ্যান বলে উঠলেন, তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

এরপরে মরগ্যান ডেস্কের বাঁদিকের দরজাটা খুললেন, একটা রিভলবার বের করলেন। তারপর ওতে সাইলেন্সারটা লাগিয়ে নিলেন ভাল করে। পরপর বুলেট ভরে নিলেন। এবারে এগোনোর পালা।

* * *

আর্নল্ড সামনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আমি শুনতে পাচ্ছি, ও আসছে।'

বাইরে ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। গাড়ীটা একেবারে থামলো এসে গেটের সামনে। মিলিটারী ট্রেঞ্চকোটটা খোলা। হাত দুটো পকেটে গোঁজা।

ইতিমধ্যেই ক্যাথারিন দরজার সামনে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলতেই একরকম টলতে টলতে ওর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বিভ্রান্ত স্বরে বলে উঠলো, 'মরগ্যান, এটা একটা ফাঁদ। ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের মতলব খারাপ।'

মরগ্যান ঢুকেই ওকে জড়িয়ে ধরলেন এক হাতে। ঠিক তখনই জ্যাগো সজোরে হেসে উঠলো। ওর একটা হাতে বোতল আর অন্য হাতে কাপ। জ্যাগো বলে উঠলো, 'আমরা এখানে সবাই বন্ধুর মতো। তাই না কর্নেল?

মরগ্যান এবার জ্যাগোর দিকে তাকালেন। তারপর ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে মুখটা নীচু করে একবার মৃদু হাসলেন। খুবই শীতল সেই হাসি। ক্যাথারিন ওর মুখে এরকম হাসি এর আগে কোনোদিন দেখেনি। চোখ দুটোয় একটা সোনালী উজ্জ্বলতা।

জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান, 'ক্যাথে, ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করেছে?'

—'না।'

—'তাহলে ঠিক আছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

ক্যাথেকে পেছনে রেখে মরগ্যান জ্যাগোর দিকে ফিরলো। তারপর বলে উঠলেন, 'তোমার দোস্ত ফোর্ড কম্বলের জামা গায়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে। সম্ভবতঃ ওর শটগান ছোঁড়ার কথা আর একেবারেই মনে নেই।'

—'অ্যান্ডি।' জ্যাগো চীৎকার করে উঠলো। ফোর্ড ইতিমধ্যেই গা থেকে কম্বলের জামাটা ফেলে দিয়েছে। তারপর শটগান ছোঁড়ার জন্যে তৈরী হয়ে নিলো। ঠিক তখনই মরগ্যানের হাতটা দ্রুত ট্রেঞ্চকোটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। মুঠোর মধ্যে উদ্যত রিভলবার। পরপর দু'বার দ্রুত গুলি চালালেন অ্যাশ মরগ্যান। ফোর্ডের হাতের শটগানটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়লো। আর ফোর্ড টাল সামলাতে না পেরে গিয়ে পড়লো প্যাকিং বক্সের ওপরে।

ক্যাথারিন আচমকা গুঙিয়ে উঠলো তখনই। ওর আঙুলের নখটা মরগ্যানের পিঠে বসে গেল। সেটা বুঝতে পারলেন তিনি। বললেন, 'বাইরে চলে যাও ক্যাথারিন, গাড়ীতে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

—'মিঃ মরগ্যান, এবার কাজের কথায় আসা যাক।' জ্যাগো ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে জ্যাগো আবার বললো, 'যান মিস রীলে গাড়ীতে চলে যান।'

ক্যাথারিন চলে গেল। তারপর গেটটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। জ্যাগো আর ওর ভাই আর্নল্ড অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ কাটার পরে বলে উঠলো আর্নল্ড, 'জ্যাগো, মিঃ মরগ্যানকে বলে দাও তুমি যা জানো।'

—'ঠিক আছে।' জ্যাগো মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'আসলে আমি একটা ভুল

করেছি। আমরা দুজনেই জলের মধ্যে বাস করি। সুতরাং সহযোগিতা করা দরকার বৈকি। কিন্তু আমার কিছু বলার নেই।'

—'সেতো বটেই।' বলেই মরগ্যান জ্যাগোর বাঁ কান লক্ষ্য করে সাবধানে গুলি করলেন। জ্যাগো সঙ্গে সঙ্গে পড়লো ছিটকে মেঝেতে। দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরলো। আঙুলগুলো রক্তে ভিজে একেবারে একাকার। সঙ্গে সঙ্গে আর্নল্ড ছুটে গেল ওর দিকে। জ্যাগোর কোটের কলারটা চেপে ধরে বলে উঠলো, 'যা জানো ওকে বলে দাও জ্যাগো হে ঈশ্বর, ও একটা উন্মাদ। আমাদের সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেবে লোকটা।'

অস্ফুট যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে বলে উঠলো জ্যাগো, 'ঠিক আছে। শোনো মরগ্যান, হিমি গোল্ডম্যান অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ওই দুটো বিশেষ ধরণের মাউজারও আলস্টারের ওই দুজন লোককে সাপ্লাই করেছিল। এরপর সপ্তাহ খানেক পরে ও স্পেশ্যাল স্টক মেলাতে আরম্ভ করেছিল।'

বলার পরে সামান্য থেমে জ্যাগো আবার বলে উঠলো, 'প্রতি বৃহস্পতিবারই ও এটা করতো। একদিন রাতে হঠাৎ ওই বিশেষ মুখোশপরা একটা লোক এসে হাজির হলো। হাজার পাউণ্ডের একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো লোকটা, ওর একটা সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার চাই। এক বন্ধু ওকে পাঠিয়েছে।'

—'তারপর?' মরগ্যান জিজ্ঞেস করলেন। জ্যাগো জবাবে বললো, 'হিমি গোল্ড-ম্যানের কাছে তখনও একটা সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার ছিল। একবাক্স কার্তুজ সমেত ওই বিশেষ ধরণের মাউজারটা ওকে ও দিয়ে দেয়। অস্ত্রটা নিয়ে তখনই চলে যায় ও ওখান থেকে।'

—'ঠিক আছে।' মরগ্যান এবার রিভলবারটা পকেটে রেখে দিলেন। বললেন, 'সম্ভবত তুমি মিথ্যে কথা বলছো না।'

—'আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি মরগ্যান। বিশ্বাস করো?'

জ্যাগোর কণ্ঠস্বরে এক ধরণের আকুলতা। আতংকও বটে। মরগ্যান চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি।'

বলে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন তিনি। জ্যাগো আর আর্নল্ড চুপচাপ একই ভাবে বসেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে থেকে ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। তারপরই গাড়ীর আওয়াজ মিলিয়ে গেল দ্রুতবেগে।

* * *

বেশ কিছুক্ষণ পরে মরগ্যান ডিউরো প্লেসে এসে পৌঁছোলেন। গেটের সামনে গাড়ীটা থামিয়ে মরগ্যান তাকালেন ক্যাথারিনের দিকে। মৃদু হেসে বললেন, 'আচমকা এই ঘটনার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত।'

ক্যাথারিন বললো, 'এতো একটা উন্মাদের মতো ব্যাপার। এর শেষ কোথায়? একটুও এগোতে পেরেছো তুমি?

মরগ্যান জবাব দিলেন, 'না পারিনি।'

—'আমি আজ রাতেই কেমব্রিজে ফিরে যাবো।' মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে বলে
লো ক্যাথারিন। মরগ্যান আবার বললেন, 'দ্যাখো, ওখানে কি ঘটেছে, এ নিয়ে
ম বিব্রতবোধ কোরোনা।'

ক্যাথারিন গাড়ী থেকে নেমে এলো। মরগ্যান যথারীতি স্টিয়ারিং-এর সামনে
দ রইলেন। জানলার কাঁচটা নামিয়ে ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন
নি। তারপর দ্রুতবেগে ক্যাথারিনের চোখের সামনে গাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

দশ

ভীষণ জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সীমাস সকালের ধূসর আলোয় হেঁটে ছোট্ট ঘরটার
ছন দিকের দরজায় এসে থামলো। অ্যান্টিম বোডের বেলিসেনা থেকে প্রায় মাইল
য়েক দূরের ছোট্ট ঘর। ভীষণ রকমের ক্লান্তিবোধ করছিল ও। ডাক্তার ওকে হাতটা
লয়ে রাখার জন্যে একটা সাদা স্লিং দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও হাতে ভীষণ
গাছিল ওর।

টিম বেওফ পেছনে রান্নাঘরের পর্দা সরিয়ে ওকে আসতে দেখলো। ফায়ার প্লেসের
মনে টেবিলে টুলি বসেছিল। আপন মনে খেয়ে যাচ্ছিল ও। টিম প্যাটের হাতে
কটা সাব-মেসিনগান। বললো, 'টীমাস কিগান আসছে। ওর মতিগতি ভাল
কছে না। ঢুকতে দেবো ওকে?'

—'এখনই নয়।' টুলি বলে উঠলো, 'দেখা যাক আগে ও কি চায়?' টিম প্যাট
গিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল সীমাস, মাথায় একটা
প। কিন্তু চোখমুখ একেবারেই ফ্যাকাশে, কোটটা বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে
ছে। ওকে সঙ্গে করে টিম রান্নাঘরে নিয়ে এলো। সীমাস চুপচাপ দাঁড়ালো এসে।
ল জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'তুমি কি চাও? তোমার হাতে কি হলো সীমাস?'

সীমাস নিজের হাতের দিকে খুবই বিষণ্ণ চোখে একবার তাকালো। তারপর ম্লান
সে বললো, 'ভেঙে গেছে।'

টুলি এবার একটু বিস্মিত হলো। সেই ভাবেই বলে উঠলো ও, 'তাহলে এটা
কটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বৈকি। ও'হেগান জোর দিয়েই বলেছিল, তোমার হাতে
স্ত্র থাকলে নাকি তুমি একেবারে অপরাজেয়। তবে তোমার বাঁ হাতটা তেমন
ার্যকরী নয়।'

সীমাস এবারে বলে উঠলো, 'মাস দুয়েকের মধ্যেই আমি ভালো হয়ে যাবো মিঃ
লি। আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিন।'

টুলি একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছিল। খুব ধীরে ধীরে বলে উঠলো ও,

'আমি তা বলতে পারছিনা সীমাস। তবে তোমার ওপরে আমার সহানুভূতি আছে। তুমি এখন বরং বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারো।'

সীমাস মাথা নীচু করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর টুলির দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো একবার। তারপর হঠাৎই যেন ওর চোখদুটো জ্বলে উঠলো বাঘের মতো। তারপর আহত হাত দিয়েই রিভলবারটা চালালো ও। গুলি গিয়ে লাগলো টিম প্যাটের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে ও মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়লো। এক মুহূর্ত দেরী না করে টুলি টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে ফেললো। প্রায় উন্মত্তের মতো ড্রয়ারের ভেতরটা হাতড়াতে আরম্ভ করলো ও। সীমাস কিগানের দ্বিতীয় গুলিটা টুলির কাঁধে গিয়ে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে ছিটকে পড়লো টুলি। কয়েক মুহূর্ত ও উপুড় হয়ে বসে রইলো। ওঠার চেষ্টা করলো কোনোরকমে, কিন্তু যন্ত্রণায় উঠতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে সীমাস কিগ্যান ওর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলো। সঙ্গে সঙ্গে টুলির মাথাটা গিয়ে পড়লো ফায়ার প্লেসের ওপরে। তারপরেই ওর জ্যাকেটে আগুন ধরে গেল। সীমাস জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপরেই দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

* * *

তখন ঠিক ছটা। মরগ্যান কফি তৈরী করছিলেন। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠতেই তিনি রিসিভার তুলে নিলেন। ওপ্রান্তে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হ্যালো কর্নেল, আমি সীমাস কথা বলছি।'

—'তুমি এখন কোথায় আছো সীমাস?'

জবাবে সীমাসের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'আমি যেখানে আছি সে জায়গাটা ডোনিমেনা থেকে বেশী দূরে নয়। ভাবলাম আপনাকে জানানো উচিত, তাই ফোন করলাম। মিঃ টুলি আর টিম প্যাটের ব্যবস্থা আমি ভাঙা হাতেই করেছি।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ, ওরা খতম। এখন ওদের কফিনে পেরেক ঠোকা হচ্ছে।'

মরগ্যান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একবার। ওপ্রান্ত থেকেও কোনো শব্দ শোনা গেল না। তারপর মরগ্যান আবার বললেন, 'এখন কি করবে ভাবছো?

—'বিশ্রাম নিতে একটু নর্থের দিকে যাবো ভাবছি।' সীমাস বলে উঠলো। মরগ্যান আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

জবাবে বলে উঠলেন, 'আপনি কি বলেন কর্নেল? একবার ভেতরে গেলে আর কখনো বেরোনো যায় না। আই. আর. এ-তে আমরা সেই কথাই বলে এসেছি। আপনি একজন ভাল লোক। তবে আমার ধারণা আপনি সম্পূর্ণতঃ ভুল পথে চলেছেন।'

—'পরে তোমার সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন আমি কথাটা মনে রাখার চেষ্টা করবো।'

বলে উঠলেন মরগ্যান। সীমাস বলে উঠলো এবার, 'আশা করি আমাদের উভয়ের

থেই ব্যাপারটা কোনোদিন ঘটবে না।'

এরপরেই ফোনটা কেটে গেল হঠাৎ। মরগ্যান কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ রইলেন। তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি।

* * *

জানলার সামনে মরগ্যান চুপচাপ বসেছিলেন। নিজের মনে চা খাচ্ছিলেন তিনি। ওকে হতাশ আর কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তিনি একজনকে খুন করেছেন বলে নয়। ফোর্ডকে মারার ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্র আপশোষ নেই। কারণ লোকটা এমনিতেই পেশাদার খুনে ছিল।

সামনে খবরের কাগজটা ছিল। সেটা নিয়ে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। কাগজটা প্রায় শেষ করে তিনি আর এক কাপ চা নিলেন। চেয়ারে বসলেন হেলান দিয়ে। ভাবতে লাগলেন এরপর কিভাবে এগোতে হবে তাকে। তার মেয়ে মেগানের মৃত্যুর ব্যাপারে একটা জিনিষ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কেননা প্রেসের লোকেরা ম্যাক্স কোহেম আর মেগানের অপঘাত মৃত্যু যে একই সূত্রে গাঁথা তা উল্লেখ করেনি।

সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে ঘটনাটার উল্লেখ করা হয়েছিল। এটাকে সাধারণ একটা মোটর দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখা হয়েছে। ব্যাপারটা পড়ে এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কোনো গাড়ী চোর গাড়ী চুরি করে পালাতে গিয়ে একরকম আকস্মিক ভাবে মেয়েটাকে চাপা দিয়েছে।

কোনো রকম ভাবাবেগে নয়, কয়েকটা বিশেষ কারনেই ক্রীটানীয় লোকটা যে জায়গায় গাড়ী ফেলে পালিয়েছিল সেখানে তিনি যাননি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, ওখানে গেলে প্রয়োজনীয় কিছু পাওয়া যেতো। বিশেষ করে লণ্ডনের ওই কুয়াশা ভরা সকালে কিছুই করার ছিল না।

* * *

এ্যাভেল হিল গার্ডেনসের চত্বরে এসে গাড়ীটাকে থামালেন তিনি। তারপর লণ্ডনের একটা ম্যাপ খুলতে আরম্ভ করলেন। মূল জায়গাটা দেখতে দেখতে ভাবলেন তিনি, গাড়ীটা যখন ফেলে রেখে ক্রীটানীয় লোকটা পালিয়েছিল তারপর কি ঘটেছিল।

গাড়ী থেকে মরগ্যান বেরিয়ে এলেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন সামনের দিকে। কিছুটা গিয়ে লীনস্টার ট্যারাসে বাঁকতে হলো ওকে। সেখান থেকে কয়েক গজ দূরেই বেজ ওয়াটার রোড। কেলাসিংটন গার্ডেনের ঠিক বিপরীত দিকে।

এটাই সেই জায়গা। মরগ্যান মনে মনে বললেন, 'তোমার সেই সময়কার অবস্থানে আমি এখন নিজেকে এনে দাঁড় করিয়েছি। তুমি সোজাসুজি রাস্তাটা অতিক্রম করেছো খুনী বন্ধু। অন্ধকারে মাথা নীচু করে। তারপর একরকম মরিয়া হয়েই অন্যদিকে দৌড় দিয়েছো।'

বলতে বলতে রাস্তাটা অতিক্রম করলেন তিনি। লোকজন চলাফেরা করছে। তিনি

সোজা এগোতে লাগলেন। এই সময়টা তেমন একটা লোকজনের চলাচল নেই। কেউ, কেউ ট্রাক্স্যুট পরে দৌড়োচ্ছে। কেউ বা আবার কুকুর নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে।

মরগ্যান কুইনস গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন। ঠিক উল্টো দিকেই অ্যালবার্ট হল। এখান থেকে সবকিছুই সম্ভব। ভূগর্ভের রাস্তাটা পালানোর পক্ষে একটা আদর্শ জায়গা। একবার কোনোরকমে টিউব ট্রেনে উঠে পড়তে পারলেই হলো।

মরগ্যান কেন্সিংটন অতিক্রম করলেন। লীনস্টার ট্যারেস যেখানে বেজ ওয়েস্টার রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেখানে এলেন। তারপর থমকে দাঁড়ালেন ওখানে। মনের মধ্যে যুগপৎ একধরণের ক্রোধ আর হতাশা। মৃদুস্বরে বলে উঠলেন তিনি, বেজন্মার বাচ্চা। তুমি ঠিক এই জায়গা থেকেই পালিয়েছো, কিন্তু কোন দিকে?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে দাঁড়ালেন একটা ইতালীয়ান রেস্তোরার সামনে। রেস্তোরার মূল গেটের দরজার সামনে ঠিক পাশের দেওয়ালে কয়েকটা পোস্টার আঁটা আছে। সেই পোস্টারের সুন্দর আর বিবর্ণ মুখটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

তারপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বড়ো বড়ো আর কালো অক্ষরের নামটা 'জন মিকালি।'

মরগ্যান এবার দৌড়োতে আরম্ভ করলো। কিন্তু কাকতালীয় একটা ব্যাপার ওকে আবার পোস্টারটা দেখতে বাধ্য করলো। বেকারের কাছ থেকে নিয়ে পড়া একটা ফাইলের কথা মনে পড়ে গেল। ক্যাণ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অন্যতম আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন জন মিকালি। ফাইলে লেখা আছে। সেই সংগে ওই একই দিনে কৃষ্টানীয় লোকটা ইটালীয়ান পরিচালককে খুনের ঘটনাও উল্লেখ করা ছিল। ভদ্রলোক খুন হয়েছিল 'ব্ল্যাক ব্রিগেট' ছবিটার জন্যে।

মরগ্যান পোস্টারে ছাপা তারিখ আর সময়টা দেখলেন। একুশে জুলাই শুক্রবার উনিশ শো বাহাত্তর সাল। সময় আটটা।

* * *

ব্যাপারটা কিছুতে সম্ভব নয়। পুরোপুরি পাগলামীই বলা যায়। তবুও তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। দ্রুত পায়ে ফিরে এলেন লীনস্টারটেরামে। ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ভাবতে লাগলেন কৃষ্টানী লোকটা গাড়ীটা ফেলে রেখে পালালো এখান থেকে। ঠিক এই জায়গা দিয়েই বেরিয়েছিল লোকটা। অনেক দূরে 'অ্যালবার্ট' হলের গম্বুজটা গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। মরগ্যান দ্রুত রাস্তাটা অতিক্রম করে পার্কের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

সোজা চলে এলেন ওখান থেকে অ্যালবার্ট হলের সামনে। ওখানেই রাস্তার দেওয়ালে কয়েকটা পোস্টার লাগানো। অনুষ্ঠান সূচীর বিজ্ঞাপন। সব শেষের নামটা জন মিকালির। তারিখ আর সময় দুটোই দেওয়া আছে। মরগ্যান এবার বলে উঠলেন, 'হে ঈশ্বর! এখানেই আমার পরিকল্পনা ছিল ওর। সেজন্যেই ও ব্যাটভূস্টন সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে এসেছে। গাড়ীটা বেজ ওয়াটার রোডে ফেলে রাখতে বাধ্য হয়েছিল ও। একবার ফিরে দাঁড়িয়ে তারপর দ্রুত হাটতে আরম্ভ করলেন তিনি।

এটা পরিষ্কার একটা বোকামি। নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে তিনি পুরোনো খবরের কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে আরম্ভ করে দিলেন। বাইশ তারিখে শনিবারের ডেলি টেলিগ্রাফে দুটো পাতায় আলাদা করে মিঃ কোহেন আর মেগানের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে।

এবারে তিনি সংগীতানুষ্ঠানের পাতাটা খুললেন। হ্যাঁ, এখানেই সেটা রয়েছে। আগের সন্ধ্যেবেলা হয়ে যাওয়া অনুষ্ঠানের সমালোচনা করেছেন একজন সমালোচক। পাশেই বিখ্যাত পিয়ানোবাদকের ছবি।

মরগ্যান ছবিটা কিছুক্ষণ দেখলেন। মুখটা ভদ্রলোকের সত্যিই সুন্দর। একটু গম্ভীরও বটে। গভীর কালো একজোড়া চোখ আর মাথার চুল। জন মিকালির ওপরে লেখাটা পড়তে লাগলেন তিনি। পরক্ষণে কয়েকটা বাক্যে ওর চোখটা আটকে গেল। আলজিরিয়াতে ফ্রেঞ্চ করেন প্যারাটাউজার বাহিনীতে জন মিকালি কর্মরত ছিলেন, পড়ার আগে যতোটা নির্বোধ বলে মনে করেছিলেন এখন আর তা মনে হচ্ছিল না।

* * *

কিছুক্ষণ আগে নটা বেজেছে। স্কুনো ফিসারের সেক্রেটারী গোল্ড স্কোয়ারে তার অফিসের দরজা খুললেন। এরপর কোটটা খুলতে যাবেন এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো। ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'সুপ্রভাত। ফিসার এজেন্সি?'

—'হ্যাঁ।'

—'মিঃ ফিশার এসেছেন?' একজন পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মহিলাটি এবারে ডেস্কের ধারে বসলো। তারপর বললো, তিনি সাধারণত এগারোটার আগে আসেন না

'আচ্ছা একটা কথা বলতে পারবেন আপনি?'

—'বলুন?' মহিলাটি বলে উঠলো। অপর প্রান্তের পুরুষ কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'আচ্ছা, উনি কি জন মিকালির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন?'

—'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

—'দেখুন, আমার নাম লীজ।' অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর বলে উঠলো আবার, 'আমি মিউজিক নিয়ে রয়্যাল কলেজে পড়াশোনা করছি। সমসাময়িক পিয়ানো বাদকদের ওপরে একটা থিসিস করছি আমি। আমি মিঃ মিকালির একটু সাক্ষাৎকার চাই।'

—'আমার মনে হয় ওটা হবে না।' মহিলাটি বলে উঠলো আবার, 'ওর হেলসিংকিতে একটা অনুষ্ঠান ছিল। সেখান থেকে উনি ছুটি কাটাতে গ্রীসে চলে গেছেন। হাইড্রায় ওর একটা ভিলা আছে।'

—'আচ্ছা কবে উনি ফিরবেন?'

মহিলাটি এবারে বললো, 'ভিয়েনাতে ওঁর দশ দিনের একটা অনুষ্ঠান আছে। সম্ভবতঃ উনি এথেন্স থেকে সরাসরি ওখানে চলে যাবেন। অবশ্যই প্লেনে। তবে আমি ঠিক বলতে পারবো না উনি কবে লণ্ডনে ফিরবেন।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'তাছাড়া আপনার সঙ্গে উনি দেখা করবেন কিনা সেটাও তো বলা যাচ্ছে না।'

একার লীজ বলে উঠলো, 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখের হবে তাহলে। আসলে উনি কোন্ কোন্ শহরে পিয়ানো বাজাতে ভালবাসেন সেটাই জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম। এছাড়াও ব্যক্তিগত ভাল লাগার ব্যাপারটাও আছে। কিছু প্রশ্নও করবো ভেবেছিলাম।

মহিলাটি এবারে বললো, 'প্যারিস। উনি অন্যান্য যে কোনো শহরের চেয়ে প্যারিস আর লণ্ডনেই প্রোগ্রাম করতে ভালবাসেন।'

—'আর ফ্রাংকুট?' জিজ্ঞেস করলো লীজ আবার, 'উনি কি ওখানে কখনো বাজিয়েছে?

—'হ্যাঁ, বলে সামান্য থেমে মহিলাটি আবার বললো, 'গত বছর পূর্ব জার্মানীর একজন মন্ত্রী যেবারে খুন হলেন উনি সেবারেই ওখানে অনুষ্ঠান করেছিলেন।

—'ধন্যবাদ, আপনার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেলাম।' বলে লীজ ওরফে অ্যাস মরগ্যান রিসিভারটা রেখে দিলেন। ওর দুচোখ উজ্জ্বল।

* * *

মরগ্যান ফোনের কাছেই বসেছিলেন। এই ব্যাপারটা নিয়েই ভাবছিলেন তিনি। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা গোলমাল আছে। এই কাকতালীয় ব্যাপারটা সাধারণ হতে পারে। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো ক্যাথারিন রীলের কণ্ঠস্বর। ক্যাথারিন বলে উঠলো, 'আমি কেমব্রিজের নিউহল থেকে ফোন করছি।'

—'একটা ব্যাপার সকালেই ঘটে গেছে ক্যাথারিন।' বলে উঠলেন তিনি আবার, 'মিঃ কোহেনের খুনের ঘটনার রাতে ব্রিটানীর লোকটা যে জায়গাটা ফেলে রেখে পালিয়েছিল আমি সে জায়গাতে গেছিলাম। খুনী সম্ভাব্য যে রাস্তা ব্যবহার করতে পারে আমি সে রাস্তা দিয়েই হেঁটেছি।'

—'সবটাই তো অনুমান নিশ্চয়ই মরগ্যান?'

মরগ্যান আবার বললেন, 'তা ঠিক। কেন্সিংটন অতিক্রম করে আমি অ্যালবার্ট হলে পৌঁছেছি। সেখানে হঠাৎ আমার চোখে একটা পোস্টার পড়লো। অনেক কিছুর মধ্যে একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো আমার। যে রাতে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেইরাতেই আটটা নাগাদ একটা সংগীতানুষ্ঠান ছিল আলবার্ট হলে। সংগীতানুষ্টান?

বুকের মধ্যে একটা হিমশীতল ভাব টের পেলো ক্যাথারিন। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও দ্রুত হলো। মরগ্যান আবার বললেন, জন মিকালির একটা সংগীতানুষ্ঠান ছিল।'

একটু থেমে আবার বললেন মরগ্যান. ওই একই ভাবে যেদিন ফ্রান্সে ইটালীর ফিল্ম উৎসবে জন মিকালির একটা সংগীতানুষ্ঠান ছিল ঠিক সেদিনই মিঃ ফরলান নামে

একজন ইটালীয়ান চিত্র পরিচালক খুন হন।'

—'তারপর ?'

—'গত বছরের কথা' 'মরগ্যান বলে উঠলেন এবার, পূর্ব জার্মানীতে ইউনিভার্সিটির সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন বিখ্যাত পিয়ানো বাদক জন মিকালি। সেদিনই ফ্রাংকফুর্টে ওখানকার একজন মন্ত্রী খুন হন।'

এতোক্ষন শোনার পরে ক্যাথারিন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর বললো, 'মরগ্যান, এবার সম্ভবতঃ নির্বোধের মতো এগোচ্ছ। জন মিকালি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পিয়ানো বাদকদের মধ্যে একজন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী।

ঠিক আছে, আরো বলছি, মরগ্যান আবার আরম্ভ করলেন, 'একসময়ে উনি বছর দুয়েক একটা বিশেষ ধরনের সেনাবাহিনীতে ছিলেন। আমি নিজেও ব্যাপারটা অসম্ভব মনে করছি। তবুও একবার খোঁজ খবর নিতে আপত্তির কি আছে ?'

'তোমার সন্দেহের ব্যাপারটা তুমি সুপারিনটেন্ড মিঃ বেকারকে জানিয়েছো ?'

'না। এই অনুভবটা একান্তই আমার একার। আমি ওর সম্পর্কে আরো কিছু খোঁজখবর করতে চাই। তোমাকেও কাজে লাগবে।'

'ঠিক আছে।'

বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো ক্যাথারিন। তারপর ডাইরেকটরী নিয়ে ব্রুনো ফিশারের নাম্বারটা খুঁজে বের করলো ও। ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো ব্রুনো ফিশার বলছি, কে ?'

—আমি ক্যাথারিন রীলে।'

'ও আচ্ছা, কি খবর ? জানতে চাইলো ফিশার, জবাবে ক্যাথারিন বললো। আচ্ছা জন মিকালী এখন কোথায় আছে ?'

—'উনিতো এখন হাইড্রাতে।'

—'আচ্ছা ঠিক আছে '

বলে ও ফোন ছেড়ে দিলো। তারপর অটোমেটিক ট্রাংক টেলিফোনের মাধ্যমে জন মিকালির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলো। তিন তিনবার চেষ্টা করার পরে সাড়া পাওয়া গেল ওর। ও প্রান্ত থেকে জন মিকালির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ক্যাথারিন তুমি কোথা থেকে ফোন করছো ?'

—কেমব্রিজ থেকে। ভাবছি দিন কয়েকের জন্যে তোমার ওখানে যাবো। যেতে পারি ?'

—'নিশ্চয়ই চলে এসো ক্যাথারিন, বলে উঠলো জন মিকালী। ক্যাথারিন ঘড়ি দেখলো কয়েকটা জরুরী কাজ আছে। তা সত্বেও ওকে বিকেলের প্লেনটা ধরতে হবে। যদি সেও সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই সন্ধ্যের প্লেন ধরা চাইই। তার অর্থ ও সকালের আগে ও সেখানে পৌছোতে পারবে না। ক্যাথারিন এবারে ফোনে বলে উঠলো, 'শোনো জন, আমি কনষ্টানটাইনে থাকবো। ডকে অপেক্ষা করবো,।

ফোন ছেড়ে দেবার পর কিছুক্ষন চুপচাপ বসে রইলো ক্যাথারিন। মরগ্যানটা

একেবারেই নির্বোধ শুধু তাই নয়, জঘন্য ধরনের গোঁয়ারও বটে। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাথারিন মরগ্যানের প্রতি একটা ঘৃনা বোধ করছিল।

* * *

অ্যাশ মরগ্যান টেলিগ্রাফ কাগজের ইনফর্মেশান বিভাগের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিনিট পাচেঁক আগে কাউন্টারের মহিলাটিকে উনি নিজের দরকারটা জানিয়ে দিয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরে মহিলাটি হাতে একটা ফাইল নিয়ে এলো। দিলো মরগ্যানের হাতে।

'মিকালি জন, ওর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এতে আছে।' মনে মনে বললো ও। তারপর একটা টেবিলে গিয়ে বসলো। ফাইলটা ওলটাতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে মরগ্যান লক্ষ্য করলো, সেদিন ভ্যাসিলিকোষ খুন হন সেদিনও জন মিকালির একটা অনুষ্ঠান ছিল।

ফাইলটা ওলটাতে লাগলেন তিনি। আর একটা জায়গায় দেখতে পেলেন, সেনা-বাহিনীতে থাকার সময়ে মিকালির ওপরে একটা লেখা রয়েছে। পরের পাতায় প্যারা-ট্রুপারের টুপি আর পোশাক পড়া জনমিকালির একটা ছবি আছে। ওর হাতে একটা মেসিন কারবাইন, মুখের ভংগীতে একটা অবহেলার ভাব। এছাড়া ওর একটা ক্লোজ আপ ছবিও আছে। একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিক হিসেবে। পরনে নিয়ম মাফিক পোশাক, মরগ্যান ওর যুবক মুখটার দিকে তাকালেন একবার। ছোট করে ছাটা চুল। শূন্য দৃষ্টি মরগ্যান এবারে ফাইলটা বন্ধ করলেন। ওর দু চোখ উজ্বল হয়ে উঠেছে। যথেষ্ট খুঁজেছেন তিনি, আর লাগবেনা, তিনি এবার নিশ্চিত ভাবেই খুঁজে পেয়েছেন ক্রীটানীয়কে খুনী এখন চোখের সামনে।

* * *

একটা বেজে গেছিল। কিম সুপারিনটেণ্টেট মিঃ বেকারকে ফারগুসনের অফিসে নিয়ে এলো। ব্রিগেডিয়ার ফায়ার প্লেসের সামনে বসেছিলেন। মন দিয়ে টাইমস কাগজটা পড়ছিলেন তিনি।

—'আপনাকে একটু চিন্তাগ্রস্ত লাগছে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ?'

—'মরগ্যান এগারোটার প্লেনে এথেন্সে গেছে। হিথরেরি স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের কোনো অধিকার ছিল না ওকে আটকানোর'।

—'গ্রীস ?' ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন বলে উঠলেন। সামান্য থেকে আবার বললেন, 'আর ক্রীটানীয়। যে কোনো ভাবেই হোক দুটো জিনিষ কেমন যেন অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।'

—'আপনি কি চান। আমি গ্রীকের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চকে জানিয়ে দিয়ে ওকে ধরবার ব্যবস্থা করি।'

—'নিশ্চয়ই না।' ফারগুসন বলে উঠলেন।

—'ঠিক আছে। আমাদের এখানে অ্যামবাসীতে কি আমাদের গোয়েন্দা আছে ?'

—'আছে। ক্যাপ্টেন রোয়কে। মিলিটারী অফিসার মরগ্যান ওখানে পৌঁছোলে

ক্যাপ্টেন ওকে নজরে রাখবে। আপনি একটু ক্যাপ্টেনকে ফোন করে জানিয়ে দিন মিঃ বেকার।'

স্নপারিনটেণ্ডণ্ট হ্যারী বেকার তাই করলেন।

*　　　　*　　　　*

ইমিগ্রেশান আর কাস্টমস এর বাধা অতিক্রম করে মরগ্যান এগোচ্ছিলেন। কিছ্নটা দ্নরেই একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে ক্যাপ্টেন রৌরকি একটা কাগজ পড়ছিলেন। পরণে কোঁচকানো একটা নাইলনের পোশাক। এই পোশাক গ্রীকরা গ্রীষ্মকালের গরমে পড়ে। এতে ভিড়ের মধ্যে চলাফেরা সহজ হয়।

মরগ্যান এগিয়ে গেলেন এক্সচেঞ্জ কাউণ্টারের দিকে। ওখানে কিছ্ন অর্থভাঙানোর পরে তিনি এগোলেন গেটের সামনে। কয়েক বছর আগে একটা কনফারেন্সে তিনি এখানে এসেছিন। সে সময়ে তিনি যে হোটেলে ছিলেন সেটার কথাও মনে পড়লো ওর। ব্যাপারটা ওর কাজের পক্ষে সহায়ক হবে। গাড়ীর ড্রাইভারকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চীমটো ষ্ট্রীটের গ্রীণ পার্ক হোটেল তুমি চেনো?'

—'নিশ্চয়ই।' বলে গাড়ীর ড্রাইভার সেদিকেই গাড়ী চালাতে আরম্ভ করলো। ওদের পেছনে ক্যাপ্টেন টোরকির কালোরঙের মার্সিডিজটা অন্নসরণ করছিল।

*　　　　*　　　　*

মরগ্যান ঘড়ি দেখলেন। ঘণ্টা দ্নয়েক হাতে রাখার প্রয়োজন ছিল। তার অর্থ এখন পাঁচটা। এটা অবশ্য এথেন্সের সময়।

—'আজ রাতে কি হাইড্রার প্লেন ধরার সময় হাতে আছে? জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। ড্রাইভারটি জবাবে বললো, 'নিশ্চয়ই। গ্রীষ্মকালীন সময় এটা। আজ রাতে অবশ্য দেরীতে ছাড়বে। 'পিরাকাম' থেকে ঠিক সাড়ে ছটার সময় শেষবারের হাইড্রা ছাড়বে।'

—'কতো সময় লাগবে?'

ড্রাইভারটি জবাব দিলো, 'আটটার মধ্যে পেঁৗছোবে। আপনাকে কি 'পিরাকাম' এ পেঁৗছে দেবো?'

মরগ্যান ইতিমধ্যেই ড্রাইভারের আয়নায় পেছনের অন্নসরণকারী গাড়ীটাকে দেখতে পেয়েছিলেন। এখন তিনি প্নরোমাত্রায় সচেতন। বললেন তিনি, না, আগামীকাল যাবো। আজ একটু হোটেলে বিশ্রাম নিতে চাই। বড়ো ক্লান্তি লাগছে।'

নষ্ট করার মতো সময় মরগ্যানের হাতে একেবারেই ছিল না। তিনি ড্রাইভারকে গ্রীন পার্ক হোটেলের সামনে নেমে ভাড়াটা মিটিয়ে দিলেন। তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন কিছ্নটা দ্নরে। পেছনের গাড়িটা ততোক্ষণে ওকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে। এরপর মরগ্যান সিঁড়ি বেয়ে রিভলভিং দরজার কাছে গিয়ে পেঁৗছোলো। ততোক্ষণে ক্যাপ্টেন রৌরকি মার্সিডিজ থেকে নেমে পড়েছেন। তিনি মরগ্যানের পেছনেই আসছিলেন।

ভেতরে ঢুকে মরগ্যান ডেস্কের দিকে গেলেন না। একতলা আর দোতলার মাঝখানের জায়গার দিকে এগোতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন রৌরিক কয়েকমুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন। বারান্দায় একটা বুলেটিন ছিল। সেটাই পড়ার ভান করলেন তিনি। মরগ্যান যখন কিছুটা এগিয়ে গেছেন তখন ক্যাপ্টেন রৌরিক আবার ওর পেছনে এগোতে লাগলেন।

নির্দিষ্ট জায়গায় অবশেষে পেঁছোলেন অ্যাশ মরগ্যান। সামনেই একটা দোকান। সেটা অতিক্রম করলেন। তারপর সরু সিঁড়ির রাস্তাটা ধরলেন তিনি। এই রাস্তাটা সোজা খোলা রেস্তোঁরার দিকে চলে গেছে। শেষপর্যন্ত রেস্তোঁরায় পেঁছে টেবিল গুলোর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি। তারপর হোটেলের পাশের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। ক্যাপ্টেন রৌরিক তখন ওই মাঝামাঝি জায়গায়। এরপর তিনি কিভাবে এগোবেন বুঝতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ততোক্ষণে মরগ্যান অনেক দূর চলে গেছেন। ক্যাপ্টেন দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কাউণ্টারে এক মহিলা ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আচ্ছা, এইমাত্র এক ভদ্রলোক এখান দিয়ে গেছেন? তাই না? হাতে একটা বাদামী চামড়ার ব্যাগ। গায়ে একটা রেন কোট। আমি চলতে চলতে ওকে হারিয়ে ফেলেছি। আমার পরিচিত।

মহিলাটি জবাবে বললো, ' ওহো না, উনি তো নীচে রেস্তোঁরায় গেছেন।'

পর পরই একটা সন্দেহ দেখা দিল ক্যাপ্টেনের মনে। তিনি দ্রুত নীচে নামতে লাগলেন। ততোক্ষণ মরগ্যান হাওয়ার মতো মিলিগেছে ওখান থেকে।

মরগ্যান পার্ক অতিক্রম করে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে এসেছেন। সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। তারই একটাতে উঠে পড়লেন তিনি। ড্রাইভারকে পেরাটাম' যাবার নির্দেশ দিয়ে সীটে হেলান দিয়ে বসলেন। ড্রাইভার ঝড়ের গতিতে গাড়ী নিয়ে চললো। মরগ্যান বললেন ওকে, 'আমি কিন্তু সাড়ে ছটার হাইড্রা যাবার ফ্লাইং ডলফিনটা ধরতে'চাই।

—ঠিক আছে স্যার। কোনো চিন্তা নেই।

ঝড়ের গতিতে গাড়ী ততোক্ষণে উড়ে চলেছে।

এগারো

ঠিক সাড়ে তিনটে। ক্যাথারিন রীলে-ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে অবশেষে হীথরো বিমান বন্দরে এসে পেঁছোলো। পেছনে ওর মালপত্র কাঁধে ঝুলি। ক্যাথারিন চেকিংএর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। যুবক ক্লার্ক ওর টিকিটটা একবার পরীক্ষা

করলেন। তারপর বললেন, 'দুঃখিত ম্যাডাম। প্লেনে আর একটাও সীট নেই। আপনি বড়ো দেরী করে ফেলেছেন, তবে…।'

—'তবে কি?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন। জবাবে ক্লার্কটি আবার বললো 'আপনি যদি চানতো আমি দেখতে পারি সাতটার ফ্লাইটে আপনার ব্যবস্থা করা যাবে কিনা'।

—'ঠিক আছে। দয়া করে তাই করুন। আজ রাতেই আমাকে এথেন্স যেতে হবে।'

—'ঠিক আছে।'

বলে ক্লার্কটি চলে গেল। ক্যাথারিন অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললো ক্লার্কটি, 'ঠিক আছে, আপনার জন্যে ফ্লাইটের ব্যবস্থা করতে পারি। তবে আপনি একটু বেশী দেরী করে ফেলেছেন। তবে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

—'ঠিক আছে, ওটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার নয়।' ক্যাথারিন জবাবে বললো। সামান্য থেমে বললো আবার 'আমি হাইড্রা যাবো। সকালেই আমার ওখানে পেঁছোনো দরকার।'

—'ঠিক আছে।' ক্লার্কটি বলে উঠলো আবার. 'এখন আপনার মালপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

—'দেখুন।'

ক্যাথারিন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওর চোখের সামনে হাইড্রা ভেসে উঠেছিল।

*   *   *

শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যে নাগাদ ফ্লাইং ডলফিন ডকে এসে ভিড়লো। হাইড্রার নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি।

পাহাড়ের ঠিক নীচে সারি সারি ছবির মতো বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আঁকা বাঁকা পাথুরে সংকীর্ণ রাস্তা। সবেমাত্র সন্ধ্যে অতিক্রম করতে চলেছে। খুশীতে ডগমগ মানুষেরা সরাইখানায় এসে পেঁছোচ্ছে।

জলের ধারে একটা উন্মুক্ত টেবিলে গিয়ে বসলেন মরগ্যান। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন পরিচারক এসে জিজ্ঞেস করলো ওকে।

'স্যার কি খাবেন?'

ইংরাজীতেই মর্গান বললেন, 'বীয়ার।'

—'আপনি আমেরিক্যান? পরিচারকটি জিজ্ঞেস করলো।

জবাবে মরগ্যান বললেন, 'না, আমি ওয়েলসএর লোক।'

পরিচাকটি এবার বললো, 'আমি কখনো ওয়েলসএ যাই নি। তবে লণ্ডনে গেছি। চেসলায় কিংস রোডে বছর খানেকের জন্যে একটা রেস্তোরায় কাজ করেছি।'

—'হ্যাম আছে?'

—'আছে, তবে ভীষণ ঠাণ্ডা।' পরিচারকটি বলে মৃদু হাসলো। তারপর বললো, 'আপনি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছেন?'

—'না।' জবাবে বললেন মরগ্যান আবার, 'আমি একজন সাংবাদিক, আমি বিখ্যাত পিয়ানোবাদক জন মিকালির একটা সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে এখানে এসেছি। এখানে ওর একটা ভিলা আছে।'

—'আছে।' পরিচারকটি জবাব দিলো, 'এখান থেকে কিছুটা দূরে। উপত্যকার সামনে।'

—'আমি ওখানে যাবো কি ভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান আবার, 'এখানে কোনো লোক্যাল বাস নেই?'

পরিচারকটি এবারে হেসে বললো, 'এই হাইওয়ায় কোনো পাল্কী বা ট্রাক যায় না। এটা আইন বিরোধী।'

বলে সামান্য থেমে পরিচারকটি আবার বললো, 'এখানে সবাই খচ্চরের পিঠে যাওয়া আসা করে। আবার অনেকে হেঁটে যাওয়া আসা করে। আপনাকেও সেই ভাবেই যেতে হবে স্যার। তবে খচ্চরে যাওয়াটাই ভাল। এই দ্বীপের সব জায়গা কেমন এবড়ো খেবড়ো। পাহাড়ী জায়গা। এখানকার লোকজন সেই পুরোনো প্রথাতেই জীবন কাটায়।'

আর জন মিকালি? তুমি জানো ওকে? জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। পরিচারকটি জবাবে বললো, জন মিকালির ভিলা এখান থেকে নীচে উপত্যকায় সাত কিলোমিটার দূরে। ডকের ঠিক উলটো দিকে। পাইন গাছে ঘেরা একটা মনোরম শৈল অন্তরীপ। এতো চমৎকার জায়গা কম আছে। উনি একটা ছোট লঞ্চে করে জিনিষপত্র নিয়ে আসেন।'

—'আমি 'কোনো নৌকো ভাড়া করতে পারিনা? জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। পরিচারক মাথা নাড়লো। বললো, 'না। যদি না উনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেন তাহলে আপনি নৌকো ভাড়া করতে পারবেন না।,

মরগ্যান একটু অবাক হবার ভান করলেন। বললেন, তাহলে আমি এখন কি করবো? এতোটা এসে কাজ হবেনা ভেবে আমার নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে।

কথাটা বলে তিনি পার্সটা বের করে কয়েকটা স্থানীয় নোট বের করলেন। তারপর টেবিলের ওপরে রেখে বললেন, 'এটা তোমার, আমি তোমার সাহায্য চাই।'

পরিচারকটি একবার নোটগুলো দেখলো। তারপর মৃদু হেসে তুলে নিলো টেবিলের ওপর থেকে। পকেটে রেখে বললো, আপনাকে একটা কথা বলি আগে জন মিকালিকে একটা ফোন করা যাক। যদি তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তখন ঠিক করবো। ঠিক আছেতো?'

'তাহলেতো খুব ভালই হয়। জবাবে মরগ্যান বলে উঠলেন এবারে পরিচারকটি জিজ্ঞেস করলো, আপনার নামটা কি?

আমার নাম লীজ।'

পরিচারকটি এবারে বললো, ঠিক আছে মিঃ লীজ আপনি এখানেই থাকুন। আমি কিছুক্ষনের মধ্যেই আবার ফিরে আসছি।'

পরিচারকটি এবার পানশালার ডেস্কের সামনে গিয়ে হাজির হলো। ওখানে একটা ফোন ছিল। রিসিভারটা তুলে নিলো ও। একটা নির্দিষ্ট নাম্বারে ডায়াল করতেই ওপ্রান্ত থেকে জন মিকালির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হ্যালো।'

—'আপনি কি জন মিকালি?'

—'হ্যাঁ।'

পরিচাকটি বললো, 'আমার নাম অ্যান্ড্রু। 'নিস্কো'র পরিচারক আমি।

গ্রীক ভাষায় বললো পরিচারকটি। ওপ্রান্ত থেকে মিকালির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বলো, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?

—'এখানে এক ব্যক্তি এথেন্স থেকে এসেছেন। আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান। কিভাবে যাবেন সেটাই জিজ্ঞেস করছেন তিনি। ভদ্রলোক সাংবাদিক। আপনার একটা সাক্ষাৎকার চান।'

—'ভদ্রলোক কি আমেরিক্যান?' ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অ্যান্ড্রু জবাবে বললো, 'না, উনি ওয়েলসএর লোক। ওর নাম মিঃ লীজ।'

—'ওয়েলস?' ওপ্রান্ত থেকে জন মিকালির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আবার, 'ঠিক আছে অ্যাণ্ড্রে। ঘণ্টাখানেক সময় আমি ওকে দিতে পারি। 'আমি কনস্ট্যাটাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

—'ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে।'

রিসিভার রেখে পরিচারকটি মরগ্যানের কাছে এসে মৃদু হেসে বললো। 'আপনি সৌভাগ্যবান। মিঃ মিকালি রাজী আছেন। তবে ঘণ্টা খানেক সময় দিয়েছেন। ওর লোক আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসছে।'

মরগ্যান খুশীমাখা মুখে বললেন, 'কখন আসবে?'

—'একটু সময় লাগবে। ততোক্ষণে আপনি খেয়ে নিতে পারেন। বলে উঠলো অ্যান্ড্র। মরগ্যান সামনের দিকে তাকালেন একবার।

* * *

চমৎকার সন্ধ্যেবেলা। নৌকোয় করে মরগ্যান উপকূল থেকে মাইল চারেক চলে এসেছেন। নৌকোটা চালাচ্ছিল কিশোর বয়েসী কনস্ট্যানটাইন। মরগ্যান প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ। আরো কিছুক্ষণ এগোনোর পরে হাইড্রার উপকূলের আলো দেখা গেল।

সমুদ্র আর পাহাড় দুটো মিলে এখানে যেন একাকার। এতো সুন্দর পরিবেশ মরগ্যানের জীবনে এর আগে আসেনি। মরগ্যান হাসিমুখে কনস্ট্যাটাইনের সঙ্গে নানা ধরনের কথা বলছিলেন। কথা বলার ফাঁকেই কনস্ট্যানটাইন একটা দামী ক্যামেরা বের করে মরগ্যানের একটা ছবি তুললো, মরগ্যান জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন ওই ক্যামেরাটা জন মিকালি ওকে উপহার দিয়েছেন। নৌকো ততোক্ষনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

* * *

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। জন মিকালি রিসিভারটা তুললো। ও প্রান্তে

ক্যাথারিন রীজের কণ্ঠস্বর: 'শোনা জন, আমি হিথরো এয়ারপোর্টে লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি। যাই হোক, আমি সকালেই তোমার ওখানে গিয়ে পেঁাছেছি।'

—'আমি কনস্ট্যানটাইনকে পাঠিয়ে দেবো।' বলে উঠলো মিকালি। বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো ও। ঠিক তখনই ওর কানে ভেসে এলো ইঞ্জিনের শব্দ। মিকালি এবারে একটা বাইনোকুলার নিয়ে চোখে দিয়ে তাকালো সামনের দিকে। তারপর বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল তখনও ক্রমশঃ যন্ত্রচালিত নৌকোটা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ দেখে আবার বসার ঘরে ফিরে এলো মিকালি। ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো একবার। টেবিলে রাখা ছোট্ট গ্লাসটায় চুমুক দিলো। তারপর ডেস্কের ড্রয়ারটা খুলে রিভলবারটা বের করে একটা সাইলেন্সার লাগিয়ে নিলো তাতে। শেষে কোমরের বেল্টে গুঁজে নিলো ওটা।

ঘরের সব জানলাগুলো এরপর একটা একটা করে খুলে দিলো ও। বাগানের ফুলের গন্ধ নিয়ে বাহিরের বাতাস এসে ঘরের মধ্যে দাপাদাপি আরম্ভ করে দিলো তখনই।

ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে, দিলো জন মিকালি। শুধু একটা টেবিল ল্যাম্প ছাড়া। এরপর পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসে বাজাতে আরম্ভ করলো সেটা।

উপকূল থেকে ফুট যাটের মত রাস্তা অতিক্রম করে ওরা একটা ছোট অফিসঘরে এসে ঢুকলো। বারান্দা থেকে একটা কুকুর মরগ্যানকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করছিল।

এক বৃদ্ধা মহিলা কুকুরটাকে চুপ করতে বললেন। ততোক্ষনে কনস্টানটাইন ওপরে উঠে গেছে। মরগ্যানও ওকে অনুসরণ করেছেন। বাড়ির সামনে বেশ বাতাস। নানা ফুলের সৌন্দর্য্য আর সুগন্ধের সমারোহ। মরগ্যান পিয়ানোর শব্দ শুনতে পেল

কিছুক্ষণ পরে ওরা এসে পেঁাছালো একটা ভিলার কাছে। ভিলাটা সুন্দর বলা যায়। অবশ্যইগঠন সৌন্দর্যে মনোরম। সামনেই একটা দরজা। কনস্টানটাইন দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললো। তারপর ঢুকলো ভেতরে। হলঘরটা কেমন অন্ধকার। সামনে আর একটা ঘর। সেটার দরজা অবশ্য খোলাই ছিল। আলোও জ্বলছিল ভেতরে। মরগ্যান বুঝতে পারলেন পিয়ানোর শব্দটা ওই ঘর থেকেই আসছে। কনস্ট্যানটাইন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। মিকালি বলে উঠলো, ভেতরে আসুন মিঃ রীজ মরগ্যান ঘরের সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। বেশ বড়ো ঘরটা আসবাবপত্র অবশ্য অতি সাধারণ। ঘরটার চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন মরগ্যান। মিকালি পিয়ানো বাজাচ্ছিল। জন বললো, 'মিঃ রীজ, আপনার কোটটা অনুগ্রহ করে খুলে ফেলুন।'

মরগ্যান সঙ্গে সঙ্গে কোটটা খুলে সামনের চেয়ারে ঝুলিয়ে দিলো। তারপর এগোলেন, এই মুহূর্তে তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

—'এই বাজনার সুরটা আপনি জানেন মিঃ রীজ?'

—'জানি, বলে মরগ্যান ওটার নাম বললেন, জন মিকালি একটু অবাক হলো

এবার। বললো, 'আপনি বোধা দেখছি।' মৃদু হাসলেন মরগ্যান। বললেন তারপর, 'ঠিক তা নয়। আসলে ওটা আমার মেয়েকে শিখতে হয়েছিল, সে তো রয়্যাল কলেজ অব মিউজিকে শিখতো।'

এবারে দীর্ঘশ্বাস ফেললো জন মিকালি। তারপর বললো, ওই মর্মান্তিক ঘটনার জন্যে আমি খুব দুঃখিত। তবে আমি ওকে বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম কর্ণেল।'

মরগ্যান এবারে বললেন, 'হ্যাঁ, সেটাই আমি ভেবে নিতে পারি। আপনি প্যারিসে স্টেফানাকিসকে খুন করেছিলেন, ড্রাইভারটাকে অবশ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর রিওতে যখন জেনারেল ফ্যামকাওকে খুন করেছিলেন সেবারেও ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আপনি। এরপর বার্লিনের হিলটনে পরিচারিকাটিকেও মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আপনি নিজেকে কি ভেবেছিলেন মিঃ মিকালি। স্বয়ং ঈশ্বর ?'

—'আমার খেলার নিয়মটা তাই ছিল। ওরা কেউ আমার লক্ষ্যবস্তু ছিল না।'

মিকালির জবাবে একটু বিদ্রূপের ভংগীতে বললেন মরগ্যান, 'এটা আপনার খেলা ?

— হ্যাঁ, এ খেলাতো আপনিও খেলেছিলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজক খেলা। আপনি কি বলতে পারেন যে, সৎভাবে সবকিছু করেছেন আপনি ?

—'আপনি সত্যিই একজন উন্মাদ।' মরগ্যান বলে উঠলেন এবার। ওর কথায় অবাক হলো মিকালি, বললো, 'কেন ? ইউনিফর্ম পরে আমিতো ওই একই জিনিষ করেছি। তারজন্যে আমি পুরস্কার পেয়েছি। আপনার ভূমিকাও ঠিক সেরকম। আপনি আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমারই প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন। এখন বলুন স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের কি খবর ?'

মরগ্যান জন মিকালির কথার গুরুত্ব না দিয়ে বললো, 'আমি আপনার জন্যেই এখানে এসেছি।'

বলেই সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। জন মিকালি তখনো মৃদু স্বরে বাজিয়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই বললো ও।

'এই সুরটা আপনার পছন্দ ?'

তারপরেই ওর হাতে দেখা গেল একটা রিভলবার। ওটা দেখামাত্রই মরগ্যান বেশ কিছুটা সরে গেলেন। ততোক্ষণে জনের হাতের রিভলবারটা গর্জে উঠেছে। গুলিটা এসে বিঁধেছে ঠিক ওর বাঁ কাঁধের ওপরে।

টেবিলটার ওপরে রাখা পড়ার টেবিল ল্যাম্পের সকেট থেকে ল্যাম্পটা খুলে নিলো দ্রুত। সারা ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। মিকালির রিভলবারটা ততোক্ষণে আরো দু'বার গর্জন করে উঠেছে। মরগ্যান ততোক্ষণে দরজার সামনে পৌঁছে গেছেন। বারান্দাটা অতিক্রম করে গেছেন দ্রুতবেগে। তারপরেও ডিগবাজি খেয়ে প্রায় ফুট দশেক নীচে বাগানে লাফিয়ে পড়লেন। তারপরে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। ছোট ঘরটা থেকে সামনে একটা কুকুর চীৎকার করে যাচ্ছিল।

মরগ্যান জলপাই গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে এগোচ্ছিলেন তিনি ভাবেন জন মিকালি ওকে অনুসরণ করছিল।

জায়গাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। মরগ্যান এক সময়ে এসে পেঁছোলেন পাহার চুড়ার একেবারে শেষপ্রান্তে। একটু ইতস্ততঃ করলেন এবার। বুঝতে পারলেন আর এগোবার জায়গা নেই।

পেছন ফিরে তাকালেন তিনি সোনালী আর কমলা লেবু রঙের আকাশের মাঝখানে মুহূর্তের জন্যে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পাওয়া গেলো। মিকালি ছুটতে ছুটতেই ওই ছায়ামূর্তিটাকে লক্ষ্য করে ও গুলি করলো। মরগ্যানের শরীর তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ভেসে এলো একটা অস্ফুট আর্তনাদ।

মিকালি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো ও। কনস্টানটাইম এসে দাঁড়িয়েছে। এক হাতে শটগান আর অন্য হাতে একটা শট ল্যাম্প। মিকালি ওর হাত থেকে ল্যাম্পটা নিলো। তারপর জ্বালালো সেটা। আলোয় দেখা গেল পাথুরে নদীর স্রোত অদ্ভুতভাবে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মিকালি আবার বারান্দায় ফিরে এলো।

* * *

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। জাঁ-পল-ডিভিল ওর প্যারিসের অ্যাপার্টমেণ্টে ছিলেন। ক্রিমিন্যাল বারের সহকর্মীদের খাওয়ার অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনি। সবেমাত্র ঘরে ঢুকে তিনি কোটটা খুলে রাখলেন। ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠলো। মিকালিই ফোনটা ধরেছিল। মিকালি বললো, 'আমি ঘণ্টাখানেক ধরে চেষ্টা করছি।'

—'ডিনারে গেছিলাম। কিছু হয়েছে ?'

মিকালি জবাবে বললো, 'ওয়েকমএর বন্ধুটি এসেছিলো আমার কাছে। উনি আমার ব্যাপারে সবকিছু জানেন।'

—'কি করে জানলো ?'

ডেভিলের প্রশ্নে মিকালি জানালো, 'বলতে পারবো না।'

—'কোনো ব্যবস্থা করোনি ওর ?'

—'হুঁ করেছি। একেবারে স্থায়ী ব্যবস্থা।' মিকালি বলে উঠলো।

ওর কথায় ভুরু কোঁচকালো ডেভিল। বললেন, 'তোমার কাছে একবার যাওয়া দরকার। এথেন্সে যাবার প্রথন প্লেনটা ধরতে পারলে ভাল হবে।'

—'তাহলে তো চমৎকার হয়।' বললো মিকালি। সামান্য থেমে আবার বলে উঠলোও, 'ক্যাথারিন সকালবেলাই এখানে এসে পেঁছোচ্ছে। অবশ্য তাতে তোমার অসুবিধে হবে না।'

'তাতো জানি।' ডেভিল বলে উঠলেন, 'যতোদূর সম্ভব ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক রাখতে হবে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে সব জানাবো।'

মিকালি চিন্তিত মুখে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিলো একবার। তারপর চলে এলো

ডেস্কের কাছে। ওর ভেতর থেকে একটা ফাইল বের করলো ও। ওটায় মরগ্যান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আছে। ফাইলটা তুলে মরগ্যানের ছবিটা দেখলো ভাল করে। তারপর আবার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো ও। ওর দুটো চোখ বাঘের মতো জ্বলছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে ও ফাইলের ভেতর থেকে মরগ্যানের ছবিটা বের করে নিলো। তারপর ফাইলটিকে ছুড়ে দিলো ফায়ার প্লেসের আগুনে। সঙ্গে সঙ্গে ফাইলটা পুড়তে আরম্ভ করলো। ও সেই-দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করলো নিজের মনে। বাইরে তখন অন্ধকার।

বারো

জর্জ ভিকার বয়েস বাহাত্তর। জীবনের বেশীর ভাগ সময়েই ও মৎস্যজীবি হয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। যে খামারে ওর জন্ম হয়েছিল সেখানেই বরাবর বাস করে এসেছে ও। জন মিকালির ভিলা থেকে আরো খানিকটা উঁচুতে। পাইন গাছ ঘেরা জায়গা। স্ত্রী আর ছেলেপিলে নিয়ে উদ্বেগহীন সংসার। স্ত্রীকে সঙ্গে করে নৌকোয় একদিন মাছ ধরতে বেরিয়েছিল জর্জ। এক ধরণের আলো জ্বালালে মাছেরা আকৃষ্ট হয়। সেটা জ্বালাতেই ওদের চোখে পড়লো একট মানুষ রক্তাক্ত অবস্থায় উপকুলের কাছে পড়ে আছে। মারিয়া অর্থাৎ ওর স্ত্রী চীৎকার করে বললো, 'ওই দ্যাখো একটা মানুষ পড়ে আছে।'

—'মরে গেছে নাকি ?'

—'কে জানে, একবার গিয়ে দ্যাখো না।

জর্জ সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছে গেল। লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখে বললো, 'গুলি লেগেছে, তবে এখনো মরেনি। দুটো চিহ্ন আছে। একটা কাঁধে, আর একটা বাঁ হাতের ·গছে।'

—'ডাক্তার দেখাতে হবে নাকি ?'

—স্ত্রীর প্রশ্নে বলে উঠলো জর্জ, 'আগে তো বাড়ীতে নিয়ে যাই। তারপর যাহোক করা যাবে। পুলিশ জানতে পারলে আবার ঝামেলা।'

গুরুতর আহত লোকটা আর কেউ নয় স্বয়ং কর্নেল মরগ্যান। কোনো রকমে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকে নিয়ে চলো। পুলিশের কোনো ভয় নেই তোমাদের।'

জর্জ আর মারিয়ার সঙ্গে মরগ্যান ওদের খামার বাড়ীতে এসে পেঁছোলেন। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল ওর।

* * *

রাতের বিমানে ক্যাথারিণ এসে হাজির হলো এথেন্সে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল

ওকে। একটা হোটেলে ঘণ্টা চারেক ধরে কাটালো ও। সারা শরীর মন জুড়ে একটা অস্থিরতা। পরের দিন ভোর বেলাই বেরিয়ে পড়লো ও, একটা ট্যাক্সি ধরলো।'

হাইড্রার ভোর বেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ক্যাথরিনের মনে তেমন একটা দাগ কাটতে পারলো না। এই মুহূর্তে ও ভীষণরকম উদ্বিগ্ন। কর্নেল মরগ্যানের কথাগুলো ওর কাছে বোকার মতো মনে হয়েছে। ওর শরীর আর মন ও জনকে দিয়েছে। জন মিকালি ওকে প্রকৃতই আনন্দ দিয়েছে। এটা ওর পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

হাইড্রায় যখন ফ্লাইং ডলফিন থেকে নামলো তখন সামনেই দাঁড়িয়েছিল কনস্ট্যানটাইন। ওর হাতের স্যুটকেশটা নিয়ে নিলো ও। এই কিশোরটিকে দেখলেই ক্যাথারিনের কেমন যেন একটা অস্বস্তি জাগে মনের মধ্যে। ওরা পোর্ট থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর গিয়ে ঢুকলো সামনের লঞ্চে। কনস্ট্যানটাইনকে জিজ্ঞেস করলো ও, 'তোমার সঙ্গে কেউ নেই?'

কনস্ট্যানটাইন কোনো জবাব দিলো না। বললো, তাড়াতাড়ি ঠিক করে বলুন। তা না হলে দেরী হয়ে যাবে।'

এবারে জেটি থেকে লঞ্চটা ক্রমশঃ এগোতে আরম্ভ করলো। গতি বাড়তে লাগলো একটু একটু করে ক্যাথারিন গিয়ে বসেছিল লঞ্চের একেবারে পেছন দিকে। সকালের সূর্যটা এখন বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে। ক্যাথারিন একবার তাকালো সেদিকে। তারপর চোখ দুটো বুজলো।

* * *

বারান্দায় জন মিকালি অপেক্ষা করছিলো, চোখে কালো রঙের একটা সানগ্লাস। ফ্যাকাসে নীল রঙের একটা জিনস আর একটা সাদা শার্ট। মৃদু হেসে হাত নাড়ছিল মিকালি।

ক্যাথারিনের মনের মধ্যে কিছুটা আতংক ছিল। এর আগে এরকম ওর হয়নি। এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিলো মিকালির দিকে। কি বলবে বুঝতে পারছিল না ও, চোখ দুটোয় দুশ্চিন্তার ছাপ।'

—'ক্যাথারিন, কি হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো মিকালি। ক্যাথারিন কান্নাটাকে চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। বললো, 'আমি ভীষণ ক্লান্ত মিকালি। গোটা রাস্তাটা প্লেনে এসেছি। উঠেছিলাম এথেন্সের হোটেলে। সে রাতটা ভীষণ অস্বস্তিতে কেটেছে আমার।' ক্যাথারিনকে জড়িয়ে ধরলো জন মিকালি। মৃদু হাসলো ও বললো, 'মনে আছে, স্কট সিটজেরাল্ড কি বলেছিলেন? গরম জলে একবার স্নান। তারপরেই সব অবসাদ দূর হয়ে যাবে। এরপর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে পারি। তোমারও এখন সেটাই দরকার।' বলে জন মিকালি ওর স্যুটকেশটা তুলে নিলো। কনস্টানটাইনকে স্থানীয় অর্থাৎ গ্রীক ভাষায় কিছু বললো। এরপর ভিলার দিকে এগোতে আরম্ভ করলো ওরা। ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ওকে কি বলছিলে?'

—দুপুরে হাইড্রাতে ফিরে যেতে। প্যারিস থেকে আমার একজন লোকের আসার কথা আছে। আমার বন্ধু। ভদ্রলোক আইনজীবি। জাঁ-পল-ডেভিল ওর নাম। এর আগেই ওর কথা আমি তোমাকে বলেছি।

—'উনি কি এখানে থাকবেন ?'

জন মিকালি জবাবে বললো, 'সম্ভবতঃ এক রাত্রি থাকবেন। পুরোপুরি ব্যাবসার ব্যাপারে আসছেন আমার কাছে। বেশ কিছু জরুরী কাগজপত্রে আমার সই করতে হবে।

বলে ক্যাথারিনের হাতটা আরো ভাল করে চেপে ধরলো জন। তারপর আলতো করে একটা চুম্বন করলো ওর গালে। শেষে বললো, 'এতে অবশ্য তেমন কিছু মনে করার নেই। চলো এখন স্নান করে নাও তুমি।'

*　　　*　　　*

বলতে গেলে স্নানটা ওকে ভাল রকমই কাজ দিলো। যতক্ষণ পারলো জলের মধ্যে শুয়ে রইলো ও।

জলের উষ্ণতা ওর শরীরের সমস্ত বেদনা দূর করে দিলো। স্নানের পর মিকালির সঙ্গে জলেই ও কিছুক্ষণ জড়িয়ে রইলো, শেষে মিকালি ওকে শ্যাম্পেন আর ব্র্যাণ্ডি এনে দিলো। পাত্রটাও চমৎকার। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো।

ক্যাথারিন মৃদু হেসে বললো, 'চমৎকার।' এ রকম অভিজ্ঞতা এর আগে কখনো আমার হয়নি।'

—'এটা খুব পুরোনো। আমার ঠাকুরদার সময়কার জিনিষ। তিনি ছিলেন হাইড্রয়েট ফ্লীটের একজন জাঁদরেল অ্যাডমিরাল। একবার নেভারিনোর যুদ্ধে তুর্কী জাহাজ থেকে তিনি এটা নিয়েছিলেন।' কথাটা বলে মিকালি মৃদু হাসলো একবার। তারপর বললো, 'ক্যাথারিন, তুমি শুয়ে মনের আনন্দে খাও। আমিও ততোক্ষণ খেয়ে নিই।

—'তুমি ?' ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করলো ওকে। দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে জন মিকালি একবার ঘুরে দাঁড়ালো। মৃদু হাসলো তারপর। শেষে অতি পরিচিত অননুকরনীয় ভঙ্গীতে হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিলো। বললো: কেন নয় ? আমি জন মিকালি। আমার অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

এদিকে শ্যাম্পেন আর ব্র্যাণ্ডি দুটোই ক্যাথারিনের মাথায় গিয়ে পেঁছোলো। ব্যাপারটা ওর কাছে একেবারে নতুন। ওর শরীর আর মনের মধ্যে যে একটা এলোমেলো অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল সেটা একেবারেই কেটে গেল। ফিরে এলো একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি বোধ। 'এখন ওর সামনে সকস্ত কিছু পরিষ্কার। বুঝতে পারলেন এইভাবে সবকিছু চলতে পারে না। যে ব্যাপারটা ওকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে এবং ওকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে সেটা ওকে প্রকাশ করতেই হবে।

স্নান শেষ হলো ক্যাথারিনের। শেষে সরে এসে একটা তোয়ালে গায়ে

ডেভিল বললো, 'মরগ্যান যদি শেষ পর্যন্ত তোমার পরিচয় জানতে পারে কোনো-রকমে তাহলে কিন্তু বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অন্যরাও তখন কিন্তু জেনে যাবে। অবশ্য আমি বলছি না যে, পরের মাসে কিংবা পরের বছরেই এটা ঘটে যাবে। কিন্তু একদিন না একদিন সবাই জানতে পারবে ব্যাপারটা।' কথাটা বলে হাসলো ডেভিল। তারপর কাঁধটা ঝাঁকালো একবার। তারপর বললো, 'হয়তো আগামী বুধবারও জেনে যেতে পারে। আশ্চর্যের কিছুই নেই।'

মিকালি বললো, 'ওরা যদি আমাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পারে তাহলে লাভটা কার হবে তুমিই বলোনা, আমার এই মুহূর্তে কি করা উচিত ?'

—'গেস্টাপোর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে মিকালি।' বলে উঠলো ডেভিল আবার, 'তোমাকে ওরা একটা ইনজেকশান দেবে, ব্যস তাতেই সব শেষ। ওটাই মৃত্যুর সামিল।

—'সে তো বুঝলাম। কিন্তু এখন তুমি আমাকে কি করতে বলছো ?' বলে উঠলো মিকালি। ডেভিল জবাবে বললো, 'এখন বাড়িতেই ফিরে যাবার সময় এসেছে দোস্ত।'

মিকালি এবার বলে উঠলো, 'বৃদ্ধা মায়ের কথা ভাবছো ? কিন্তু আমার কাছে এ সবের কোনো মূল্য নেই। আর যদি আমার ভাগ্যে সে রকম কিছু ঘটে তাহলে আর তুমি কি করবে। তোমার সঙ্গে অবশ্য ওরা ভি. আই. পির মতো ব্যবহার করবে।'

ডেভিল এবার বলে উঠলো, কিন্তু তুমি কি করবে ?' ওর দুটো চোখে এক ধরণের হতাশা। বললো আবার, 'আমি কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না।'

—দু'একদিন অপেক্ষা করা যাক।'

—'আর যখন সেই বিশেষ দিনটা তোমার সামনে এসে হাজির হবে ?'

মিকালি একটা ঢিলেঢালা সোয়েটার পড়েছিল। তার ভেতরেই রাখা ছিল একটা রিভলবার। ও ডান হাতে রিভলবারটা চেপে ধরলো। তারপর বললো, 'ডেভিল, আমি সবকিছুর জন্যেই এখন প্রস্তুত।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ফোনটা বেজে উঠলো। ডেভিলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ভেতরে গেল ও। ডেভিল সামনে পাথরের রেলিংটার ওপরে বসে পড়লো। সামনের দিকে তাকালো একবার। মিকালি ঠিকই বলেছে। প্যারিস আর লণ্ডনই হচ্ছে উপযুক্ত শহর। অন্যান্য শহর নয়। হঠাৎ ওর চোখের ওপরে ভেসে উঠলো মস্কোর ছবি। তারপর সেখানকার শীতের কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠলো ও। শরীরের মধ্যে একটা কাঁপুনি টের পেলো। কেউ ছিল না ওখানে। এখনো কেউ নেই। কোথাও ওর কোনো আত্মীয় স্বজন নেই। আর থাকলেই বা কি হতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জন মিকালি বেরিয়ে এলো। মুখে ওর মৃদু হাসি। হাতে একটা গ্লাস। অন্য হাতে নেপোলিয়নের একটা বোতল। উত্তেজনায় ওর মুখটা লাল। বললো, 'জীবনটা সত্যিই খুব জঘন্য। যাই হোক, প্রিভিসে একটা

অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব এসেছে। আমি ইতিমধ্যেই সে ব্যাপারে প্রস্তুত হয়েছি। আজকে যদি আমি প্লেনটা ধরতে পারি, তাহলে আগামী কাল আমি লণ্ডনে পেঁছোবো। আমার ভালভাবে রিহার্সাল দিতে অন্ততঃ দিন দুয়েক সময় দরকার।' ডেভিল এর আগে মিকালিকে কোনোদিন এতো উৎফুল্ল দেখেনি। বললো ও, 'না জন, এখন তোমার লণ্ডনে যাওয়া ঠিক হবে না। ওখানে উলটো-পালটা কিছু ঘটে যেতে পারে। তখন আর তোমার কিছু করার থাকবে না।'

মিকালি বললো,। ইউরোপের সংগীত জগতের সংগীতানুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন সিরিজ এটা।'

আমি কল্পনা করতে পারছি হল একেবারে কানায় কানায় ভর্তি হয়ে উঠবে।'

'তা অবশ্য ঠিক।' মিকালি মৃদু হেসে বলে উঠলো। তারপর বোতলের তরলটা ঠক ঠক করে সবটাই মুখে ঢেলে দিলো। তারপর বোতলটা ছুঁড়ে দিলো শূন্যে। সূর্যের আলোয় সেটা ঝকমক করে উঠলো। তারপর পাথরের ওপরে পড়ে সেটা চূর্ন বিচুর্ন হয়ে গেল।

* *

ক্যাথারিন একসময় ঘুম থেকে উঠলো। তা সত্বেও ও বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুয়ে রইলো। বেশ খানিকক্ষণ ভাববার চেষ্টা করলো, ও এখন ঠিক কোথায়। এই মুহূর্তে ও একেবারে একা। ঘড়িটা দেখলো ও বিকেল আড়াইটে বেজেছে।

ক্যাথারিন এবারে উঠে পড়লো। একটা সাদা শার্ট আর একটা জিনসের প্যান্ট পড়ে নিলো ও। তারপর পায়ে একটা চটি গলিয়ে নিলো। তারপর বেরিয়ে পড়লো জন মিকালির খোঁজে।

বসার ঘরে ওর কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু কণ্ঠস্বরের শব্দ ওকে টেনে নিয়ে এলো বারান্দাতে। দেখলো সেখানে মিকালি দাঁড়িয়ে ডেভিলের সঙ্গে কথা বলছে। ক্যাথা-রিনকে দেখা মাত্রই মিকালি ওর সামনে এগিয়ে এলো। কোমরটা জড়িয়ে ধরে সামনে নিয়ে এলো ওকে। বললো, 'কি, ক্যাথো এখন ভালো বোধ করছো তো।'

'মনে তো হচ্ছে তাই।' মৃদু হেসে জবাব দিলো ক্যাথারিন। এরপর মিকালি ডেভিলের সঙ্গে ক্যাথারীনের পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এই হচ্ছে জনপল ডেভিল। আমার প্রিয় বন্ধু। তুমি কিন্তু ডেভিল সাবধানে ডঃ ক্যাথারিন রীলের সংগে কথা বলবে। কারণ ও মনঃবিশেষজ্ঞ। তোমার মনের ভেতর থেকে কথা টেনে বের করে আনবে ও'

'বা, ডঃ রীলে, আমার খুব ভাল লাগছে তোমাকে। বলে ক্যাথারিনের ঠোঁটে একটা চুম্বন করলো।

এরপর জন মিকালি ক্যাথারিনের হাতটা ধরে ওর দিকে টেনে নিলো। বললো, এইমাত্র কিছুক্ষন আগে ব্রুনো ফিশার ফোন করেছিল। পিয়ানো বাজানের জন্যে আমার কাছে একটা প্রস্তাব এসেছে'

'কখন?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন। জন মিকালি জবাবে বললো, শনিবার

অনুষ্ঠানের একেবারে শেষদিনে 'সত্যিই চমৎকার হবে।'

খুশীতে ক্যাথারিনের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'তারমানে পরশু দিন।'

মিকালি বললো, হুঁ আমাকে এখন রিহার্সাল দিতে হবে। সে কারণে আমাকে বিমানে করে আজ রাতেই পাড়ি দিতে হবে লণ্ডনে। তুমি কি এরজন্যে কিছু মনে করবে? আসলে তুমি তো সবেমাত্র বিমানে করে এলে।'

'বিন্দুমাত্র মনে করবো না।' মিকালির দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠলো ক্যাথারিন। তারপরেই ডেভিলের দিকে তাকিয়ে বললো, ডেভিল, তুমিইতো সঙ্গে যাবে?'

মিকালি বললো, 'না, ডেভিলকে এখন প্যারিসে যেতে হবে। ও এসেছিল শুধু আমাকে দিয়ে কয়েকটা কাগজে পত্রে সই করিয়ে নেবার জন্যে। ও আমার আইনগত দিকগুলো দেখে। লণ্ডনে আর প্যারিসে। অবশ্য প্যারিসে একটা বড়ো বাড়ী কিনেছ ও। ওখানে ভবিষ্যতে আমরা মিউজিকের ক্লাস করবো'

আমরা মানে? ক্যাথারিন এবার জিজ্ঞেস করলো। মিকালী এবার বললো। 'আমি বিনামূল্যে শেখানের প্রস্তাব দিয়েছি, আশা করি অন্যান্য বাজিয়েরাও আমাকে অনুসরণ করবে।'

আগেকার সমস্ত ভয় পাওয়াটা এখন ওর কাছে স্বপের মতো মনে হলো। জন মিকালির কোমরে একটা হাত রাখলো ক্যাথারিন। তারপর বললো, বা আমার মতে এটা একটা চমৎকার পরিকল্পনা।'

চমৎকার। এখন কিন্তু খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে এগানো যাক। ক্যাথারিন মাথা নাড়লো। বললো, 'আমার একটু খোলা বাতাস দরকার। আমি একটু বেড়িয়ে আসি, কিছু মনে করবে?'

—'নিশ্চয়ই না তোমার যা ইচ্ছে।' মিকালি আবার ওকে চুম্বন করলো। বললো, 'পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

—'ঠিক আছে।' বলে উঠলো মিকালি। তাকালো ডেভিলের দিকে। বারান্দার শেষপ্রান্তে জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল জন মিকালি। দেখলো, ও ক্যাথারিন বাগানের মধ্যে দিয়ে হেটে চলে যাচ্ছে। ডেভিল ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'মেয়েটা খুবই মেধাবী।'

মিকালি বললো, 'চলো ডেভিল, একটু মদ খাওয়া যাক।'

—'চলো।'

ওরা দুজনে ঘরের মধ্যে চলে এলো।

*　　*　　*

পাইন গাছে ঘেরা পাহাড়ের কিনারায় জর্জ আর মারিয়ার খামার। জায়গাটা খুবই মনোরম। খামার বাড়ীটা একতলা। লাল রঙের পেণ্টাইলের চাল। দেওয়ালের রং সাদা। শোবার ঘর দুটো। বসার ঘর একটা। এছাড়া একটা রান্নাঘর। বাইরে যতোই উষ্ণতা থাক ভেতরটা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার।

মরগ্যান ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, ওরা দুজনে একটা বেঞ্চিতে বসে কথা বলছে। দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে দেখে মরগ্যান খানিকটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। এদের দাম্পত্যজীবন অতি সাদাসিদে। খুবই চমৎকার। মারিয়া মরগ্যানকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, তোমার হাঁটাটা উচিত নয়।'

মরগ্যান কিছু না বলে মৃদু হাসলেন একবার। কোমর অবধি একটা কাপড় জড়ানো। ক্ষতস্থানের দু'জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হঠাৎ ওর মানসিক অবস্থা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। এরকমটা অনেকদিন বোধ করেন নি তিনি। জর্জ বেঞ্চিতে ওর পাশে বসতে বললো ওকে। মরগ্যান কোনরকমে বসলেন। জর্জ বললো, 'কি রকম বোধ করছো এখন ?'

—'মোটামুটি, এখন আমার নিজেকে তোমাদের মতোই বয়স্ক মনে হচ্ছে।'

ওর কথা শুনে মারিয়া সশব্দে হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'তোমার পাশের বুড়ো লোকটার এখনো অনেক ক্ষমতা।'

জর্জ ওকে একটা সিগারেট দিলো। তারপর বললো, 'গত রাতে তুমি জন মিকালির নাম করেছিলে। অনেকবার ঘুমের ঘোরে।

'ওই লোকটাই কি তোমার এরকম অবস্থা করেছে ?'

মরগ্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'ওকি তোমাদের পরিচিত ?'

বৃদ্ধ জর্জ এবারে থুতু ফেললো। তারপরে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'এখানে বসে থাকো তুমি। আমি আসছি।'

বলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেল জর্জ। কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরে এলো ও। হাতে একটা ফিল্ড গ্লাস।'

—'কোথা থেকে এটা পেয়েছ তুমি ?' বলে উঠলেন মরগ্যান ? জবাবে জর্জ বললো, 'আমি তখন ইউ কে তে ছিলাম। সেটা যুদ্ধের সময়। ক্রীটের নাজি ঝটিকাবাহিনীর কাছ থেকে এটা পেয়েছিলাম আমি। এসো তোমাকে দেখাই।'

এরপর মরগ্যান ওর পেছনে সামান্য হেঁটে গেলেন। একটা জায়গায় গিয়ে বলে উঠলো জর্জ, 'এই নাও দ্যাখো।

নীচে পাইন বনের মধ্যে দিয়ে গিরিখাদটা চলে গিয়ে মিশেছে একেবারে উপসাগরে। ঠিক তার ওপরে জন মিকালির ভিলাটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু গ্লাস দিয়ে জর্জ বাড়ীটাকে দেখতে পাচ্ছিল। এরপর ও ওটা মরগ্যানের হাতে দিলো। তারপর বললো, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্থে আর পরিশ্রমে ওটা তৈরী হয়েছে। মিকালি তো সবই চুরি করেছে।'

ফিল্ড গ্লাসে মরগ্যান সেদিকে চোখ ফেলতেই ভিলার প্রাচীন বারান্দাগুলো ওর কাছে যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। এবারে ও জর্জের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'জন মিকালি।' ও চুরি করেছে।'

—'না ওর ঠাকুরদা। কেন, কোনো তফাৎ আছে কি ? একজন মিকালি মানে সে মিকালিই। আমরা একসময় সম্পদশালী জাতি ছিলাম। কিন্তু এখন…।'

কথা থামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো আবার, 'সবই ওদের অত্যাচারের ফল...।'

মরগ্যান এতোক্ষণ জর্জের কথা শুনছিলেন। এবারে আবার তিনি গ্লাসটা নিয়ে চোখে দিলেন। ওর চোখের সামনে ভিলার নীচের বাগানটা ভেসে উঠলো। তারপরেই দেখলেন, ক্যাথারিন বাগানের মধ্যে পায়চারী করে চলেছে।

—'হে ঈশ্বর।' বলে উঠলেন মরগ্যান। বৃদ্ধ জর্জ এবার ওর কাছ থেকে ফিল্ড গ্লাসটা নিয়ে নিলো। তারপর নিজে দেখলো একবার। তারপরেই বলে উঠলো, 'ওই আমেরিক্যান মেয়েটাকে এর আগেও আমি দেখেছি একবার।'

—'আগেও দেখেছ?' জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। জর্জ জবাবে বললো, 'তুমি ওকে চেনো নাকি?'

—'সম্ভবতঃ চিনি। মরগ্যান একটু রুক্ষ ভাবে বলে উঠলেন আবার, 'অবশ্য এখনো পর্যন্ত আমি তেমন নিশ্চিত নই।'

কথাটা বলে তিনি আবার ফিরে তাকালেন। তারপর জর্জ কিছু বলার আগেই এলোমেলো পায়ে পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।

*　　*　　*

সংকীর্ণ পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে আবার বাগানে ফিরে এলো ক্যাথারিন। খুব গরম লাগছিল ওর। ছোট্ট একটা বাড়ীর পাশ দিয়ে ও যখন এসেছিল তখন একটা কুকুর ডেকে উঠলো। বুড়ো পাচক অ্যানা ওকে রান্নাঘর থেকে হাতের ইশারায় ডাকলো। ক্যাথারিণ ততোক্ষণে চওড়া পাথরের সিঁড়িটার কাছে গিয়ে পেঁছেছে। কনষ্টানটাইন মাছধরছিল ওখানে বসে।

এখানকার জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। তাতে যন্ত্র চালিত নৌকোটার নিখুঁত প্রতিবিম্ব পড়েছে। কনষ্ট্যানটাইনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো ক্যাথারিন। ওর বিধবা মা এথেন্সের একটা হোটেলে কাজ করে। ছেলেটা খুবই সরল স্বভাবের। কথা বলতে বলতে ও জিনসের পকেট থেকে একটা মোড়ক বের করলো। ওর ভেতর থেকে তৈরী একটা খাবার বের করলো শেষে। মিষ্টি জাতীয় খাবার। ও অর্ধেকটা ক্যাথারিনকে দিলো। ক্যাথারিনের কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। তবুও ও প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। মুখে দিয়ে তেমন ভাল না লাগলেও কোনোরকমে খেয়ে নিলো সেটা।

ক্যাথারিন পাথরের সিঁড়িটার ওপরে বসেছিল। ওর পাশেই বসেছিল কনষ্ট্যানটাইন। তারপর ওর জামার পকেট থেকে বেশ কিছু ছবি বের করে ক্যাথারিনের হাতে দিয়ে বললো, 'এই দ্যাখো।'

—'তুমি ছবিও তোলো নাকি?' ক্যাথারিন ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলে উঠলো। ক্যাথারিন একটা একটা করে ছবি দেখতে লাগলো। ওদের সবাইএরতো বটেই এমন কি মিকালির আর ক্যাথারিনের নিজেরও ছবি আছে।

—'ভালো হয়েছে ছবিগুলো?'

—'চমৎকার হয়েছে।' বলে উঠলো ক্যাথারিন। কনস্ট্যানটাইন ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। এর পরের একটা ছবি দেখে অবাক হয়ে গেল ক্যাথারিন। ওটা মরগ্যানের ছবি।'

ছবিটার দিকে ক্যাথারিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো। তারপর কনস্ট্যানটাইনকে জিজ্ঞেস করলো ও, 'এই ছবিটা তুমি তুললে কোথায় ?' তুলেছোই বা কখন ?'

কনস্ট্যানটাইন ওর দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। ক্যাথারিন আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ছবিটা তুমি কখন তুলছো ?' কনস্ট্যানটাইন বললো। 'কেন, গতকাল রাতে ?'

ক্যাথারিন এবারে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'এটাতো সম্ভব নয়। ও কোথায় এখন ?

ক্যাথারিনের প্রশ্নের ধরনে অবাক হলো কনস্ট্যানটাইন। ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো ও, 'ওতো চলে গেছে।' বলার সময় মনে হলো কনস্ট্যানটাইন কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে। ছবিগুলো গুছিয়ে পকেটে রেখে দিলো ও। তারপরে মরগ্যানের ছবিটাও ক্যাথারিনের হাত থেকে নিতে গেল। কিন্তু পারলো না। ক্যাথারিন ছবিটা নিয়ে ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর দ্রুত এগোতে আরম্ভ করেছে সামনের দিকে। খানিকটা দূরে গিয়ে দৌড়োতে আরম্ভ করলো ও। কোথায় যাচ্ছিল নিজেই বুঝতে পারছিল না। শুধু একটাই ব্যাপার ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেটা হলো, মিকালি ওকে মিথ্যে কথা বলেছে। ক্যাথারিনের ছুটতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। এবড়োথেবড়ো রাস্তা। মাঝে কাঠের গুঁড়ির ওপরে বসে ও হাঁফাতে লাগলো। হাতে ধরা আছে মরগ্যানের ছবিটা। অর্থহীনভাবে বেশ খানিকক্ষণ ছবিটার দিকে ও তাকিয়ে রইলো। এরপর আবার দৌড়োতে আরম্ভ করলো ক্যাথারিন। অনেকক্ষণ পরে গিয়ে হাজির হলো পাইন ঘেরা একটা বাগানের কাছে। আর তারপরই হঠাৎ মরগ্যানকে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওর মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এলো। 'মরগ্যান তুমি ?'

মরগ্যান ওকে দেখেছেন। ওর মনে হলো, ক্যাথারিন যেন মানসিকভাবে অস্থির হয়ে উঠেছে। ক্যাথারিনের কাছে এগিয়ে এলেন মরগ্যান।

তারপর ক্যাথারিনের গলাটা চেপে ধরলেন তিনি, ওর শ্বাসবন্ধ হয়ে আসতে লাগলো ধীরে ধীরে। মরগ্যানের উন্মত্ত শক্তির কাছে একধরণের অসহায়বোধ করছিল ও

কিন্তু বেশীক্ষণ হয়নি। হঠাৎ জর্জ এসে ঝাঁপিয়ে পরে মরগ্যানের ওপরে। একরকম পেছন পেছন এসেই ও ব্যাপারটা দেখছিল। মরগ্যানের চুলের গোছা ধরে পেছন দিকে সবেগে টানলো জর্জ। যন্ত্রনায় চীৎকার করে উঠলেন তিনি। ক্যাথারিনের গলাও সেই সংগে ছেড়ে দিলেন। পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল ও।

ইতিমধ্যে মরগ্যানও পড়ে গেছেন। হাতে আবার চোট লেগেছে ওর ব্যাণ্ডেজটা

ভিজে উঠেছে রক্তে। ক্যাথারিনের দিকে তাকালেন একবার তিনি। তারপর অসহায়ের মতো শুয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'তুমি সব জানতে। মিকালি:কে তুমিই সাবধান করে দিয়েছো। দাওনি ? আর…'

হাঁফাতে হাঁফাতে যন্ত্রণায় চীৎকার করে আবার বলে উঠলেন মরগ্যান, 'আর সেজন্যেই ও গতকাল রাতে আমার আসার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছিল।'

ক্যাথারিনের দু'চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে এসেছিল। তখনও ওর স্বাভাবিক হতে অসুবিধে হচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই কোনোরকমে বলে উঠলো ক্যাথারিন। 'কি হয়েছিল তোমার, মরগ্যান ?'

—'আমাকে জন গুলি করেছিল। একবার নয়। তিনবার শেষবার আমি পাহাড়ের চুড়া থেকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেছিলাম।'

—'তাহলে ওই হলো সেই ভয়ংকর ক্রীটানীয়। তুমি ঠিকই বলেছিলে।' বলে উঠলো ক্যাথারিন। মরগ্যান এবার বলে উঠলেন, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে, ব্যাপারটা তুমি জানতে না।

ক্যাথারিণ কাঠের গুঁড়িটার ওপরে হেলান দিয়ে, বসলো এবার। মরগ্যানের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ছবিটা তুলে নিলো নীচে থেকে। তারপর সেটাকে কোনোরকমে সোজা করে মরগ্যানের হাতে দিলো। বললো, 'এটা দ্যাখো। তারপর তুমি গোটা ব্যাপারটা আবার ভাবো।'

জর্জ এতোক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ওরা দুজন স্বাভাবিক হয়ে যাবার পরে ওখান থেকে চলে গেল জর্জ।

জর্জ চলে যাবার পরে আবার ক্যাথারিন কথা বলতে আরম্ভ করলো। বললো। 'মরগ্যান, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো ?'

ওর কথায় মরগ্যান গিয়ে ওর পাশে বসলেন। ওর কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। বললেন, কিছু মনে কোরো না ক্যাথারিন।'

—'আমি কিছু মনে করিনি। আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করি।' ক্যাথারিণ ওর হাতে একটা হাত রাখলো। তারপর মাথাটা ওর কাঁধের ওপরে। মরগ্যান বলে উঠলেন এবার। বাঃ ব্যাপারটা বেশ চমৎকারই। আমার অনুসন্ধান সার্থক হলো। তবে ইতিমধ্যেই আমার বছর কুড়ি দেরী হয়ে গেছে। আমি আর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবো না।'

বলে সামান্য থামলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'এখন আমাকে কয়েকটা ব্যাপার খতিয়ে দেখতে হবে। তুমি ডেভিলের নাম বলছিলে না ? ওর নাম জাঁ-পল-ডেভিল। তাই না ?'

—'হ্যাঁ।' জবাব দিলো ক্যাথারিন। এখানে মরগ্যানের শরীরটা সামান্য কেঁপে উঠল। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো হিংস্রভাবে। মুখটা বেশ ঘেমে গেছে।

ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন কি করবে মরগ্যান ?'

—'কিছু ঠিক নেই। ভাল হতো ওখানে যেতে পাবলে। এই অবস্থায় আমি যেরকমভাবে আছি এখানে তাতে ওর সঙ্গে মোকাবিলা করাটা অসম্ভব হতো না। কিন্তু চলতে ফিরতে অসুবিধে হচ্ছে এখনো। গভীরভাবে নিশ্বাস নিলে মনে হয় আমি পড়ে যাবো। তবে আমি নিশ্চিত যে আগামী শনিবার ও অ্যালবার্ট হলে উপস্থিত থাকবে।'

মরগ্যানের বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল। ক্যাথারিণ তা ভালভাবেই টের পেলো। বললো, মরগ্যান, তোমার এখন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।'

—'তুমি বললে আজ সন্ধ্যেবেলাতেই লন্ডন যাবার জন্যে ও রাতের প্লেন ধরবে ?' জিজ্ঞেস করলো মরগ্যান। জবাবে বলে উঠলো ক্যাথারিন, 'হ্যাঁ।'

—'তুমি কি ওর সঙ্গে যাবে ?'

—'দেখি।' বলে উঠলো ক্যাথারিন। তারপর বলে উঠলো, 'জন মিকালির সঙ্গে থাকাটা এখন আমার পক্ষে জরুরী।'

বলে উঠে পড়লো ক্যাথারিন। এই মুহূর্তে ও অস্বাভাবিক রকমের শান্ত।

সেই অবস্থাতেই বললো ক্যাথারিন, 'তোমার জন্যে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে ক্যাথারিন।'

বলে ওর কাছ থোক বিদায় নিয়ে চলে গেল ও। ক্যাথারিন চলে যাবার পরে মরগ্যান উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রথম পায়ের জন্যে তেমন একটা ভালভাবে পেরে উঠলেন না। ক্যাথারিনকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলেন তিনি।

* * *

বেশ কিছুক্ষণ পরে ক্যাথারিন আবার ভিলায় ফিরে এলো। তখন জন মিকালি আব ডেভিল বারান্দার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। বসার ঘরের একটা জানালা দিয়ে ক্যাথারিন ওদের দেখলো একবার। তারপর আলমারী থেকে একটা জিনের বোতল বের করলো। টেবিলে বসে আপন মনে ক্যাথারিণ গ্লাসে ঢেলে জিনে চুমুক দিতে আরম্ভ করলো।

—হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে পায়ের একটা শব্দ হলো। মিকালি যে কখন এসে ভেতরে ঢুকেছে ও টের পায় নি। ও এসে ক্যাথরিনের কোমরটা জড়িয়ে ধরলো। তারপর বললো, 'ডার্লিং, এটা কি তোমার খুব তাড়াতাড়ি আসা হলো ?'

—'আমি খুব ক্লান্তবোধ করছি মিকালি।' বলে উঠলো ক্যাথারিন মিকালি ওর ঘাড়ের কাছে একটা চুম্বন করলো পরম আবেগে। তারপরে নিজের দিকে ঘোরালো ওর মুখটা। ক্যাথারিনের মুখমণ্ডল বেশ গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বলে উঠলো জন, 'ডার্লিং আমি খুবই দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, তোমাকে কেমন যেন বিশ্রী লাগছে দেখতে।'

—'তা আমি জানি। আচ্ছা জন, আমি যদি এখানে এখন কিছু দিন থাকি তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে।'

কয়েকমুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো জন মিকালি। তারপর মৃদু হাসলো। বললো: তারপর। কিছুই মনে করবো না। কিন্তু আগামী শনিবার তোমাকে অবশ্যই লণ্ডনে চাই। আমি যেখানে থাকবো তার পাশেই একটা বক্সে তোমার জায়গা থাকবে আমি যাতে ইচ্ছে করলেই তোমাকে পেতে পারি। তোমাকে ওখানে আমার ভীষণ ভাবে প্রয়োজন আছে।'

বলে ক্যাথারিনকে ও নিজের কাছে টেনে নিলো।

পরম আবেগে জড়িয়ে ধরে বেন কয়েকটা চুম্বন করলো ওকে। ক্যাথারিন মনে মনে ভাবলো, ব্যাপারটা এখন ওর কাছে কতোই সহজ। সেই প্রথম দিন থেকেই ও নিজের শরীরটা ওকে দিয়েছে। বলা যায় ও এখন ক্রীটানীয় প্রেমিকা। কিন্তু একটাই মাত্র তফাৎ আছে। তখন ও ব্যাপারটা জানতো না। কিন্তুএখন জানে।

—'যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমি এখন একটু শুতে চাই। মাথার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

—'অবশ্য শোবে।'

বলে মিকালি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে ডেভিল ছিল। জন যেতেই বলে উঠলো ডেভিল, 'আমার মনে হয় তোমার ওকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।'

—'কেন?' মিকালি শান্তভাবে বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। ও কিছুই জানে না।'

ডেভিল এবার জিজ্ঞেস করলো মিকালিকে, 'জন, তুমি ক্যাথারিনকে ভালবাসো?'

—'ওই শব্দটার অর্থ আমার জানা নেই। তবে ওকে আমার ভাল লাগে এটা বলতে পারি। ওর সঙ্গ আমাকে সত্যিই আনন্দ দেয়। এর আগে ওর মতো কোনো নারী আমার জীবনে আসেনি।'

ডেভিল বললো, 'কিন্তু আমার ধারণা ওর মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ ঢুকে গেছে। কে বলতে পারে। ওটা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে না?'

ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে মিকালি মৃদু হাসলো একবার তারপর পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসলো।

তেরো

মরগ্যান দ্রুত পায়ে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। আকাশে ভালোরকম মেঘ জমেছে। ঝড় উঠতে পারে এখনই। তিনি আরো গতিবেগে পা চালাচ্ছিলেন যদিও ঠিকমতো পারছিলেন না।

একসময় জোরে বৃষ্টি নামলো। ক্রমশঃ বৃষ্টির বেগ এমন জোরে বেড়ে গেল যে

মরগ্যানের সারা শরীরটা গেল ভিজে। একটা তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস ওর মস্তিষ্কের মধ্যে আঘাত করছিল।

যন্ত্রনা হচ্ছিল ওর। একবার আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। কিন্তু কোনো উপায় নেই। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ী রাস্তা ধরেই গ্রামের দিকে এগোতে লাগলেন তিনি।

মারিয়া দরজাটা খোলাই রেখেছিল। মারগ্যান টলতে টলতে কোনোরকমে সেখানে গিয়ে পৌছোলেন। মাথাটা এমন ভাবে একটা চাদর দিয়ে জড়ানো ছিল যে, মারিয়ার মুখটা দেখতে পেলো না তিনি। মারিয়া ওকে ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে এলো, 'একেবারে ভিজে গেছো দেখছি।'

—'হুঁ, আমার খুব শীত করছে।' কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলেন মরগ্যান। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ভাল করে ওকে মুছে দিলো মারিয়া। তারপর একটা নতুন পোশাক দিলো।

সবশেষে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি। ওর মাথার ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল ও। মরগ্যানের মনে হলো ওর মুখের সামনে ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে আছে।

ও বলে উঠলো, 'তুমি এখন ঘুমোও মরগ্যান।'

—'হে ঈশ্বর।' আর কিছু বলতে পারলেননা তিনি। চোখ দুটো গভীর ঘুমে বুজে এলো ওর।

* * *

সেই মুহূর্তে মমগ্যানের শরীরটা মোটামুটি ভাল মনে হচ্ছিল। বসে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ শ'দুয়েক ফুট নীচে দেখতে পেলেন তিনি ক্যাথারিন আসছে। প্রথমে ওকে ভাল দেখা যাচ্ছিলনা। গাছপালার ফাঁকে ওকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিলনা প্রথমটায়। তারপর হঠাৎ একসময় স্পষ্ট হলো ওর শরীরটা। ক্যাথারিনের মুখটা এবার পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ী আর আঁকাবাঁকা রাস্তাটা ওপরে উঠে এসেছে। ক্যাথারিন সেটা ধরেই উঠে আসছিল। ওর চোখে একটা সানগ্লাস। পরনে একটা টি-শার্ট আর সুতির প্যাণ্ট। সঙ্গে কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। জর্জ বলে উঠলো, 'তোমার জন্যে সত্যিই মেয়েটা খুবই চিন্তিত।'

মরগ্যানের সামনেই বসেছিল ও। মরগ্যান উঠে পড়ে পাশেই একটা কাঠের গুঁড়ির ওপরে গিয়ে বসলেন। ওর দিক থেকে চোখ সরাতে পারলেন না তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাথারিন এসে সামনে হাজির হলো।

কাঠের গুঁড়ির ওপরে বসে মরগ্যান তখন সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলেন। কালো চশমা চোখে ক্যাথারিনকে ওর আগান্তুক বলে মনে হচ্ছিল।

মরগ্যান বললেন, 'তাহলে তুমি আবার ফিরে এলে?'

—'হুঁ, এলাম।'

মরগ্যানের মুখোমুখি ঘাসের ওপরে বসে পড়লো ক্যাথারিন। গাছে হেলান দিলো তারপর। ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো।

—'তোমার ব্যাগে কি আছে ক্যাথারিন ?'

মরগ্যানের প্রশ্নের জবাবে বলে উঠলো ও, 'স্যান্ডউইচ, এক বোতল মদ। আসার সময়ে কনষ্টানটাইনের মা দিয়েছিল।'

—'সেই বিধবা মহিলা আর ওর ছেলেটা ? জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। ক্যাথারিন বলে উঠলো, 'মিকালির হাইড্রার ওই ভিলাতে ওরা থাকে।'

এই ধরণের কথাবার্তায় পারস্পরিক কোনোরকম যোগসূত্র তৈরী হয়না। সেজন্য ওদের দুজনের মধ্যেই একটা আড়ষ্ট ভাব তৈরী হচ্ছিল।

—'ওখানে কেন ছিলে তুমি ?'

'আমান নিজের জন্যেই বলতে পারি। 'বলে উঠলো ক্যাথারিন। তারপর সান-গ্লাসটা খুলে ফেললো চোখ থেকে। ওর মুখমণ্ডল বিবর্ণ। দৃষ্টিতে একধরণের উৎসুক্য। ও বললো আবার, 'আমি ওকে বললাম যে, আমি খুবই ক্লান্ত। আরো বললাম যে, আমি যদি এখানে দিন দুয়েক থাকি তাহলে ও কিছু মনে করবে কিনা।'

—'শোনা মাত্র রাজী হয়ে গেল ও, একটা শর্তে। মিকালি বললো, ঠিক সময়ে আমি যেন অ্যালবার্ট হলের স্টেজে পৌছে যাই। আমার সীট আগে থেকে রিজার্ভ করা থাকবে।'

—'অচ্ছো। মরগ্যান বলে উঠলেন এবার, 'তাহলে ও গত রাতের প্লেনে চলে চলে গেছে ? ডেভিলওতো ওর সঙ্গে গেছে। তাই না ?'

—'গত রাত্রে।' ক্যাথারিন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। তারপর বললো, 'একটা দিন তোমার হিসেব থেকে বেমালুম উড়ে গেছে মরগ্যান। আজ হলো শনিবার সকাল। ও গেছে গত পরশুর রাতের প্লেনে।'

ওর দিকে এবার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মরগ্যান। ব্যাপারটা ঠিক মেলাতে পারছিলেন না তিনি। বললেন, 'তুমি তার মানে বলতে চাইছো গত তিরিশ ঘণ্টা আমি নিজের মধ্যে ছিলাল না।'

—'বলতে গেলে সেরকমই। তুমি একরকম অসুস্থ অবস্থায় ঘোরের মধ্যে ছিলে।'

—'তার অর্থ আজ রাতেই অনুষ্ঠান।' মরগ্যান দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন হাত দুটো মুঠো করলেন সজোরে। তারপর বললেন, 'তুমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছোনা ক্যাথারিন। বদমাইস খুনীটা আবার একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটাতে চলেছে।

—'গত রাতে ও আমাকে ফোন করেছিল।' ক্যাথারিন বলে উঠলো এবার, 'বললো প্রিভিনের সঙ্গে ও অ্যালবার্ট হলে থাকবে। আজকে সারা দিনটাও ওই একই জায়গায় কাটাবে ও রাতের সংগীত অনুষ্টানের ব্যাপারে রিহার্সাল দেবেও। ব্যাপারটা খুবই সাধারন।'

বলে সামান্য থেমে আবার বলে উঠলো ও, 'তুমি বড়ো জোর স্কটল্যাণ্ডে মিঃ বেকারকে একটা ফোন করে জানিয়ে দিতে পারো।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ দুজনের মধ্যে নীরবর্তা বিরাজ করতে লাগলো। শেষে

মরগ্যান বললেন, 'হ্যাঁ। আমি এখন বড়োজোর এটাই করতে পারি।'

—'কিন্তু তুমি তা করবেনা। তাইনা?

ক্যাথারিনের জবাবে চমকে উঠলেন মরগ্যান। তারপর কাঠের গুঁড়িটায় আবার বসে পড়লেন তিনি। একটা সিগারেট ধরালেন তারপর। বললেন, 'শোনো, আমি তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। সন্ত্রাস বাদীদের মোকাবিলার জন্যে সরকারের তরফে একটা বাহিনী তৈরী করা হয়েছে। ওদের ক্ষমতা প্রচুর। একমাত্র প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশই ওরা মানে। এটা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন মিঃ ফারগুসেন। তারই হয়ে কাজ করেন হ্যারি বেকার।

বলে সামান্য থামলেন মরগ্যান। তারপর আবার বললেন, তুমি শুনলে অবাক হবে ক্যাথারিন যে, ওই বেকারই আমাকে এ'ব্যাপারে প্রথম থেকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। আসলে ও আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল যন্ত্রের মতো। ওর ধারনা ছিল, ও যেখানে ব্যর্থ হবে আমি হয়তো সেখানে সফল হতে পারি। কারণ একটাই। ওসবের আমার ভীষণ ঘৃণা।'

—'এখানেই ভদ্রলোক নিশ্চিত ভাবে সঠিক।' বলে উঠলো ক্যাথারিন। মরগ্যান বললেন, 'অনেক কষ্টে আর পরিশ্রমে আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি। আমার নিজের জন্যেই জন মিকালিকে আমার প্রয়োজন।'

—'বুঝেছি।' ক্যাথারিন বলে উঠলো, 'চোখের বদলে চোখ। এভাবেই একমাত্র ব্যাপারটাকে তুমি দেখতে পারো। আসলে রক্তের বদলে তুমি রক্ত চাইছো। তাইতো?'

—'কেন চাইবোনা? যদি আমি শুধু অভিযুক্ত তাহলে সবাই আমার কথায় হাসবে। কারণ ও সম্মানিত ব্যক্তি। জাতীয় বীর সুপারষ্টার। ওদের যদি গ্রেফতার করতে বলি আমি তাহলেও ওরা বছর খানেক সময় নিয়ে নেবে।'

—'তাহলে তুমি এখন কি করতে চাও?' ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করলো ওকে। মরগ্যান জবাবে বললেন, কিছু দিন বাদে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর কিংবা রেড ব্রিগেড ওইরকম ধরণের একটা সন্ত্রাসবাদী দল একটা কোনো ব্রিটিশ বিমান হাইজ্যাক করবে। তারপর যাত্রীদের বিনিময়ে মুক্তিপন দাবী করবে ওরা। বেশ মোটারকম মুক্তিপন। ধরা যাক ওরা চাইবে জন মিকালিকে। তারপর হয় লিবিয়া কিংবা কিউবাতে উড়ে চলে যাবে।

ক্যাথারিন এবার গম্ভীর হয়ে বললো, 'মরগ্যান, তুমি কি ওকে মৃত দেখতে চাও?'

—'হ্যাঁ। আমি সেরকম ভাবেই প্রস্তুত হয়ে আছি।'

ক্যাথারিন এবারে বললো, 'আমি মিঃ বেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?'

মরগ্যান মাথা নাড়লো। বললেন, 'না পারবেনা।'

—'কেন পারিনা?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন। এবারে মরগ্যান বলে উঠলেন, 'ক্যাথারিন, কেন তুমি এরকম করছো?'

কথাটা বলে মরগ্যান নিজের ক্ষতস্থানটায় একবার হাত বুলোলো। পরক্ষণেই চোখ দুটো বুঁজলেন। বললেন তারপর।

'ক্যাথারিন, আমিতো মারাই যেতাম। তোমাকে ধন্যবাদ না দেওয়ার মতো মানুষ আমি নই আমি আর জ্যাগো দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ। তুমিতো জানো ক্যাথারিন।'

ক্যাথারিন এবার উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'ঠিক আছে, মরগ্যান। তুমি তোমার নিজের পথে এগোও। আমি আর কি বলবো তোমাকে।'

—'আর তুমি কি করবে?' মরগ্যান বলে উঠলেন। ক্যাথারিন ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আমি আজ লণ্ডনে ফিরে যাবো সেখান থেকে যাবো কেমব্রিজে। আর……।'

সামান্য থেমে বলে উঠলো ক্যাথারিন, 'তুমি আর জন পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলো।'

—'তুমি মিঃ বেকারকে ফোন করবেনা?'

—'না। কি হবে করে? বরং তুমি তোমার হিংসা চরিতার্থ করো। এই খেলাতো তোমারই জন্যে। তবে সেটা করতে গেলে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েই করতে হবে।'

বলে দ্রুত পায়ে ও চলে গেল। মরগ্যান এবারে উঠে পড়লেন। ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর গম্ভীর হয়ে খামারের দিকে ফিরে চললেন। বৃদ্ধ জর্জ তখন দাওয়ায় বসে কাঠ কাটছিল আপন মনে। ওকে দেখে কাজ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটা কি চলে গেছে?'

—'হ্যাঁ, আচ্ছা এখানকার হাইড্রোফয়েল কখন ছাড়বে?' জর্জ জবাবে বললো, 'দশটা তিরিশ। আমার নৌকোয় অতো তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌছোনো অসম্ভব।'

—'ঠিক আছে। তারপরেরটা কখন ছাড়বে?'

—'দুপুর বেলা, ঠিক একঘণ্টা পরে।' জবাব দিলো জর্জ। মরগ্যান বললেন, 'তুমি কি আমাকে নিয়ে যাবে?

—'যদি তুমি যেতে চাও কেন নিয়ে যাবোনা?' বৃদ্ধ জর্জ ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। মরগ্যান এবার খামার বাড়ীটার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে বৃদ্ধা মারিয়া বসে ছিঁড়ে যাওয়া ওর জ্যাকেটটা সেলাই করছিল।

—'আমার জামাটা কোথায়?'

জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। জবাবে মারিয়া বলে উঠলো, 'দড়িতে, রোদে শুকোচ্ছে। তোমার জন্যেই ওটা কেচে দিয়েছি আমি।'

কথাটা বলে মারিয়া ফিরে তাকালো ওর দিকে। তারপর বললো আবার, 'এটা অবশ্য ঠিকমতো সেলাই করা হয়নি, বলে মারিয়া একটা পাশপোর্ট মরগ্যানের হাতে দিলো। সমুদ্রের জলে ওটা ভিজে গেছিল। তারপর রোদে দেওয়াতে কুঁচকে গেছে। মরগ্যান ওটাকে খোলার চেষ্টা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওটা আলাদা হয়ে

উঠে এলো ওর হাতে।

—'হে ঈশ্বর।' ওয়েলসের ভাষায় বলে উঠলেন মরগ্যান আবার 'শেষ পর্যন্ত এটাই আমার প্রাপ্য ছিল।'

—'কেন, জিনিষটা কি খারাপ হয়ে গেছে ?'

মারিয়ার প্রশ্নের জবাবে বলে উঠলেন মরগ্যান, 'হতে পারে। সব কিছুই বদলে যেতে পারে। খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমাকে এখন শুধুই দেখে যেতে হবে।'

মারিয়া কিছু না বুঝে চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

* * *

জন মিকালির সেই সুন্দর ভিলা। ক্যাথারিন ঘরের মধ্যে ওর জিনিষপত্র গোছ-গাছ করছিল। ঠিক সেই সময়ে ফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে নিলো ও। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো জন মিকালির কণ্ঠস্বর, 'ক্যাথারিন, তুমি এখনো ওখানে ? তোমারতো ইতিমধ্যেই চলে আসা উচিত ছিল এখানে।'

—'অসুবিধের কিছু নেই।' বলে উঠলো ক্যাথারিন, 'আমি কনস্ট্যানটাইনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছি। স্পীড বোটে যাবো আমরা। দশটা ত্রিরিশের হাইড্রোফয়েল ধরে আমরা পিরাকানে পৌছোবো। তারপর ঠিক সময়ে যদি প্লেনটা ধরতে পারি। ঠিক সময়েই ওখানে হাজির হতে পারবো আমি।

বলে সামান্য থেমে ক্যাথারিন আবার জিজ্ঞেস করলো, 'জন তোমার ওখানে কেমন কাটছে ?

—'চমৎকার।' মিকালি বলে উঠলো। কণ্ঠে ওর উচ্ছ্বলতা। ও আবার বলে উঠলো, 'প্রিভেল সত্যিই প্রতিভাবান ব্যক্তি। এর আগে এরকম কোনো সংগীত পরিচালকের সঙ্গে আমি কাজ করিনি। তবে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করতে প্রায় সারাটা দিনই লেগে গেছে। সেকারণে তুমি যদি আশেপাশে না দেখতে পাও তাহলে যেন ঘাবড়ে যেওনা। তোমার জায়গায় এসে বসে পড়বে, এছাড়া।' এরপরেই ফোনের লাইনটা কেটে গেল। কয়েক মুহূর্ত ওখনে দাঁড়িয়ে রইলো ও রিসিভারটা ধরেই কিছুক্ষণ বাদ ওটা নামিয়ে রাখলো ও। দেখলো দরজার সামনে কনস্ট্যানটাইন দাঁড়িয়ে আছে। ওকে লক্ষ্য করছিল। চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের অভিব্যাপ্তি। হঠাৎ ক্যাথারিনের মনে হলো, ছেলেটা যেন ওর ভেতর পর্যন্ত দেখতে চাইছে। ইশারা করে দুটো সুটকেশ দেখিয়ে দিলো ও। তারপর নিজের বর্ষাতিটা তুলে নিলো। বললো, 'আমি তৈরী কনস্ট্যানটাইন। ওরা দুজনে এরপর এগোতে আরম্ভ করলো।

* * *

পার্ক লেনের ধারে হাইড্রা পার্কের শেষে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল ডেভিল। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে। হঠাৎ ও মিকালিকে এগিয়ে আসতে দেখলো। পরণে কালো রঙের একটা ট্রাকসুট। তার ওপরে গোলাপী রঙের লম্বালম্বা দাগ। কিছুটা দূর এসে থমকে দাঁড়ালো ও। দুটো হাত কোমরে রাখলো। খুবই স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছিল ও। ডেভিল বললো, মিকালি, তুমি কি কখনো

বিশ্রাম নাও না ?'

জন মিকালি এবারে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর বলে উঠলো, 'তুমি জানো ডেভিল ওরা কিসব বলে ?

—'কি বলে ?' জিজ্ঞেস করলো ডেভিল। মিকালি বলে উঠলো এবার,' পুরোনো আভাস মাত্রই একধরনের জঞ্জাল।' এবার ওরা দুজনে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। জনমিকালি এবারে বলে উঠলো, 'ডেভিল, তাহলে তুমি থেকে যেতে পারছো না ? আমি কিন্তু ক্যাথারীনের সীটের পাশে তোমারও একটা সীট বুক করে রেখেছি। জায়গাটা খুবই সুন্দর।'

—'ক্যারথারিন কি এখানেই আছে ?' ডেভিল জিজ্ঞেস করলো ওকে। জবাবে মিকালি বললো, 'আসার জন্যে এর মধ্যেই ও বেরিয়ে পড়েছে। আজ সকলেই ফোনে ওর সংগে কথা বলেছি।

—'তাহলে ?' ডেভিল মাথা নাড়লো। শান্তভাবে হাঁটছেন দুজনে। থামলো আবার দুজনেই, তাহলেতো ভালই। কিন্তু আমিতো তোমার অনুষ্ঠান দেখতে এখানে আসিনি জন। আমি এসেছি তোমারই জন্যে।'

মিকালি এবার হাসলো। ওর দিকে সরাসরি তাকালো। তারপর ততোক্ষণে হাতটা চলে গেছে রিভলবারে। কোমরে গোঁজা ছিল ওটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ডেভিল দুটো হাত ওপরে তুলে বললো, 'না দোস্ত' আমাকে তুমি কিন্তু ভুল বুঝছো।'

বলে একটা খাম বের করলো পকেট থেকে তারপর বললো, 'এই দ্যাখো আমাদের দুজনের টিকিট। প্যারিসে যাবার জন্যে একটা এয়ার টিকিট ব্যবস্থা করেছি। এগারোটা নাগাদ আমরা রওনা দেবো। আমি নিশ্চিত করে বলছি, সঠিক সময়েই তুমি অ্যালবার্ট হলে পেঁছোতে পারবে।

একটু থেমে আবার বললো ও। গতরাতে তোমাদের প্রোগ্রাম লিস্টটা তো আমি দেখেছি। তাতেতো প্রথম অর্দ্ধেক সময় ধরে অর্কেস্টা আছে।'

—'তারপর ?' জিজ্ঞেস করলো মিকালি। জবাবে ডেভিল জানালো, তারপরেই আমরা ঠিক সময় প্যারিসে পেঁছে যাবো। এরপরে মস্কো যাবার জন্যে একটা এরোপ্লেনের ব্যবস্থা করা যাবে। তবে সমস্ত ব্যাপারই বেশ শতর্কভাবে করা দরকার। প্যারিসে গিয়ে একটা ঘোষণা করতে হবে। ঘোষণার বিষয় হলো, মস্কো কনজারভেটরীতে কয়েকটা ক্লাস নিতে তুমি ইচ্ছুক। আগ্রহীরা যেন যোগাযোগ করে।' মিকালি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। ওর দৃষ্টিটা তখন পার্ক লেনের দিকে। পরক্ষণেই আবার ঘুরে দাঁড়ালো ও। ওর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। বললো ও, 'চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু লণ্ডনের সকাল সত্যিই মোহনীয়। প্যারিসের ওই গাছের গন্ধ তোমার কেন যে ভাল লাগে বুঝি না।' বলে মিকালি ডেভিলের কাঁধে হাত রাখলো। ডেভিল বললো, 'এখনও পুরো একটা দিন সময় আছে। তুমি যা ভাববার ভেবে নাও।'

—'সারাদিনটাই আমার রিহার্সাল আছে।' মিকালি ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো আবার। সেজন্যে আমাকে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হবে। যদি আমার আগেই ডিভিন ওখানে আসে তাহলে তুমি ওকে ব্যাপারটা করতে বলবে।'

—'আমি যদি অ্যাপটি নোটটা ব্যবহার করি তাহলে তুমি কি কিছু মনে করবে জন ?

—'অবশ্যই নয়। সংগীত অনুষ্ঠানের পরে আমার হাতে দিয়ে আসার সময় থাকে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তুমি যদি আসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলাও তাহলে তোমার জন্যে একটা টিকিট কাটা থাকবে।

রাস্তার একেবারে প্রান্তসীমায় ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যে নেমে আসতে আর বেশী দেরী ছিল না। সবশেষে ডেভিলের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলো জন মিকালি, 'ডেভিল, এই রাত আমার জীবনে একটা স্মরণীয় রাত বলতে পারো।'

ডেভিল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। কিছু বললো না।

*   *   *

তখন শেষ বিকেল। হিথরো এয়ারপোর্টে বিরাটকার বিমানটা নামতে শুরু করেছে। ঘোষকের অনুরোধে ক্যানালি কোমরে বেল্ট আটকে নিয়েছে। তারপর হেলান দিয়ে ভাল করে বসেছে সীটে।

এই মুহূর্তে ও ভীষণ ক্লান্ত। এর আগে জীবনে ও এতো ক্লান্তি কখনো অনুভব করেনি। ক্লান্তির সঙ্গে জড়ো হয়েছে ক্রোধ।

চোখ বন্ধ করলো ক্যাথারিন। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠলো জন মিকালির মুখটা। ওর চোখের সামনে ওর ছবিটা যেন ভেসে বেড়াতে লাগলো। দু' চোখে তারই মধ্যে কোথায় যেন একটা যন্ত্রনা লুকিয়ে আছে। হঠাৎ পরিস্কার বুঝতে পারলো। কোথাও যেন ওর একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

মরগ্যাণ বলেছিল যে, মিকালি ওকে গুলি করেছিল। আর সেটাই যদি সত্যি হয় তবে ক্যাথারিনের সততা ওর কাছে প্রত্যাশিত। ওর চিন্তিত হওয়া উচিত। মরগানের কাছে এখনো সেটাই বকেয়া। সেটা একটা পথেই প্রকাশ করা যেতে পারে।

হঠাৎ ক্যাথারিনের মনে হলো ওর হাতে একটা গুলি এসে লেগেছে। ঠিক তখনই ওর শরীরে যেন একটা নতুন শক্তি এসে জমা হলো। বিমানটা এতোক্ষণে মাটি স্পর্শ করেছে। ক্যাথারিন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো।

ইমিগ্রেশানে গেল দ্রুত বেগে। ওখানে নিজের পাশপোর্ট'টা দেখালো ও। ওখান থেকে গেল কাছাকাছি কোনো ব্যাংক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

*   *   *

তখন ঠিক দুপুর আড়াইটে। এথেন্সের এক জনবহুল এলাকাতে ব্রিটিশ রুমব্যাকী ক্যাপ্টেন চার্লস রৌবকে তার নিজের অফিসে ফিরে এলেন। ঠিক সেই সময়ে ফোনটা

বেজে উঠলো হঠাৎ রিসিভারটা তুলে নিলেন তিনি। ও প্রান্ত থেকে কনস্যুলেটের সেকেণ্ড সেক্রেটারী বেনসনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। হ্যালো চার্লস তুমি এলেই ওদের জানাতে বলেছিলাম। এখানে একজন লোক প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে একটা সাময়িক পাশপোর্ট পাবার জন্যে অনুরোধ করছে। ভদ্র লোক বাড়ী যেতে চান। ওর ওরিজিন্যাল পাশপোর্টটা ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেছে।

—'ওটা আমার বিভাগ নয়।' জবাবে বললেন ক্যাপ্টেন। বেনসন জবাবে বললেন, ঠিকই। তবে ভদ্র লোক একজন কর্ণেল। নাম মরগ্যান।

ততোক্ষণে রোরিকা রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছে। প্রায় দৌড়েই ঘর বেরিয়ে এলেন তিনি।

* * *

মরগ্যানকে দেখতে খুবই বিশ্রী লাগছিল। রূপোলী ডোরা দেওয়া কালো চুল গুলো জিপসীদের মতোই বিশৃংখল। মুখভর্ত্তি দাড়ি-গোঁফ। পোশাকের অবস্থাও তথৈবচ।

—'ও হো তুমি? ক্যাপ্টেন রোরিকা ওয়েটিং রুমে ঢুকতেই তিনি বলে উঠলেন। ক্যাপ্টেন ওর চেহারা দেখে যেন ঘাবড়ে গেছেন। দু'চোখে একটা আতংকের ভাব। বললেন তিনি আবার। 'হে ঈশ্বর। তোমার সব কিছু ঠিক আছেতো?

—'না। ঠিক নেই। বলে উঠলেন মরগ্যাস আবার। আমাকে এখন আচ্ছন্ন করে আছে রক্ত। নাড়িভুঁড়ি আর পিয়ানোর তার। কিন্তু এখন সেসব কিছু নয়। আমি…।'

সামান্য থেমে আবার বললেন। আমি এখন যা চাই তা হলো একটা পাশপোর্ট। আর প্রথম প্লেনের একটা সীট যাতে আমি আজ বিকেলের মধ্যেই লণ্ডনে পেঁছে যেতে পারি।'

—'সত্যি বলতে কি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। পুরোটা আমাকে চেক করে দেখতে হবে।'"

বলে সামান্য থেমে আবার বললেন। 'এ ব্যাপারে আমার উপরে কঠিন নির্দেশ আছে।'

—'বিক্রেভিয়ার ফার‍্যাসনের নির্দেশ।'

—'হ্যাঁ।' জবাবে বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন রোরিকি। কর্ণেল মরগ্যাল বলে উঠলেন। তাহলে অ্যাকাডেমিতে উনসত্তর সালে যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তাতে ভালোই ফল দিয়েছে।

—আমাকে মনে আছে তোমার?

—'অবশ্যই আছে। মুখটা ভুলে যাইনি। এখন একবার ফোন করে দেখা যাক। করো তুমি।'

—'এক মিনিট। কথাটা বলে ক্যাপ্টেন রোরিকা সামনের দিকে ঝুঁকলেন।

মুখমণ্ডলের বিস্তর রেখা। বললেন তিনি, তোমার জামার হাতে রক্ত বেরিয়ে আসছে নাকি ?'

—'তা হবে। এক ভদ্রলোক বিশেষ ধরণের একটা রিভলবার দিয়ে আমাকে শেষ করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে ডাক্তার যা করার করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমার এটার দিকে নজর দেবার কোনো দরকার নেই। আমাকে যেমন করেই হোক প্লেনটা ধরতেই হবে।'

বলে কর্ণেল মরগ্যান জানলার দিকে তাকালো।

চোদ্দ

এখন প্রায় ছটা। ক্যাভেনডিস স্কোয়ারের ফ্ল্যাটের দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো। কেন এসে দরজাটা খুলে দিলো। দেখলো হ্যারিবেকার তার কর্ণেল মরগ্যান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বিগ্রেডিয়ার বার গমন ডাইনিংরুমে একটা টেবিলের কোনায় বসে খাচ্ছিলেন। ওর কলারে একটা ন্যাপকিন গোঁজা ছিল।

মরগ্যান বলে উঠলেন, গাছটাতো চমৎকার। কি এটা ? খেতে খেতেই বিগ্রেডিয়ার জবাব দিলেন। বীফওয়েলিংটন। এটা গুর্খাদের প্রিয় খাবার। এছাড়াও এ্যাডিশন্যাল ইংলিশ খানা বানাতে কিম দারুণ ওস্তাদ।'

একটু থেমে আবার বলে উঠলেন দারগমন। কিন্তু দোস্ত, তোমাকে কি রমক যেন লাগছে ? কেমন একটা অদ্ভুত বিশ্রী ধরনের।'

—হুঁ'। বলে উঠলেন মরগ্যান, 'আমি আগে এক সময় যেমন যুবক ছিলাম এখন আর তেমন নই। বলে এইটুকুই যা তফাৎ। তোমার চোখে এটাই বিশ্রী লাগছে।

এবার উনি নিজে থেকেই গিয়ে সাইডকেসে'র ভেতর থেকে একটা ব্র্যাণ্ডি বেব করলেন। ফারগুসন বললেন তারপর বেকারকে,

কোনো রকম ঝামেলা নেইতো সুপারিনটেণ্ডেট ?

—'স্যার ও সেটা করেনি। আমি যখন অপেক্ষা করছিলাম তখন দ্রুত কুয়াশা নামছিল। আমার ভাবা উচিত দিন। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হিথরো এয়ারপোর্ট অন্ধকার হয়ে যাবে।

ফারগুসন গ্লাসে তারপর চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, মরগ্যান, তুমি এখন তাইলে ভালই আছো ?'

—'ভালো বলতে কি বোঝাতে চাইছো ?'

—'হুঁ। তুমি নিশ্চয়ই গ্রীসে গিয়েছিলে ক্রীটানীর প্রেমিকের খোঁজে। আমার লোকেদের নজর ফসকেই পালিয়েছিলে তুমি। তারপরেই অবশ্য তোমার শরীরে ওই গুলির আঘাতের ব্যাপারটা ঘটেছে। পাশপোর্টটাও অনুমান করি তখনই নষ্ট হয়েছে। এখন তুমি লণ্ডনে যাবার জন্যে মরীয়া। এবার কিসের ইংগিত দেয় ?'

—'ভ্রমণকারীদের এ'সমস্ত জিনিষ হয়েই থাকে।' বলে উঠলেন মরগ্যান। তারপর গ্লাসের পানীয়টুকু একচুমুকে শেষ করে দিলেন তিনি। বললেন, 'আমি এখন তাহলে যেতে পারি। সব ঠিক আছেতো ? আমার এখন একটা ঘুম দরকার।

ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন মিঃ বেকারের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নাড়লেন একবার। বসার ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন মিঃ বেকার। মরগ্যান বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।'

—'মরগ্যান, উত্তেজিত হয়ো না। ক্যাথারিন তোমার জন্যেই সবকিছু করেছে। শুধু তাই নয় ও খুব অসুবিধের মধ্যেও পড়েছিল। আমাকে ও সমস্ত কিছু বলেছে। বেকার বলে উঠলেন।

ক্যাথারিন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। খুবই বিবর্ণ দেখাচ্ছিল ওকে। মরগ্যাণ ওর দিকে এখনো পর্যন্ত তাকায়নি। তিনি শুধু বলে উঠলেন, 'কোথায় সেই শয়তানটা ?'

—'মিকালির কথা বলছো ? এখন ও অ্যালবার্ট হলে এ্যাম্ব্রোপ্রিভিন-এর সঙ্গে রিহার্সাল দিতে ব্যস্ত।'

—'তোমার পক্ষে অসুবিধে।'

—'কি দুঃখে ?' ফারগুসন বলে উঠলেন। গ্লাসে চুমুক দিলেন তারপর, বললেন আমরা এখনই ওকে গ্রেফতার করতে পারি। কিন্তু কোন্ চার্জে করবো। সুপারিনটেণ্ডেটকে জিজ্ঞেস করো।'

মরগ্যান এবার বেকারের দিকে তাকালেন। বললেন, 'বেকার, তুমি চারদিকে বেরোবারও রাস্তাগুলো একেবারে বন্ধ করে দাও। প্রত্যেকটা প্রবেশ পথে পাহারা বসাও। আমাদের পঞ্চাশের বেশী লোক আছে। তারা জনতার ভিড় সামলাবার জন্যে সাদা পোশাকেই রয়েছে। অবশ্য প্রত্যেকেই সশস্ত্র।'

ওর কথার ফাঁকেই ফোনটা বেজে উঠলো। হলঘরের থেকে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ বেকার। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন বললেন 'তাহলে বুঝতে পারছোতো। কোথাও ও যেতে পারছে না। ওকে ওর অনুষ্ঠান খুব স্বাভাবিকভাবেই করতে দেওয়া উচিত। অনুষ্ঠান যেমন চলছে চলুক। তাছাড়া বলে সামান্য থেমে আবার বললেন তিনি, 'জন মিকালি যে সুরটা পরিবেশন করবেন তা খুবই বিরল। এটা থামিয়ে দেওয়া উচিত হবে না '

ক্যাথারিন এবার ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর গেল বসার ঘরে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো ও। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন একবার হাই তুললেন, তারপর বললেন, 'নারীরা সত্যিই প্রাণীজগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিকৃত স্বভাবা প্রাণী।'

বলে ওর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, তা না হলে জন মিকালির মতো একটা

লোক ওকে কি করে আকর্ষণ করে ?'

হ্যারি বেকার একটা চিরকুট নিয়ে ফিরলেন। বললেন, 'ডেভিল এখন ফ্ল্যাটে। হ্যাইল্লাতে মিকালির সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। আমি···।'

সামান্য থামলেন তিনি। বললেন আবার, 'আমি ফ্রেঞ্চ ইনটেলিজেন্স-এর সঙ্গে ওর ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলুম। ওরা ভাবলো, আমার বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। প্যারিসে ক্রিমিন্যাল ল ইয়ার হিসেবে ওর নামডাক আছে। ওরা অবশ্য বলেছে কম্পিউটার রিপোর্ট আমাকে দেবে।'

—'এছাড়া আর কি আছে ?' ফারগুসন জিজ্ঞেস করলেন। বললেন বেকার, আর একটা উৎসাহজনক পয়েন্ট আছে। যুদ্ধের সময় ও নাজিদের স্লেভ ওয়ার্কার ছিল। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে যে হাজার হাজার লোককে জাহাজে করে কয়লাখনি-গুলোতে কাজ করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে ডেভিলও ছিল। প্রায় অনেকেই তখন মারা যায় ওখানে।'

সামান্য থেমে আবার বলে উঠলেন বেকার, 'যারা শেষপর্যন্ত টিকে গেছিল রুশরা ওদের উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

সব শুনে ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন মৃদু হাসলেন। তারপর তাকালেন মরগ্যানের দিকে। বললেন, 'তুমি এ ব্যাপারে কি মনে করো মরগ্যান ?'

—'আমার ধারণা ও রুশ গোয়েন্দা সংস্থার লোক।'

—'সম্ভবতঃ ওদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধের পরে ফ্রেঞ্চ ইনটেলিজেন্স সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। খুব সম্ভবঃ সোভিয়েত মিলিটারী ইনটেলিজেন্স-এর কথাই আমার মনে হওয়া উচিত। সব কিছু দেখে শুনে মনে হয় ডেভিলের কাজের একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। অবশ্য রুশ গোয়েন্দা সংস্থার এখনো কয়েকটা জিনিষের অভাব আছে।'

—'হু'।

—'এটা একটা পয়েন্ট।' ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন এবারে একটা ন্যাপকিন দিয়ে চিবুকটা মুছলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু জন মিকালির মতো একজন প্রতিভাবান লোক। সত্যিই ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের। মরগ্যান, ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়।'

—'আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি শুধু ওর অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যাপারটাই বলতে পারি।'

সামান্য চুপ করে থেকে মরগ্যান আবার বললেন, 'আঠেরো বছর বয়েসে ও সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। একজন প্যারাট্রুপার হিসেবে আলজিরিয়াতে ও বছর দুয়েক কাজ করেছিল।'

—'আমাকে ক্ষমা করবেন···।' বেকার এসে ওদের কথার মাঝখানে বাধা দিলেন। বললেন, 'আমি কি ডেভিল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি ?' ওকে কি এখন তুলতে চান ?'

—'এক মিনিট বেকার। ফারগুসন বলে উঠলেন এবার। তিনি তাকালেন মরগ্যানের দিকে। বললেন, 'আমার ধারণা পুরো ব্যাপারটাই রাজনৈতিক। যাইহোক মরগ্যান, তুমি যদি পাশের ঘরে গিয়ে ক্যাথারিনকে একটু শান্ত করতে পারো তাহলে খুব ভাল হয়।

—'আমার মনে হচ্ছে তোমাদের কোনো বিশেষ আলোচনা আছে। সেজন্য আমার উপস্থিতি চাইছো না।'

—ফারগুসন হেসে বলে উঠলেন, 'ঠিক তাই।'

মরগ্যান আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে গেলেন। সুপারিনটেণ্ডেন্ট হ্যারি বেকার গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

*　　　　*　　　　*

ক্যাথারিন রীলে ফায়ারপ্লেসের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সেলফের ওপরে ওর একটা হাত রাখা। আগুনের দিকে এক দৃষ্টেতে তাকিয়েছিলো ও। সামনেই আয়না। সেই আয়না দিয়েই মরগ্যানকে ও দেখতে পেলো। বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে, 'একরকম অর্থহীন সংকটের মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলছো মরগ্যান। কিন্তু এই বিপদের মধ্যে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। ওর কণ্ঠস্বরে একটা ব্যথার সুর। মরগ্যান এবারে একটু রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন। 'আমি তা জানি, তোমার মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা চলছে। অথচ বাইরে তুমি স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছো। তোমার ব্যথাটা কার জন্য সত্যি করে বলোতো?

ক্যাথারিন ফিরে ওর দিকে তাকালো ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে ওর। বলে উঠলেন আবার, 'আমার জন্যে না মিকালির জন্যে? ক্যাথারিন এ'প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। একবার তাকিয়ে রইলো মরগ্যানের দিকে। মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে, বেশ খানিকক্ষণ পরে যখন ও কথা বললো, তখন ওর কথাগুলো অত্যন্ত মৃদু শোনাচ্ছিল। বললো, একটা রাতের মধ্যেই আমি আর বুধা মারিয়া তোমার ক্ষতের দাগ প্রায় সবটাই মুছে দিয়েছি। তুমি সবশুদ্ধ কতোবার আহতো হয়েছো? পাঁচবার কিংবা ছ'বার? সেই চিহ্ন গুলোই এখনো দেখা যাচ্ছে। যাই হোক তোমার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত।

কথাগুলো বলে ক্যাথারিন মরগ্যানকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর দরজাটা খুললো, এসে হাজির হলো পাশের ঘরে। বিগ্রেডিয়ার ফারগুসন ওর দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। মিঃ বেকার বলে উঠলেন, 'তাহলে আমি এখন যেতে পারি?'

ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন দেখতে পেলেন দরজার সামনে মরগ্যান দাঁড়িয়ে আছেন। ক্যাথারিন এগিয়ে গিয়ে অনেকটা ভেঙে পড়ার ভংগীতে বলে উঠলো, 'আমি ঐসব সহ্য করতে পারছি না।'

ফারগুসন বললেন, 'তুমি এখন কোথায় যাবে ক্যাথারিন?'

ডিউরো প্লেসে আমার এক বন্ধুর ফ্ল্যাট আছে। ওটাতে আমি মাঝে মধ্যে থাকি।

আমার নিজের বাড়িটাও ওখানে আছে আমি এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কেমব্রিজে ফিরে যেতে চাই।'

ব্রিগেডিয়ার ফারগ্‌সন খুব শান্ত ভাবে ওকে দেখলো তারপর বললেন, 'তুমি তাহলে এখন এটাই চাইছো?'

'হুঁ।' বিষন্ন ভাবে বলে উঠলো ক্যাথারিন, ব্রিগেডিয়ার ফারগ্‌সন বললেন ভালো।'

বলে তিনি বেকারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, ডঃ রীলেকে একটা গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো, ডিউরো প্লেসে যেন নামিয়ে দেয় ওকে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কেমব্রিজে গিয়ে ওর সঙ্গে যে কোন সময় দেখা করতে পারি।'

'ঠিক আছে চলি।'

ক্যাথারিন এবারে দরজার দিকে এগোলো, হ্যারি বেকারও ওর পেছনে এগোলেন। ক্যাথারিন দরজাটা খুলতেই ফারগ্‌সন বলে উঠলেন, একটা ব্যাপার ক্যাথারিন। যতোক্ষণ না আমাদের দিক থেকে নিরাপত্তার সংকেত পাচ্ছো ততোক্ষন যেন দেশের বাইরে যেও না যদিও এইরকম আটকে রাখাটা বিরক্তিকর তবুও কিছু করার নেই। এর জন্যে দুঃখিত।'

ক্যাথারিন ওর দিকে তাকালো, তারপর কিছু না বলেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

কিম ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছোলো। হাতে ঢাকা দেওয়া একটা ডিস। সেটাও ব্রিগেডিয়ার ফারগ্‌সনের টেবিলের ওপরে রাখলো। ফারগ্‌সন ঢাকাটা খুলে খেতে আরম্ভ করলেন, মরগ্যানকেও খাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বললেন, খাবে মরগ্যান?

'ধন্যবাদ' তবে আমি এখন একটু ব্যাণ্ডি খেতে চাই। বলে উঠলেন মরগ্যান। ফারগ্‌সন বললেন, নিশ্চয়ই' সামনেই একটা ব্যাণ্ডির বোতল আর গ্লাস ছিল। মরগ্যান গ্লাসে ঢেলে খেতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে বেশ খানিকক্ষন কেটে গেল। ইতিমধ্যে হ্যারি বেকার ঘরে এসে হাজির হয়েছেন। ফারগ্‌সন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনোরকম অসুবিধে হয়নি তো?

জবাবে বেকার বললেন।

'ভালো' আচ্ছা মিকালি চলে যাবার কোনো চেষ্টা করেনি তো?

'না' ওখানে আমাদের মোবাইল কম্যাণ্ড এর গাড়ী পার্ক করা আছে। আমি ফোন করেছিলাম। এখনকার খবর হলো, ওদের রিহাসাল সবেমাত্র শেষ হয়েছে।'

ব্রিগেডিয়ার ফারগ্‌সন রিষ্টওয়াচটা দেখলেন একবার। বললেন তারপর এখন ঠিক সওয়া ছটা। প্রথমোতো কয়েকজন অন্য শিল্পির অনুষ্ঠান আছে। জন মিকালির অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে ঠিক পোনে ন'টার কাছাকাছি। বিশ্রামের সময় সাড়ে নটা।

'এখনই কি ওকে গ্রেফতার করা দরকার মিঃ ফারগ্‌সন?' হ্যারি বেকার জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে ব্রিগেডিয়ার বললেন, না। বিশ্রামের পরে ওকে গ্রেফতার করা ভাল হবে। কারণ ও একজন মাননীয় অতিথি। এটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। যদি অনুষ্ঠানের সময়ে ও না থাকে তাহলে অনেকের কাছে অস্বাভাবিক লাগবে,

আমরা কিন্তু যতোক্ষন পারবো ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবো।

'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো ফারগুসন।' বলে উঠলেন মরগ্যান। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন ওর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, আমি দুঃখিত মরগ্যান। তোমার ভেতরের অস্থিরতা আমি ভাল রকম টের পাচ্ছি। কিন্তু তুমি তোমার কাজ করেছো, এরজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার কাজ এখানেই শেষ এর পরের করণীয় শুধুই পুলিশের।'

তারপর বলে সামান্য থেমে বললেন আবার, 'তাহলে আমি এখন যেতে পারি?'

বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। এবারে হ্যারি বেকার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মরগ্যান একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে পেঁছে দেবো।'

বলে বেকার ফারগুসনের দিকে তাকালেন। মরগ্যান বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে ফারগুসন এবারে বললেন, বেকার তুমি জানো ওর আঘাতের ব্যাপারটা? ওর কথাবার্তা শুনে আমার সত্যিই খুব চিন্তা হচ্ছে। ওকে ভালভাবে তুমি বাড়ী নিয়ে যাও।' এই বলে সামান্য চুপ করে থেকে আবার বললেন তিনি ব্যাপারটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওর ওপরে একটু বিশেষ ভাবে নজর রাখা দরকার।'

ওটা আমি চিন্তা করছি না মিঃ ফারগুসন এখন মরগ্যান যে অবস্থায় আছে তাতে ও হেঁটেই বাড়ী চলে যাবে। আমার কাছে এখন ওর আচার আচরন খুবই বিস্ময়কর মনে হচেছ।'

বেকার তুমি কি মরগ্যানকে বিশ্বাস করো? বলে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন হ্যারি বেকার কোনো জবাব না দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অ্যালবার্ট হল স্টেজের পেছনেই গ্রীনরুম। জন মিকালি ওখানে এসে হাজির হলো। ঘামে ওঁর জামাটা একেবারেই ভিজে গেছে উত্তেজনায় শরীরটা কাঁপছিহ ওর। রিহার্সালের দুটো দিন ওর ভীষণ পরিশ্রম হয়েছে। এরকমটা আগে ও কখনো করেনি ওর এবারের বাজনা হবে রীতিমতো নতুন চমকপ্রদ। দরজা খুলে গেল। স্টেজ ম্যানেজার চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। মিকালি জিজ্ঞেস করলো ওকে, হিথরোর ব্যাঁপারটা টেস্ট করেছিলেন।

বলে একটা তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছতে লাগলো মিকালি। ম্যানেজার জবাবে বললো, 'হ্যাঁ স্যার। বিকেলের দুটো প্লেনই এসে পেঁছেছে। শেষেরটা অবশ্য কুয়াশা সরে যাবার পরেই নেমেছে মাটীতে।'

—'চমৎকার খবর।' জন মিকালি বলে উঠলো, 'শুনুন, ডঃ রীলের বক্সের টিকিটটা যেন নিশ্চিত থাকে। আর সেই সংগে ডেভিলের টিকিটের ব্যাপারটাও।'

—'ঠিক আছে।'

বলে স্টেজ ম্যানেজার চলে গেলো। এবারে ঘরের মধ্যে ঢুকলো প্রিভিস। বললো, 'সব কিছু ঠিক আছে?'

—'এখনো তো আছে।' মিকালি বলে উঠলো, 'রিহার্সাল ভালভাবে হয়েছে তো ?'

—'মন্দ হয়নি।' প্রিভিন মৃদু হেসে বলে উঠলো আবার, 'তবে কোনো কোনো জায়গাতে।'

—'তাই নাকি ?' বলে জন মিকালি সশব্দে হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'তুমি সারা জীবন ধরে যে জন্যে অপেক্ষা করে আছো আজ রাতে আমি তোমাকে সেই সৃষ্টিটাই উপহার দেবো।'

কথাটা বলে ও প্রিভিনের কাঁধটা ধরলো। তারপর বললো, 'এখন বরং একটু চা খাওয়া যাক !'

প্রিভিন বললো, 'ঠিক আছে।'

দুজনে এরপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে আরম্ভ করলো।

* * *

এক সময়ে হ্যারি বেকার প্রোগ্রাম প্লেসে এসে পৌঁছোলেন। গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারকে বললেন অপেক্ষা করতে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মরগ্যান বললেন, 'এখন একটু ড্রিংক করার ইচ্ছে করছে।'

—'কিন্তু আর সময় তো নেই।'

বলে মরগ্যানকে একটা সিগারেট দিলেন তিনি। নিজেও একটা ধরালেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুজনে সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলেন ওরা। তখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলেন মরগ্যান।

—'এসব কি চলছে আগে কখনো ভেবেছো বেকার ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। জবাবে বেকার বললেন, 'ভালোভাবে ব্যাপারটা বুঝতে অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

—'তাহলে এখন কি করা উচিত ?' জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। বেকার জবাবে বললেন, 'তুমি এখন সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

বেশ খানিকটা দূরে রাস্তার ধারে একটা পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর মিঃ স্টুয়ার্ট গাড়ী থেকে নামলেন। ওর পেছনে নামলো দুজন কনস্টেবল। সিঁড়িতে ওঠার মুখে থমকে দাঁড়ালো ওরা। বেকার বললেন, স্টুয়ার্টকে, কর্নেল মরগ্যান এখানেই থাকবেন। মিঃ জন মিকালি যদি তার প্ল্যান বদলান কিংবা যে কারণেই হোক ওই জায়গা ছেড়ে যাবার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবেন। আপনাদের মধ্যে কেউ একজন গাড়ী থেকেই প্রবেশ মুখটার ওপরে নজর রাখবেন। আর একজন চাতালে থাকবেন।'

মিঃ স্টুয়ার্ট এবারে কনস্টেবল দুজনকে বললেন, 'তোমাদের এখন ঘণ্টা চারেকের মতো এখানে থাকতে হবে।'

তারপর বেকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর কিছু স্যার ?'

—'না, আপনি গাড়ীতে চলে যান মিঃ স্টুয়ার্ট। আমরা সরাসরি চলে যাবো।'

মরগ্যান বললেন, 'এ সমস্ত ব্যাপার কি আইন মাফিক করা হয়েছে বেকার ?'

হ্যারি বেকার বলে উঠলেন, 'মিঃ ফারগ্‌সন তোমাকে আইন মাফিক ফাঁসিয়ে দিতে পারেন। অবশ্য যদি তিনি মনে করেন।'

—'কোন্ অভিযোগে?' জিজ্ঞেস করলেন মরগ্যান। বেকার জবাবে মৃদু হেসে বললেন, 'সন্দেহজনক ব্যক্তি এই হিসেবে করা যায়। তুমি যদি বলো গুলিতে আহত হয়েছে সেটাও যথেষ্ট গ্রাহ্য নয়।'

কথাটা বলে সিগারেটের অবশিষ্টটুকু সামনের ড্রেনে ফেলে দিয়ে বেকার আবার বললেন, 'মরগ্যান, ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করো। এখন ঘরে গিয়ে ঘুমোও খানিকক্ষণ। আবার তো সেরে উঠে কাজে যেতে হবে।'

—'না। আমি এখন ছুটিতে আছি। তবে কবে যোগ দেবো এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না।'

—'ঠিক আছে। এখন ঘরে যাও।'

বলে বেকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। তারপর গিয়ে বসলেন গাড়ীতে স্টুয়ার্টের পাশে, গাড়ীটা চলে গেল। মরগ্যান রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটা গাড়ীর দিকে তাকালেন। স্টিয়ারিং সামনে একজন কমবয়েসী পুলিশ বসেছিল। তার দিকে হাত নাড়ালেন একবার। শেষে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

* * *

জর্জ কেলসো টিভিতে একটা ফুটবল ম্যাচ দেখছিলেন। ঠিক সেই সময়েই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো অ্যানি। ওর মেয়ে, দেখতে খুব সুন্দর। মাথায় ঘন কালো চুল, চোখদুটো টানা। হাত মুছে রিসিভারটা তুলে নিলো ও। তারপর বললো, 'বাবা, কর্নেল মরগ্যান তোমাকে ফোন করছেন।'

কেলসো টিভিটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ওর হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে বললেন, 'কর্নেল?'

—'জর্জ, আমি ছোট্ট একটা সমস্যায় পড়েছি।'

—'কি সমস্যা?'

—'আর বোলোনা।' বলে মরগ্যান আবার বলে উঠলেন, 'পুলিশের একটা গাড়ী আমার ফ্ল্যাটের একেবারে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীর পেছনেও একজন পাহারা দিচ্ছে।'

—'কেন?'

জবাবে মরগ্যান আবার বললেন, 'আমি যাতে বাড়ী থেকে বেরোতে না পারি. সেজন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

থেমে আবার বললেন মরগ্যান, 'ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন আমাকে সমস্তরকম গোলমালের বাইরে রাখতে চাইছেন। ভাবলাম তাই, একমাত্র তুমিই আমাকে এসময় ঝামেলা থেকে বাঁচাতে পারো।'

শুনে কেলসো মৃদু হাসলো। তারপর বললো, 'সম্ভব হচ্ছে না।'

শুনে মরগ্যান আর কোনো কথা না বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর

ডেস্কের ড্রয়ারটা খুললেন তিনি। বিশেষ ধরণের রিভলবারটা বের করে দেখে নিলেন একবার। ম্যাগাজিন ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করলেন। তারপর মুখে একটা সাইলেন্সার লাগিয়ে নিলেন তিনি।

এই মুহূর্তে মরগ্যান ভীষণ ক্লান্তিবোধ করছিলেন। বাথরুমে গেলেন একবার। ওখানে ক্যাবিনটা খুলে বেগুনী রঙের ছোট একটা ক্যাপসুলের শিশি বের করলেন ভেতর থেকে। এগুলোকে সৈন্যরা বলতো 'বলফাস্ট বুলেট'। বিশ্রাম নেওয়া যখন একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে একমাত্র তখনই এগুলো ব্যবহার করা যায়। প্রতি চারঘণ্টা অন্তর দুটো করে ক্যাপসুল খেতে হয়। তাহলে যে কেউ চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমিয়েই ভালভাবে কাটিয়ে দিতে পারে। শুধুমাত্র অসুবিধে একটাই। পরের সময়টুকু তাকে একরকম নির্জীব হয়ে কাটাতে হয়।

এক গ্লাস জল নিয়ে দুটো ক্যাপসুল পরপর খেয়ে নিলেন কর্নেল মরগ্যান। তারপর ফিরে এলেন বসার ঘরে। এসে বসলেন জানলার পাশে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

* * *

তখন সবেমাত্র সাতটা বেজে পনেরো মিনিট। আপার গ্রসভেনর স্ট্রীটে নিজের ফ্ল্যাটে ডেভিড কফি খাচ্ছিল একমনে। ঠিক সেই সময়ে দরজার বেলটা বেজে উঠলো।

ডেভিড একটু চিন্তা করলো। ভাবলো, মিকালি নিশ্চয়ই নয়। ওর কাছে দরজার চাবি আছে। অবশ্য ব্যাপারটা ও ভুলেও যেতে পারে।

অবশ্য ইতিমধ্যে সংগীতানুষ্ঠানও আরম্ভ হয়ে গেছে। সে কারণে ওর আসাটা একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য ক্যাথারিন এই সময়ে আসতে পারে। ডেভিডের মনে হলো ওর আসারই সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা।

তখনও দরজার বেলটা বেজে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই চাবি ঘোরানোর আওয়াজ পেলো ও। দরজাটা এবারে খুলে গেল। যিনি ঢুকলেন তিনি হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন। তার পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন হ্যারি বেকার, এটা বুঝতে ওর অসুবিধে হলো না। ফারগুসন বললেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ বেকার।

এখন তুমি গিয়ে নীচে বরং অপেক্ষা করো। আমাদের কথা বলতে বেশী দেরী লাগবে না।'

হাউসহোল্ড ব্রিগেডের অফিসাররা সাধারণতঃ যে ধরনের কোর্ট পছন্দ করে ওর গায়ে ঠিক সেরকমই একটা কোর্ট। হাতে একটা ছাতা, বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেছে। সেটা চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখলেন তিনি। খানিকটা মৃদু ভাবে বললেন, 'বছরের এই সময়টা বড়ো বাজে আবহাওয়া। তুমি আমাকে চিনতে পারছো তো?'

ইনটেলিজেন্স প্রধানদের মুখগুলো ওর পরিচিত। পেশার খাতিরেই এটা ওকে রাখতে হয়েছে। গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লো ডেভিড। বললো, 'তাহলে পঁচিশ বছর পরে আবার সময় এলো। অবশ্য আমি প্রতিটি মুহূর্তই এর সম্ভাবনা আশা

করেছি।, অথচ যখন সত্যিই সেই মুহূর্তটা এলো তখন আমি তো একেবারেই প্রত্যাশা করিনি।'

ওর ঘড়ির চেনের ওপরে একটা সোনালী সিংহের চোখ। সেটা ওর ওয়েস্ট-কোটের একটা পকেট থেকে বের করে অন্য পকেটে রাখা আছে। ওটাতে ও একবার হাত দিলো। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন বলে উঠলেন এবার, 'তুমি কি ওখানেই সায়নাইড ক্যাপসুল রাখো? এটা ভীষণ পুরোনো পদ্ধতি। ওরা আমাদের এগুলো ইস্যু করতো যুদ্ধের সময়ে। আমি অবশ্য কোনোটাই নিজের কাছে রাখতাম না।'

বলে সামান্য থেমে আবার বলে উঠলেন, 'সম্ভবতঃ খুব তাড়াতাড়িই সময় নেয়। কিন্তু আমার সামনে একজন এস. এস. জেনারেল এটা খেয়েছিল। পরের কুড়িটা মিনিট ওর চীৎকার আমি থামাতে পারিনি। লোকটা প্রায় জঘন্য ভাবে মরেছিল শেষ পর্যন্ত।'

সাইনবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি এরপর। মদ ঢালবার পাত্রের ঢাকনিটা বের করে নিয়ে শুঁকে দেখলেন একবার। তারপর ঘাড় নেড়ে বোতল থেকে গ্লাসে ঢাললেন খানিকটা। ডেভিল এবার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আপনি কি করতে বলেন আমাকে?'

ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন এবার জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন। বৃষ্টি ভরা রাস্তার দিকে তাকালেন তিনি। তারপর বললেন, 'ধরো তুমি সোভিয়েত দূতাবাসের মাধ্যমে কোনোরকমে দেশে ফিরে গেলে। তোমার এই ব্যর্থতা কিন্তু ওরা ভাল চোখে দেখবে না। অবশ্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে ওদের একটা নাগরিক মনোভাব আছে। ওরা অন্তত তোমাকে ফাঁসী দেবেনা। তার চেয়ে বরং তোমাকে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেবে। জায়গাটা অবশ্য মোটেই ভাল নয়।'

এবারে ডেভিল মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'এর বিকল্প কি আছে?'

—'ফ্রান্স, তুমি একজন ফ্রান্সের নাগরিক। তাইতো?'

জিজ্ঞেস করলেন ফারগুসন। ডেভিল কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন আবার বললেন, 'আটষট্টি সালের 'ম্যাফিয়ার'-এর ঘটনার পর থেকে ওদের দেশের ইনটেলিজেন্সের লোকেরা তোমাদের ব্যাপারে অর্থাৎ যেকোনো রুশ এজেন্টদের ব্যাপারে দারুন রকমের সংবেদনশীল। তোমাদের গোয়েন্দা সংস্থা ওদের ভেতরে ভালভাবেই ঢুকে গিয়েছিল। এখন তোমাকে নিঃসন্দেহে ওদের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। মানুষকে নিংড়ে কিভাবে খবর বের করতে হয় তা কিন্তু ওরা ভাল ভাবেই জানে। এ' ব্যাপারে ওরা প্রাচীন পদ্ধতি মেনে চলে। ইলেকট্রিক-এর কায়দাটাই ওরা মেনে চলে। অবশ্য এসবই আমি শুনেছি।'

—'আর তুমি?' ডেভিল বলে উঠলো, 'আপনি কি প্রস্তাব করতে চাইছেন?'

—'মৃত্যু অবশ্যই।' ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন বলে উঠলেন। থেমে আবার বললেন, 'এ ব্যাপারে আমরাও কিছু একটা নিশ্চয়ই ভাববো। সবচেয়ে চমৎকার হচ্ছে গাড়ী দুর্ঘটনা। বিশেষ করে তাতে যদি আগুন লাগার ব্যাপারটা থাকে। অনেক সময়

পকেটের কাগজপত্র থেকেই সনাক্ত করা যায়।'

—'তারপর ?' বলে উঠলো ডেভিল। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন বলে উঠলেন, 'একেবারে শান্তির জীবন। অবশ্য আজকাল বেঁকে গেলে প্ল্যাস্টিক সার্জারী বেরিয়েছে।'

—'সঠিক খবরাখবরের বিনিময়ে ?' বলে উঠলো ডেভিল।

ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন সাইডবোর্ড থেকে আরও খানিকটা হুইস্কি গ্লাসে ঢাললেন। তারপর ফিরে এসে টেবিলের ধারে বসলেন।

—'সেটা উনিশশো তেতাল্লিশ সাল ছিল। আমি ছিলাম এস. ও. ই সংস্থার সঙ্গে। আত্মগোপন করে ফরাসীদের সংগে কাজ করছিলাম। আমি নিজে প্যারিসেই ধরা পড়েছিলাম। শেষপর্যন্ত গেস্টাপোদের হাতে ধরা পড়েছিলাম ওদেরই একটা হেডকোয়ার্টারে।'

—'শেষ পর্যন্ত তুমি পালাতে পেরেছিলে ?' জিজ্ঞেস করলেন ব্রিগেডিয়ার। ডেভিল বললো, 'একটা কনসেনটেশান ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পথে ট্রেন থেকে পালিয়ে-ছিলাম আমি। কিন্তু সে হলো পুরোনো ব্যাপার।'

কথা বলতে বলতে জানলার দিকে এগিয়ে গেল ডেভিল। সামনেই বড়ো সড়ক। বললো আবার, 'তখন ব্যাপারটা অনেক সহজ ছিল। আমরা জানতাম যে, কোথায় আছি।'

একটু থেমে আবার বললো, 'যে জন্যে আমরা লড়াই করছিলাম। কিন্তু এখন ...।'

বাক্য শেষ না করেই থেমে গেল ডেভিল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। শেষে আবার বললো ও, 'অবশ্য সংগে সায়নাইড ক্যাপসুল ছিল।'

—'তুমি এখন বলো কি করবো ?'

—'পরিচ্ছন্ন ভাবে খেলার একটা ব্রিটিশ বোধ আপনার নিশ্চয়ই আছে।'

—'আছে, আমার নিশানাও নিখুঁত।'

কথাটা বলে ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন ঘুরলেন। দেখলেন ডেভিলের ডান হাতের মুঠোয় একটা ছোট আকারের কালো রঙের ক্যাপসুল। বললো ডেভিল, 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

ঠিক তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন ওর হাত থেকে ক্যাপসুলটা ছিনিয়ে নিলেন। তারপর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'অত্যন্ত জঘন্য জিনিষ।'

ডেভিল এবারে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন তাহলে আমি কি করবো ?'

ফারগুসন বললেন, 'আমার মনে হয়, এবার একটা ভালো সংগীত শোনা উচিত। চলো বরং আমরা সবাই মিলে আজ রাতে অ্যালবার্ট হলে যাবো। ওখানে বিখ্যাত পিয়ানোবাদক জন মিকালির সংগীতানুষ্ঠানে আছে।'

ডেভিল বললো কিছুক্ষণ ভেবে, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

বলে ও নিজের কালো রঙের ওভার কোটটা পরে নিলো। তারপর টুপিটা নিয়ে

মাথায় চাপালো। হাতে নিলো একটা ছড়ি। ওটার ডগায় রুপোর খাপ লাগানো।
ফারগুসন এবারে বললেন, 'একটা ব্যাপার, আমার একটা কৌতুহল নিবৃত্ত করে নিই।'

—'কি কৌতুহল?' ডেভিল জিজ্ঞেস করলো। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন বললেন, কে. জি. বি না জি. আর. ইউ? কোনটা?'

—'জি. আর. ইউ।' ডেভিল বললো আবার, 'কর্নেল নিকোলাই অ্যাসিমং।'

ও উচ্চারণ ভংগীতে নামটা অদ্ভুত শোনালো। এবারে ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন মৃদু হাসলেন। বললেন তারপর, 'ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম। আমি অবশ্য মরগ্যানকে বলেছিলাম যে, আমার মনে হচ্ছে, তোমার স্টাইলটা অনেকটাই কে. জি. বি-র গুপ্তচরের মতো। এবারে বরং আমরা এগোই। কেমন?'

দরজাটা খুললো ডেভিল। তারপর বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন বেরিয়ে এলেন। গন্তব্যস্থল, দাঁড়ালো অ্যালবার্ট হল।

*   *   *

ঠিক তখনই ডঃ ক্যাথারিন রীলে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজের গাড়ীটা চালিয়ে এগোচ্ছিল। রাস্তায় বেশ ভিড়, তারই মধ্যে দিয়ে ওকে কোনোরকমে এগোতে হচ্ছিল। বেশ কিছুটা এগোনোর পরে একসময় ও গাড়ীটাকে রাস্তার ধারে দাঁড় করালেন একবার। ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিলো। তারপর ওখানেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে রইলো। এতোই নিস্তব্ধ এই জায়গাটা যে, ক্যাথারিন নিজেই নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। স্টিয়ারিংটাকে শক্ত করে চেপে ধরলো ও। তারপর বুক থেকে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। এখন পৃথিবীতে ওর কাছে মাত্র একটাই জায়গা আছে। যেখানে ও যেতে পারে। সেটা কিন্তু কেমব্রিজ নয়।

কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ক্যাথারিন আবার ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো। এগিয়ে চললো সড়কের একেবারে শেষপ্রান্তে। এখন ওর গন্তব্যস্থল মধ্য লন্ডন এলাকা।

পনেরো

অ্যালবার্ট হলের পেছন দিকের গ্রীনরুম, জন মিকালি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক করে নিচ্ছিল গলার টাইটা। ঠিক করে পোশাকের বাক্সটা খুললো ও। একেবারে শেষে রাখা আছে ওর বিশেষ ধরণের সেই রিভলবার। বের করে পোশাকের ভেতরে বেল্টে আটকে নিলো। সবশেষে একটা সুন্দর কালো রঙের লম্বা কোট পড়ে নিলো ও, কোটের বোতাম এর গর্ত গুলোতে সাদা নক্সা।

ইতিমধ্যে যে অর্কেস্ট্রা বাজছিল সেটা প্রায় সমাপ্তির মুখে। মিকালি দরজাটা খুললো, এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। একেবারে শেষপ্রান্তে স্টেজ ম্যানেজার দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে একটা ঢালু রাস্তা একেবারে মঞ্চের দিকে চলে গেছে। এই জায়গাটা দিয়েই শিল্পীরা সবাই প্রবেশ করে। সামান্য কিছুটা হেঁটে গেল ও। স্টেজে এবারে

রিভিলকে দেখতে পেলো। পরিচালকের জায়গাতে যথারীতি বসে আছে ও। ওর পেছনে স্টেজের বাঁ দিকে একেবারে শেষে বকসে দেখা গেল কেউ নেই। ওই বাক্সটাই ক্যাথারিনের জন্যে বুক করা আছে। ক্যাথারিনতো নেইই এমন কি ডেভিলকেও দেখতে পেলো না জন মিকালি।

ওর হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবার। ঠিক তখনই ও আবার ফিরে এলো গ্রীনরুমে। দেওয়ালের কাছে ফোন ছিল। ওখান থেকে ও সরাসরি ফোন করলো ফ্ল্যাটে। পুরো একমিনিট অন্য প্রান্তে ফোনটা বেজে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে রিসিভারটা রেখে দিলো ও। কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পরে মিকালি আবার ডায়াল করলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ক্যাথারিনকে পাওয়া গেল। মিকালি অধিষ্ঠা হয়ে উঠলো, কি ব্যাপার ক্যাথারিন? শিগগির চলে এসো। এবার আমার প্রোগ্রাম আরম্ভ হবে।

'যাবো' ক্যাথারিন জবাব দিলো। মিকালি এবার বললো, তুমি কোথায় ছিলে? ফোনে পাইনি এর আগে।'

ও প্রান্ত থেকে জবাব আসার আগেই গ্রীনরুমের দরজটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলো স্টেজ ম্যানেজার। বলে উঠলো, 'আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে, মিঃ মিকালি।'

ঠিক আছে। আমি আর বেশীক্ষন অপেক্ষা করতে পারবো না।' বলে উঠলো মিকালি। এবারে স্টেজ ম্যানেজার বললো, এক কাপ চা খাবেন নাকি মিঃ মিকালি।

'না' বললো জন মিকালি। স্টেজ ম্যানেজার এবারে বাইরে চলে গেল। মিকালি এবারে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর পায়চারী করতে করতে সিগারেট খেতে লাগলো। মনের মধ্যে একটা তীব্র অস্থিরতা। হঠাৎ কিছুক্ষন পরে ও পায়চারী থামিয়ে সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো। দেওয়ালের কাছে রাখা পুরোনো পিয়ানোটার কাছে গিয়ে বসলো। তারপর বাজাতে আরম্ভ করলো সেটা।

* * * *

মরগ্যানের ফ্ল্যাটের বাইরে পুলিশের গাড়ীটা একভাবে দাঁড়িয়েছিল। সেখানেই একটা উজ্জ্বল হলুদ রঙের ছোট্ট ভ্যান এসে দাঁড়ালো।

ড্রাইভারের মাথায় একটা কাপড়ের টুপি। এছাড়া ওই ভ্যানের গায়ের রঙেরই একটা কোট। বৃষ্টি পড়ছিল। উপহারের মতোই কাগজে জড়ানো ফুলের তোড়া বের করলো ও। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

মরগ্যান দরজা খুলে দিলেন। সামনেই ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। দরজা খুলতেই ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পড়লো ও এরপর ঘুরে মরগ্যান যাকে দেখতে পেলেন, সে হলো একজন সুন্দরী যুবতী। কাপড়ের টুপিটা খুলতেই বুঝতে পারলেন মরগ্যান। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'

যুবতী ততোক্ষনে জামার বোতাম খুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মৃদু হেসে বললো মেয়েটা, আমার নাম অ্যানি কেলসো। আপনি আমাকে শেষবার যখন

দেখেছেন তার চেয়ে একটু বড়ো হয়েছি কিন্তু এখন কথা বলার সময় নেই।'

বলে অ্যানি আবার বললো, প্লীজ আপনি হলদে কোট আর কাপড়ের টুপিটা পরে নিন। তারপর বেরিয়ে পড়ুন। বাইরে একটা মিনি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ওঠাতে বিন্দুমাত্র দেরী না করে উঠে পড়বেন। 'যাবেন পার্ক স্ট্রীট ঘুরে। আমার বাবা সেখানে অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে। একটা সাদা রঙের গাড়ীতে।'

—'কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি? জানতে চাইলেন মরগ্যান। একই সংগে তিনি কোটটাও পড়তে আরম্ভ করলেন। অ্যানি আবাক বললো, 'আপনি ভ্যানটা পার্ক স্ট্রীটে রেখে দেবেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ওখান থেকে ওটা নিয়ে যাবো। প্লীজ কর্ণেল, নিন এবারে বেরিয়ে পড়ুন।'

মরগ্যান প্রথমটা ইতঃস্তত করতে লাগলেন। তারপরেই প্রস্তুত হয়ে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

*   *   *

ক্যাথারিন রাস্তাটা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অ্যালবার্ট হলের সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ও। প্রথমেই যে লোকটা চোখে পড়লো ওর। সে হলো সুপারিনটেন্ডে হ্যারি বেকার। তিনি ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ অফিসারের সংগে কথা বলছিলেন। একবার ঘুরে তাকাতেই বেকারের নজর পড়লো ক্যাথারিনকে। ও তখন ওর জন্যে রাখা বক্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সংগে মিঃ বেকার এগিয়ে গিয়ে ক্যাথারিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার ডঃ রীলে?'

—'আমার জন্যে বক্সের টিকিট কাটা আছে।'

ওর কথায় বেকার মাথাটা নাড়লেন। তারপরেই ওর কনুইটা ধরে সজোরে ওকে নিয়ে এলো বাইরে। ওখানে একটা রহস্যময় ভ্যান দাঁড়িয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার ফারগুসনের গাড়ীটা ঠিক ওর পাশেই রয়েছে। তিনি বসেছিলেন পেছনের সীটে। পাশেই ডেভিল। দরজা খুললেন ব্রিগেডিয়ার। তারপর বেরিয়ে এলেন। বললেন, কেমব্রিজের কি হলো?'

ক্যাথারিন জবাবে বললো, আমি মত পালটেছি। তবে আপনার ভয় নেই ব্রিগেডিয়ার। মিকালিকে আমি সাবধান করে দেবো না। এছাড়া ওর আর কোথাও যাবার উপায় নেই।'

'হু' ফারগুসন মাথা নাড়লেন। এরপর ক্যাথারিনের নজর পড়লো ডেভিলের দিকে। আপনিই মিঃ ডেভিল?'

'হু' মৃদু হেসে বললো ডেভিল। ক্যাথারিন এবার বললো, ঠিক আছে, এখন চলি।'

বলে দ্রুত বেগে সামনের দিকে এগিয়ে গেল ও, ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন এসে গাড়ীতে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখনই যাবে নাকি ডেভিল?'

'না, পিয়ানো আমার কোনদিনই তেমন একটা পছন্দ নয়, বলে উঠলো ডেভিল।

গাড়ী এগোতে আরম্ভ করলো।

*　　　*　　　*

গ্রীনরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিকালি টাইটা ঠিক করে নিচ্ছিল। দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল গ্রিভিন। এবারে স্টেজ ম্যানেজার এসে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলো আপনারা তৈরী?' প্রিভিন মৃদু হাসলো, তারপর মিকালির দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বলে উঠলো, গুডলাক জন।'

জন মিকালি ওর দিকে হাত বাড়িতে দিয়ে মৃদু হেসে বললো, আমার ভাগ্য বরাবর ভাল। প্রতিভাবান মিকালির পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।'

তারপর এগিয়ে গেল সামনের দিকে। পিছনে প্রিভিন। আলবার্ট হল ভিড়ে ঠাসা। সমস্ত সীট ভর্তি হয়ে গেছে। স্টেজে প্রথম ঢুকলো গ্রিভিন, তারপর জন মিকালি।

গোটা হলঘর জুড়ে যে আওয়াজ উঠলো তাতে মিকালি অভিভূত হয়ে গেল। এরকম অভিজ্ঞতা ওর আগে কোনোদিন হয়নি। ওর সমস্ত শরীর জুড়ে আবেগ আর উত্তেজনা।

দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো মিকালি। প্রিভিন মৃদু হাসছিল। জন মিকালি এবারে বিশেষ বক্সের দিকে তাকালো একবার। দেখলো ক্যাথারিন সেখানে যথারীতি বসে আছে। খানিকটা এগিয়ে ক্যাথারিনের দিকে মিকালি পোশাকের বোতামে আটকানো গোলাপফুলটা ছুঁড়ে দিলো।

ক্যাথারিন গ্রহন করলো ফুলটা। তারপর তাকালো জনের দিকে। ওর মনে হলো ও যেন একটা স্বপ্ন দেখছে। পরম আবেগে ক্যাথারিন ফুলটাকে একটা চুম্বন করে আবার মিকালির দিকে ছুঁড়ে দিলো সেটা। জন মিকালি মৃদু হেসে পোশাকের বোতামে ফুলটাকে আবার গুঁজে রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে হাজির হলো পিয়ানোর সামনে। সমস্ত শ্রোতা একেবারে চুপ। জন মিকালি বসলো ওখানে।

এই মুহূর্তে সমস্ত হলঘর জুড়ে পুরো নীরবতা। সবাই উন্মুখ জন মিকালির পিয়ানো শোনার জন্যে। প্রিভিন সংগীত পরিচালনার জন্যে এসে দাঁড়ালো পিয়ানোর সামনে। হাতে একটা ছড়ি।

অর্কেস্ট্রা শুরু হলো। জন মিকালির আঙুল গুলো পিয়ানোর কি বোর্ড এর সঙ্গে ক্রমশঃ একাত্ম হতে লাগলো।

*　　　*　　　*

প্রিন্স কনসর্ট রোডে কাছে গাড়ীটাকে থামিয়ে বলে উঠলো কেলসো, আর কিছু করতে পারি কর্নেল?

—'ঠিক আছে। মরগ্যান বলে উঠলো আবার। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে এটা যেন গোপন থাকে।

মরগ্যানের গায়ে একটা ট্রেঞ্চ কোট। মাথায় টুপি। গাড়ী থেকে নেমে এলেন।

তারপর এগোলেন হলের পেছন দিকে। সামনেই একটা স্ট্যাচু সেখানে তিনি দাঁড়ালেন একবার। তারপর তাকালেন প্রবেশ পথের দিকে। সিঁড়ির তলায় জনা তিনেক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি দরজাতেই একজন করে পুলিশ পাহারা। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তিনি। বৃষ্টিতে টুপিটা ভিজে ওর মাথায় আর একটু চেপে বসেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ট্রাক সামনের দিকে এগিয়ে এলো। গিয়ে থামলো আর্টিস্টদের প্রবেশ পথের সামনে কর্নেল মরগ্যান দেখলেন। ট্রাক থেকে জনা চারেক পোর্টার বেরিয়ে চলো। বৃষ্টির জন্যে ওদের সবায়ের মাথায় টুপি আর বর্ষাতি। ওরা সবাই মিলে গাড়ী থেকে বিন্নারের কেস নামাচ্ছিল। সামনেই দুজন পুলিশ দাঁড়িয়েছিল।

মরগ্যান রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন গাড়ীটার পাশে। জায়গাটা সামান্য অন্ধকার। তিনি এখন সঠিক সময়ের অপেক্ষায়। সামনে পুলিশ দু'জন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে হাসছিল। পোর্টাররা তাদের কাজে ব্যস্ত। কর্নেল মরগ্যান এবারে বিন্দুমাত্র দেরী না করে গাড়ীর পেছন দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর গাড়ীর মধ্যে থেকে একটা গেট বের করে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

সোজা চলে এলেন বাঁ দিকে একটা ছোট্ট অফিসের সামনে। তারপর করিডোর ধরে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হলেন একটা খোলা দরজার সামনে। এখান থেকে একটা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। মরগ্যান উঠতে লাগলেন ওপরে।

এই মুহূর্তে কর্নেল মরগ্যানের কানে অর্কেস্ট্রার শব্দ ভেসে আসছিল। যতো এগোচ্ছিলেন তিনি ততোই আওয়াজ স্পষ্ট হচ্ছিল। সবশেষে তিনি এসে পেঁছেলেন একটা অর্দ্ধ বৃত্তাকার বারান্দার সামনে। বিপরীত দিকেই বাইরে যাবার দরজা। কাছে গিয়ে তিনি দরজাটা একবার খুললেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। সামনেই একটা সরু ঢালু রাস্তা গিয়ে সোজা মিশেছে একটা সিঁড়ির সামনে। স্টেজের বাঁ দিকেই এরিনা। এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল। তিনি খানিকটা এগিয়ে গেলেন। আর তখনই তার চোখে পড়লো যার জন্য তিনি এখানে এসেছেন তাকে। জন মিকালি সংগীতি পরিবেশনে বিভোর হয়েছিল।

* * *

শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনছিল জন মিকালির বাজনা। বাজনা প্রায় শেষের দিকে। মুখটা তুলে মিকালি প্রিভিনকে একবার দেখলো। ঠিক তখনই ওর নজর পড়লো খোলা দরজার দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল মরগ্যান।

আচমকা মরগ্যানকে দেখে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো জন মিকালির। কিছুক্ষণের জন্যে ও প্রায় পাথর হয়ে গেছিল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই বাজাতে বাজাতে

ও ক্যাথরিনের দিকে তাকালো। পরক্ষনেই খোলা দরজার দিকে, ততোক্ষণে মরগ্যান অদৃশ্য হয়ে গেছল ওখান থেকে।

অবাক হয়ে ভাবলো মিকালি যে, লোকটা এখনও বেঁচে আছে। ঈশ্বর কিসের জন্যে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ও ভেবেছিল, গুলি খেয়ে লোকটা বুঝি একেবারে শেষ হয়ে গেছিল। কিন্তু তা হয়নি। এই মুহূর্তে প্রতিশোধ নেবার জন্যে এখানে এসে হাজির হয়েছে ও।

প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে জন মিকালি আবার ধাতস্থ হলো। একটু একটু করে সাহস ফিরে এলো ওর। তারপরই একটা অনাবিল আনন্দে ওর সারা দেহমন প্লাবিত হয়ে গেল। ভেতরে জেগে উঠলো একটা অদ্ভুত ধরণের উল্লাস। ইতিমধ্যে প্রিভিন ইশারা করেছে ওকে। মিকালি পিয়ানোর এবার শেষ সুর তুললো। তন্ময় হয়ে গেল ও সুরের জগতে। এতো তন্ময়তা এর আগের কোনো অনুষ্ঠানে ওর ভেতরে আসেনি।

* * *

যে মুহূর্তে পিয়ানোর বাজনা থামালো ঠিক সেই মুহূর্তে সারা হলঘর জুড়ে একটা সমুদ্রের গর্জন উঠলো। সমবেত শ্রোতারা মুখে বিস্ময়ে চীৎকার করে অভিনন্দন জানাচ্ছিল জন মিকালিকে। এর আগের কোনো অনুষ্ঠানে জনতার এতো স্বতস্ফূর্তঃ ভালবাসা ও পায়নি। বস্তুতঃই ও সৌভাগ্যবান। সমবেত হাততালিতে হলঘর একেবারে মুখর। অনেকেই রেলিং টপকে ওর কাছে পেঁছোতে চাইছিল।

জন মিকালি শান্ত দৃষ্টিতে বক্সের দিকে তাকালো একবার। ক্যাথারিণ ওখানে দাঁড়িয়েছিল। রেলিং ধরে চুপচাপ দেখছিল সবকিছু। মিকালি ততোক্ষণে প্রিভিনের সঙ্গে গ্রীনরুমের দিকে এগিয়ে গেছে।

গ্রীনরুমের বাইরে স্টেজ ম্যানেজার দাঁড়িয়েছিল। দু'হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। মিকালিকে দেখেই উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলো ও, 'স্যার, এরকমটা আগে কোনোদিন শুনিনি। অপূর্ব।'

ওদিকে ক্রমশঃই চীৎকার করছিল। শ্রোতাদের মধ্যে কারো কারো কণ্ঠে মিকালির জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। কেউ এখানে আবার ওর প্রশস্তি করে একটা গান গেয়ে উঠলো। জন মিকালি নির্ব্বিকার চিত্তে শ্যাম্পেন খাচ্ছিল তখন। মুখে অদ্ভুত ধরনের একটা মৃদু হাসি। প্রিভিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ও কি ? বাজনা ভালো হয়েছে তো ? না কোনো জায়গাতে ভুল করেছি ?

প্রিভিন মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'বন্ধু, মাঝে মাঝে জীবনে একটা মহান মুহূর্ত আসে। আজকের রাতটা আমার কাছে সেরকমই একটা মুহূর্ত। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। প্রিভিনের প্রশংসায় মৃদু হাসলো জন। তারপর শ্যাম্পেনে চুমুক দিলো। তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো প্যাসেজের শেষ প্রান্তে। এটা গিয়ে মিশেছে মূল করিডোরে। ভাবলো, এই মুহূর্তে কর্ণেল কোথায় ? কোন্ অন্ধকারে অপেক্ষা করে রয়েছে ওর জন্যে ?

হাইভ্রার কথা মনে পড়ে গেল ওর। কর্ণেলর প্রয়োজন ওকে। এখন আরো ভীষণ ভাবে। হলের মধ্যে সমবেত জনতার চীৎকার তখনও সমানে চলেছে। প্রিভিন বললো ওকে, 'জন চলে এলো। আমরা যদি ফিরে না যাই তাহলে ওরা হয়তো স্টেজে ঢুকে পড়বে।'

—'তাইতো দেখছি।' বললো মিকালি।

তারপরেই আবার ওরা ফিরে এলো স্টেজে। ওকে দেখামাত্রই জনতার চীৎকার গেল আরো বেড়ে। ফুল, টুপি প্রভৃতি নানারকম জিনিষ মিকালির সামনে ছুঁড়ে দিচ্ছিল জনতা। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। সমবেত হাততালি। এমন চমৎকার অভিজ্ঞতা বুঝি খুবই বিরল। জন মিকালি মাথা নাড়লো। হাসলো, হাত নাড়ালো, ক্যাথারিনের দিকে ছুড়ে দিলো এক অদৃশ্য চুম্বন। এ সমস্ত ছাপিয়েও ওর মাথায় তখন একটাই চিন্তা। মনে মনে ভাবলো স্টেজ থেকে সোজা বেরিয়ে যাবার একটাই মাত্র রাস্তা আছে। সেটা গ্রীনরুম হয়ে করিডোর দিয়ে যেতে হয়। হয়তো কর্ণেল সেখানেই ওর জন্যে অপেক্ষারত।

ঠিক তখনই মনে হলো। ব্যাপারটা নাও হতে পারে।

ও ঘুরে পরক্ষনেই রেলিংএর সামনে এসে দাঁড়ালো।

ঠিক বারো ফুট নীচে অর্ধ বৃত্তাকার রাস্তা। একমাত্র ওটাই স্টেজের রাস্তা।

সামনের দিকে ঝুঁকে মিকালি আবার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো। তারপর ও রেলিং টপকে নীচে নেমে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। এরকম আচমকা ব্যাপার কেউই আশা করেনি। সবাই তখন উত্তেজিত। অ্যালবার্ট হলের দীর্ঘ ইতিহাসে একজন বিরাট শিল্পীর এভাবে চলে যাওয়াটা অভাবনীয় ঘটনা।

* * *

এরিনার কাছে করিডোরটা তখন ফাঁকা। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে জনতা এসে যেতে পারে। মিকালি এসে দাঁড়ালো সিঁড়ির শেষ প্রান্তে। এটাই পেছন দিককার প্রবেশ পথ। নীচে দাঁড়িয়ে মিঃ বেকার তখন দুজন পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। মিকালি ওকে দেখতে পাওয়া মাত্রই আবার চলে এলো ওপরে। তারপর এগোতে লাগলো করিডোর দিয়ে। এক রকম ফাঁকাই। বাইরের প্রবেশপথে এগিয়ে গেল খানিকটা। মিকালি তখন ষষ্ঠেন্দ্রিয় ফিরে বিপদের গন্ধটের পেয়েছে।

করিডোর দিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটছিল মিকালি। হঠাৎ ওর চোখে পরে অদূরেই এক অপরিচিত মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তখনই এক দল লোক ওর সামনে এসে হাজির হলো, ওদের মধ্যে প্রিভিনও ছিল। তখন জনতা ঘিরে ধরালো মিকালিকে। প্রিভিন জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

জবাবে মৃদু হেসে মিকালি বললো, 'এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।' প্রিভিন এবারে বললো, 'গণ্যমান্য অতিথিরা সবাই তোমার জন্যে ক্রিম কর্নাট রুমে অপেক্ষা করছেন। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীও আছেন। চলো শিগগির।

কথাটা বলে মিকালির জবাবের অপেক্ষা না করে ওর হাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

*   *   *

প্রিন্স কনসার্ট রুমের প্রবেশ পথ ভিড়ে ঠাসা। ক্যাথারিন এগোবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কোনো রকমে ও শেষপর্যন্ত কাঁচের দরজার সামনে এসে হাজির হলো। কিন্তু সামনের প্রহরী ওকে ভেতরে [illegible]তে বাধা দিলো। ঠিক তখনই ক্যাথারিন দেখতে পেলো মিঃ বেকারকে। শেষপর্যন্ত ওর সাহায্যেই ভেতরে ঢুকতে পারলো ক্যাথারিন।

মিকালি ভেতরে তখন সমবেত শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল। তা সত্বেও ওর চোখ দুটো সতর্ক ভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কর্নেলকে। ক্যাথারিনকে দেখতে পেলো হঠাৎ। ক্যাথারিনও পেয়েছে। সংগে সংগে ও মিকালির কাছে এগিয়ে এলো। দুচোখে প্রেম আর মুগ্ধতা। কথার ফাঁকেই ক্যাথারিন বললো, 'আপাততঃ ব্রিগেডিয়ার ফারগুসনের হাতে মরগ্যান বন্দী হয়ে আছে, তোমার চিন্তা নেই।'

মিকালি বললো, 'না, কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি ওকে।'

ক্যাথারিণ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন তুমি কি করবে?'

—'গ্রীসের রাষ্ট্রদূতের দেওয়া একটা পার্টীতে যাবার কথা।' বললো মিকালি। ক্যাথারিন ওর হাতটা ধরেছিল। দু'চোখে একটা আতংকের দৃষ্টি। ও এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

*   *   *

ততোক্ষণে ক্যাথারিন মারফৎ মিঃ বেকার এবং তারপর ব্রিগেডিয়ার ফারগুসন জেনে গেছেম যে, কর্নেল মরগ্যান এখানেই কোথাও আত্মগোপন করে আছেন।

জন মিকালিও জেনে গেছে ওর আর কোথাও যাবার নেই। বেরোবার রাস্তা বন্ধ। অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল ও, কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই ও সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। এসে দাঁড়ালো কনসর্ট রুমের দরজার সামনে। দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলো ঘরটা ফাঁকা। আর ঠিক তখনই ওর নজরে পড়লো দূরের আয়নায় একটা প্রতিবিম্ব। চমকে উঠলো মিকালি। সারা দেহে এক অদ্ভূত শিহরণ খেলে গেল ওর। প্রতিবিম্বের কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, 'শেষ সময়টা ভালভাবেই কাটুক।'

—'তাই হোক।' বলে মিকালি দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পিয়ানোটা রাখা আছে, বসে বাজাতে শুরু করলো ও। পাশেই সেই রিভলবারটা রাখা। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাথারিন এসে দাঁড়ালো ওর সামনে। গ্রীনরুমের বারান্দা দিয়ে কর্নেল মরগ্যান তখন ওপরে উঠে এসেছেন, হাতে রিভলবার। ক্যাথারিন মিকালিকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। বাজনা থেমে গেছে। কর্নেল মরগ্যান ততোক্ষণে এসে হাজির হয়েছেন। ওদের দুজনের মাঝখানে ক্যাথারিন। আর এক মুহূর্তও সময় ছিলনা। জন মিকালি উঠে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো দ্রুত। সামনে ফিরতেই পরপর দুটো গুলি এসে লাগলো ওর ঠিক বুকের মাঝখানে। সংগে সংগে ছিটকে গিয়ে পিয়ানোর ওপরে পড়লো ওর দেহটা। একবার নড়ে উঠে পরক্ষণেই

স্থির হয়ে গেল চিরকালের মতো।

ঠিক তখনই মিঃ হ্যারি বেকার এসে হাজির হলেন ওখানে। সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল। রিভলবারটা টেবিলের ওপরে। কর্নেল মরগ্যান নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্যাথারিন পাথরের মতো স্থির। মিঃ বেকার ঝুঁকে পড়ে জন মিকালিকে পরীক্ষা করে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'না ঃ উনি মারা গেছেন।'

ক্যাথারিন কেঁদে উঠলো। বললো, 'মরগ্যান, জন কিন্তু আমার জন্যেই তোমাকে মারেনি।'

মিঃ বেকার মিকালির রিভলবারটা নিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু এতে তো একটাও গুলি নেই দেখছি।'

বলে তিনি ব্রিগেডিয়ার ফারগুসনকে ফোন করার জন্যে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। ক্যাথারিন জন মিকালির সামনে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো, ওর জামার সামনেটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও জন মিকালির মুখমণ্ডলে আশ্চর্য রকমের প্রশান্তি। ঠোঁটে মৃদু হাসির ছোঁওয়া লেগে আছে মিঃ বেকার কর্নেল মরগ্যানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই এখন তৃপ্ত হয়েছেন?'

মরগ্যান জন মিকালির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, চোখ দুটো জ্বলছিল। সংক্ষেপে বললেন, 'হ্যাঁ।'

মিঃ বেকার বললেন, 'কর্নেল মরগ্যান, আজকের সকালের কাগজে আছে। দেখলাম আপনি সেনাবাহিনীতে প্রমোশন পেয়েছেন। কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার।'

মরগ্যান সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বারান্দা দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলেন। দূরে ক্যাথারিন। মরগ্যানের চীৎকার শোনা গেল, 'ক্যাথারিন দাঁড়াও…।'

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন মরগ্যান। ক্যাথারিন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাইরে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আবার চীৎকার করলেন মরগ্যান পাগলের মতো, 'ক্যাথারিন, তুমি কোথায়…?'

ক্যাথারিন অতোক্ষণে অ্যালবার্ট হল অতিক্রম করে পার্কের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।